INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

November 11, 1965

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 11th November, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty-one members.

Mr. Speaker :— Honourable Members,

Before taking up the normal business scheduled for this session of the Assembly, I feel it a solemn duty on my part to refer to the mournful but glorious death of our Jawans who laid down their lives in the service of the Motherland during the conflict between India & Pakistan that has been going on since August, 5 last when Pakistan sent out into our soil of Kashmir thousands of infiltrators equipped with most modern arms and other war epuipments begged of some big foreign powers. Pakistan was sadly mistaken in their calculation & assessment of the military strength of India and the infiltrators actually found themselves having caught a Tartar in our Jawans. They were pushed back by our heroic Jawans from post to post till a large area of the Pak-occupied Kashmere was recovered. Taken aback at this discomfiture, the Pakistani army, in a spirit of desperation, crossed the International boundary and entered into Chhumb area of our territory where also they were stoutly resisted by our Jawans and their advance was effectively checked. Moreover our Jawans pushed forward and penetrated far into Pakistan Territory. While still on a victorious march defying and destroying the so called invincible Patton tanks and Sabrejets, which has astouned the world, they had to cry halt in compliance with the mandate of the U. N. O. for cease fire. This miraculous victory was achieved not at a cheap price but at the cost of the precious life-blood of many of our Jawans whose heroic sacrifice has worked a miracle in beating back the invaders and maintaining the sovereignty and territorial integrity of our country as well as our cherished ideal of democracy, the principle of our national existence ; nay, it has rescued our nation from the deepening gloom of frustration and helplessness that had been demoralising it and roused this mighty nation into realisation of its own strength reviving its self confidence besides enhanced its prestige in the International world.

This House does most gratefully and respectfully record its profound reverence for the Jawans who have laid down their lives in defence of their Motherland against Pakistani invaders. The Jawans are dead, long live the Jawans.

I would request the Honourable Members to stand in silence for two minutes as a mark of respect to the immortal dead.

(The Members observed two minutes silence)

Mr. Speaker :— Now I announce to make another obituary reference on the sad demise of Shri Balwantray Gopalji Mehta, Chief Minister of Gujarat.

Honourable Members,

With a grievous heart I am to refer to the sad demise of Balvantray Gopalji Mehta, late Chief Minister of Gujarat State, on the 19th September, 1965.

He was bron on the 19th February, 1899. He entered public life on October, 1920, took active part in States People's Movements for civil liberties and responsible Government, Women education, Harijan uplift work. He started Thakkar Bapa Harijan Ashram in 1927 and was the General Secretary, All India States People's Conference from 1928-47 and its Vice-President in 1947-48. He was the President, Bhavanagar Prajamandal Indian Council for Africa since 1959 and All India Panchayat Parisad from 1956-61. He was a Member, Working Committee, A. I. C. C. He welcomed imprisonment several times for active participation in the freedom movement of India. He was the Chairman, Estimates Committee of Lok Sabha and a Member of the Parliament till 1962. He was the leader of the Team on Community Projects and N. E. S. Blocks. He was President, Servants of the People Society and Ex-Deputy Chief Minister, Saurashtra State. He was unanimously elected Leader, Gujarat Legislature Congress Party and lastly he was the Chief Minister, Gujarat since 19th September, 1963.

This House mourns his death and places on record its deep sense of sorrow and loss.

I would request the Honourable Members to stand in silence for two minutes as a mark of respect to the departed soul.

(The Members again observed two minutes silence)

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday, the 12th November, 1965 as a special mark of respect to the memory of our heroic Jawans.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT. 1963.

NOVEMBER 12, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 12th November, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the chair, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty two members.

MR. SPEAKER :— First item in the agenda is Starred Questions. I would call on Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— Starred Question No. 6.

SHRI B DAS :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 6.

QUESTION	ANSWER
1. Whether a case was instituted against Sri Shyam Kishore Singh, a Work-charged Assistant posted at Khowai-Teliamura Road by Sri Surendra Dutta of Khowai Division, alleging that the said Shri Shyam Kishore Singh has illigally taken earth from his jote land for construction of Khowai-Teliamura Road.	Yes.
2. If so, whether the said Sri Surendra Dutta has been defeated in the case.	Yes.
3. If so, whether the Government has paid the cost of the case to Sri Shyam Kishore Singha ?	Instructions have been issued to re-imburse the exp-enditure incurred.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় ডেপুটি মিনিষ্টার বলতে পারেন কি যে এই জাজমেন্ট অর্ডারে কি লিখা আছে ?

শ্রীবি দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কোশ্চেনটা ফলো করতে পারছি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— এই কেসের জাজমেন্টে কি অর্ডার হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— অনারেবল কোর্ট যে জাজমেন্ট দিয়েছেন সেটা আমরা এখনও পাইনি। আমরা এটা পাওয়ার চেষ্টা করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কেস কত সনে এবং কত তারিখে ইন্‌ষ্টিটিউট করা হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেসটা হয়েছিল ১৯৬৪তে এবং কেস ওয়াজ ডিস্‌মিসড্ রিসেন্টলী, ইন ফেব্রুয়ারী—মার্চ্চ, ১৯৬৫তে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— এবং কত তারিখে রায় বের হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রায়ের তারিখটা এই মুহূর্ত্তে আমি বলতে পারছি না। আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কেসের কানেকশানে শ্রীসিংহের কত টাকা খরচ হয়েছিল ?

শ্রীবি ,দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে ইনষ্ট্রাকশন হ্যাভ বীন ইস্যুড টু রি-ইমবার্স দি একস্পেনডিচার ইনকারড্ এবং সেটা এখানে এলে পরে আমরা বলতে পারব কত খরচ হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, শ্রীসিংহ মহাশয় তার রায়ের নকল সহ পি, ডব্লিউ, ডিতে দরখাস্ত করেছিলেন ক্ষতি পূরণ পাওয়ার জন্য ?

শ্রীবি, দাস ঃ— এই কথাটা সত্যি।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি মামলা খরচ বাবত, রায় যেভাবে পেয়েছেন, সব টাকাই পাবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মিঃ স্পীকার, স্যার, পাবেনটা তো প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হল যখন নাকি সেই ভদ্রলোক. শ্রীশ্যাম কিশোর সিংহ কোর্টের রায় সহ পি, ডবিউ, ডি, র কাছে তার কষ্ট অব কেস পাওয়ার জন্য অ্যাপ্‌লিকেশন করেছেন তারপরে তাকে আজ পর্য্যন্ত কষ্ট্ দেওয়া হয়েছে কিনা বা দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ? সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটার জবাবেই আমি বলেছি যে রি-ইম্‌বার্স করার জন্য সমস্ত ইনষ্ট্রাকশন ইস্যু করা হয়েছে এবং সেই রেকর্ডগুলো পেয়ে গেলেই

আমরা সব কিছু দিয়ে দেব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ইনষ্ট্রাকশনটা কবে ইসু করা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—ডেট্‌টা আমার কাছে এই মুহূর্ত্তে নেই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে শ্যাম কিশোর সিংহ কবে পি, ডবিউ, ডি র কাছে পিটিশন করেছেন তার টাকা দেওয়ার জন্য ?

শ্রীবি, দাস ঃ— সেই ডেট্‌টাও আমার কাছে নেই। আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

MR. SREAKER :— I would now call on Shri Hlura Aung Mog.

SHRI HLURA AUNA MAG :— Question No. 48.

SHRI B. DAS :— Hon'ble Speaker Sir. Question No. 48.

QUESTION.	ANSWER
১। বিলোনীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বিভাগ হইতে যে সব রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে সেগুলিতে এস, পি, টি, ব্রীজ এবং কালভার্ট দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;	হঁ্যা—
২। থাকিলে, এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?	প্রস্তাব বিবেচনাধীন।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মুহুরীপুর থেকে জর্জরিয়া পর্যন্ত যে রাস্তাটি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মারফতে হয়েছে সেখানে ১২টা ব্রীজ এখনও কনস্‌ট্রাকশন করা হয় নাই, এবং তার ফলে জনসাধারণ খুবই অসুবিধা ভোগ করছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয় মহকুমার অন্তর্গত জর্জরিয়া হইতে মুহুরীপুর রাস্তাটিতে ৫টি এস, পি, টি, ব্রীজ এবং ১১টা কালভার্ট করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং সেখানকার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মহাশয়ের টেকনিক্যাল পরীক্ষাধীনে আছে।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— এই বৎসরে এই কাজ আরম্ভ করবেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— এক্সপার্ট ওপিনিয়ন যখন আমরা পাব তখনি আমরা কাজ আরম্ভ করব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— আপনারা কি এক্সপার্ট ওপিনিয়ন চেয়ে পাঠিয়েছেন ?

শ্রীবি, দাস ঃ— এখন টেকনিক্যাল পরীক্ষাধীন আছে আমি বলেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—আপনারা কবে চেয়ে পাঠিয়েছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— ডেট্‌টা আমার কাছে নেই। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

MR. SPEAKER :— Next question Shri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM :— Question No. 155.

SHRI B. DAS :— Hon'ble Speaker. Sir, question No. 155.

QUESTION.	REPLY.
1) Whether the proposal for the revision of pay scales of the employees of the Government of Tripura, in whose cases revision were not made have been sent to the Government of India.	YES.
2. Whether any proposal for revision of pay scales of the Superintendents and Assistants of the Civil Secretariat have been sent to the Government of India ?	YES.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই রিভিশান অব পে স্কেলের প্রোপোজালটা তাঁরা কবে পাঠিয়েছিলেন ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি কোনটা চেয়েছেন, দুটোই কি চেয়েছেন ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— হ্যাঁ, দুটোই চেয়েছি আমি।

শ্রীবি, দাস ঃ— এক নম্বর যেটা আছে সেটা হল প্রপোজাল ফর দি রিভিশন অব পে-স্কেলস্ ফর দি এমপ্লয়ীজ অব দি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট ; সেগুলি সেভেনটিনথ মে, নাইনটিন সিকষ্টি ফাইভে আর দ্বিতীয়টি পাঠানো হয়েছে নাইনটিনথ মে, নাইনটিনথ সিকষ্টি ফাইভে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— রিভিশন করার সময়েতে তাঁরা কি ভিত্তিতে রিভিশন করেছেন তা বলতে পারেন কি ? অর্থাৎ আমি বলতে চাই এটাকি ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে ফলো করেছেন না ত্রিপুরার স্পেশাল কণ্ডিশান বিবেচনা করে নূতন কোন নীতি নির্ধারণ করেছেন ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক নম্বর 'এ যেটা আছে—ত্রিপুরা এমপ্লয়ীজের ব্যপারে, সেখানে কতকগুলি ওমিশান এণ্ড এরারস আছে, যার জন্য আমরা সতের মে'তে প্রপোজাল পাঠিয়েছি আর Superintendents and Assistants of the Civil Secretariat— সেগুলি West Bengal' এ payscale যেটা আছে সেটাকে বেসিস্ করে আমরা প্রপোজাল পাঠিয়েছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমার প্রশ্ন ছিল "whether the proposal for the revision of pay scales of the employeees of the Govt. of Tripura, in whose cases revision were not made have been sent to the Government of India." তার উত্তরে বলা হয়েছে যে সতের মে' তারিখে প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে, এখন বলছেন যে কতগুলি ওমিশান এণ্ড এরারস্ তার rectification এর জন্য একটা প্রপোজাল তারা পাঠিয়েছেন। তাহলে আমাদের কি বুঝতে হবে যে এক নম্বরের ক্ষেত্রে তারা পে-স্কেল রিভিশানের জন্য কোন প্রপোজাল পাঠাননি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিভিশান অব্ পে-স্কেল-এর ব্যাপারে কতগুলি এরারস এবং ওমিশান ছিল এবং যে সমস্ত পে-স্কেল রিভিশান ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট করেছেন, সেইসব ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পে-স্কেল প্যাটার্ণ যতটুকু সম্ভব ফলো করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম :— একটা রিভিশান অব্ পে-স্কেল হয়েছে এবং সেখানে অনেক এরারস্ এণ্ড ওমিশান আছে সেটাকে সংশোধন করা এক জিনিষ, আর যেখানে so many empoyees of various departments— যেখানে আদৌ কোন পে-স্কেল রিভিশান হয়নি যেমন—Police Department এ আছেন P. W. D. Department' এ আছেন, Medical Department' এ আছেন তাদের কোন revision of pay scale হয়নি। সে সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের পে-স্কেল রিভিশানের জন্য কোন প্রপোজাল নূতন করে পাঠান হয়েছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এরারস্ এন্ড ওমিশানস্ কথাটা যেখানে বলেছি সেখানে নিশ্চয় বলা যায় যে সেই ভুল ত্রুটি কোন একটা প্রস্তাবের উপর এবং তা সংশোধন করা হয়েছে।

MR. Speaker :— I would now call on Shri Birchandra Deb Barma.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA :— Question No. 258

MR. M. L. BHOWIK :— Hon'ble Speaker Sir, Starred question No. 258.

QUESTIONS	REPLIES
1) Whether the Govemment has decided to declare the following villages of Udaipur Sub-division as Reserve Forest viz. Rajnagar Raiyabari, Pitra, East, South & North Brojendranagar, Killa, Gharthai, Chainaruya, North Bormura. Debtamura, Gakulpur, and Thalakum etc.	It has been decided to declare Mouza North Barmura and Deotamura as Reserve Forest The notifications have been issued.
2) If so, whether the said area is thickly populated mainly with tribals who are now facing eviction.	No
3) If so, whether the Government desires to reconsider its decision.	Does not arise.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA :— What class of people are inhabitating there ?

SHRI M. L. BHOWMIK :— সেখানে সকল শ্রেণীর লোকই আছে, mostly tribals.

শ্রীবীরচন্দ্র দেব বর্ম্মা ঃ— এবং এই সমস্ত জায়গা যদি রিজার্ভ করা হয় তাহলে সেখানে এই সমস্ত ট্রাইবেলরা কি থাকতে পারবে ?

SHRI M. L BHOWMIK :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিশ্চয়ই তারা থাকতে পারবেন যদি তারা ফরেষ্ট ভিলেজাস´ হিসাবে থাকতে চান।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন. এই রিজার্ভ ফরেষ্ট ডিক্লেয়ার করার ফলে সেখানে কত সংখ্যক লোক এফেক্টেড হবে, এবং সম্পূর্ণ এরিয়াতে কত সংখ্যক লোক এখন বসবাস করছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— সেখানে এখন ৭৪৬জন লোক।

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA :— Number of tribals amongst them ?

SHRI M. L. BHOWMIK :— 736 tribals out of 746.

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলবেন, যারা সেখানে জোতদার এই ফরেস্ট রিজার্ভের ভিতর তারা কি ফরেস্ট ভিলেজাস´ হিসাবে গণ্য হবে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যখন কোন

এরিয়া রিজার্ভ বলে ঘোষনা করেন তখন প্রথম যে নোটিফিকেশান দেওয়া হয় সে সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা জানেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এই এরিয়াকে ফরেস্ট রিজার্ভ বলে ডিক্লেয়ার করতে চান, "দিস ইজ দি ফার্ষ্ট নোটিশ।" সেকেণ্ড নোটিশে সেই সমস্ত এরিয়ায় যে সমস্ত ইনহেবিটেন্টস থাকেন তাদের রাইটস আছে কিনা তার হিয়ারিং নেওয়া হয়। যদি সেই এরিয়াতে এমন লোক থাকেন যারা জোতদার তাদের রাইটস সম্পর্কে যখন হিয়ারিং হবে তখন তারা বলবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, স্থানীয় যে সমস্ত জায়গার মধ্যে রিজার্ভ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানকার জনসাধারণ আপত্তি করে কোন রিপ্রেজেন্টেশন দিয়াছেন কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— সেটার হিয়ারিং নেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— রিপ্রেজেন্টেশন পেয়েছেন কিনা, তারা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছে কিনা ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিকঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কার কাছে ?

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা ঃ— কর্ত্তৃপক্ষের কাছে।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— তা যদি দিয়ে থাকে, সেটা শোনা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— স্থানীয় জনসাধারণ কতৃপক্ষের কাছে আপত্তি করে কোন রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছেন কিনা সেটাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

শ্রী এম, এল, ভৌমিক ঃ— সেটা এই মুহূর্ত্তে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে পারছি না, যদি দিয়ে থাকে তাহলে শোনা হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে রিজার্ভ ফরেষ্ট এরিয়া যে প্রপোজ করা হয়েছে, এখনে সেটার টোট্যাল এরিয়া কত ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক ঃ— ২৬·১২ স্কোয়ার মাইল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, সেখানে যে ট্রাইবেল আছে তারা খাস জায়গায় আছে না জোত জায়গায় আছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক ঃ— This will be ascertained now.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— আপনি কিছু জানেন কিনা সে সম্পর্কে।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— সেটা এখন বলা সম্ভব নয়।

Mr. SPEAKER :— Sudhanya Deb Barma.

SHRI SUDHANYA DEB BARMA :— 293

SHRI B. DAS :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 293.

Question	Answer
1) Whether it is a fact that plots of land allotted to the tribal for jhumia rehabilitation at Bishramganj, Sadar are going to be sold by public auction ;	No
2) if it is so, what is the reason ?	Does not arise.

শ্রীসুধন্য দেববর্মা ঃ— এই যে জুমিয়াদের রিহ্যাবিলিটাশান দেওয়া হয়েছে সেখানে তাদের নামে যে জমিগুলি অ্যালট করা হয়েছে তাদের খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে কিনা এবং যদি করা হয়ে থাকে তাহলে কবে করা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে, তবে কবে ধার্য্য করা হয়েছে তার তারিখ আমি এই মুহুর্ত্তে বলতে পারছিনা, সো আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

Mr. SPEAKER :— Shri Sunil Kr. Choudhury.

SHRI SUNIL KR. CHOUDHURY :— 297

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 297

Question	Answer
a) What quantity of paddy land has been affected due to erosion of the Feni River Bank at Doulbari Mouza, Sabroom ?	32 acres,
b) Has the Govt. any plan to protect plots of land from erosion at the said spot ?	No such plan is under consideration of the Government.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কত পরিবার এই ঈরোশান অব সয়েলের জন্য এভিকটেড হয়েছে ?

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker Sir, I demand notice.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এখানে ঈরোশান অব সয়েল যে হচ্ছে তা নিরোধের কোন পরিকল্পনা না নেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— সরকার যথাসময়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না আমরা যখন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য চীৎকার করছি সেই সময়ে এই সমস্ত ল্যাণ্ড প্রটেক্ট করা আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— হাঁ, প্রয়োজনীয়তা আমরা খুবই অনুভব করি এবং যথাযত ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন।

MR. SPEAKER :— Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— Question No. 56.

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Qnestion No. 56

QUESTION	REPLY.
1) Whether Shri Paresh Chandar Dutta, Constable was placed under suspensinn	YES.
2) If so, by whom and when	By the Superintendent of Police, Tripura with effect from 21.7.65.
3) What was the charge against him.	For violation of order of the authority and also for remaining absent from duties without authority.
4) If he has been released from suspension ?	No.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি শ্রীপরেশ চন্দ্র দত্ত কতদিন থেকে সাস্পেণ্ডেড হয়ে আছেন ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আন্সারেই উল্লেখ করা আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি একটু উত্তরটা পড়ে শুনান কারণ আমি ফলো করতে পারিনি ।

শ্রী এম, এল, ভৌমিক ঃ— ফ্রম ২১/৭/৬৫

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই সাস্পেনশান হওয়ার আগে সে আরেকবার সাস্পেণ্ডেড হয়েছিল কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— হঁ্যা, সে আর একবার সাসপেণ্ডেড হয়েছিল অন অ্যানাদার অকেশান। তার বিরুদ্ধে প্রসিডিংস ছিল সেটা উইথড্র করা হয়েছে ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ঐ সময়ে তাকে কোন সাবসিষ্টেন্স এলাউন্স দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ— ফর্মার পিরিয়ডে ?

শ্রীভৌমিক ঃ— যতদিন তিনি সাস্পেণ্ডেড ছিলেন ততদিন তিনি সাবসিস্‌টেন্স এলাউন্স পাবেন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ— Whether he has received subsistence allowance for his former period of suspenesion ? Whether he has received or not ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি পরে খবর নিয়ে বলব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে অ্যাডিশন্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কোচার তাকে আন-অথরাইজড অ্যাবসেন্ট প্রমাণ করবার জন্য রিজার্ভ অফিস থেকে অ্যাটেণ্ডেন্টস্ রেজিষ্টারের পাতা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা সত্যি নয়। তার কারণ হচ্ছে এই যে, অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিষ্টার ছিঁড়ে ফেলতে পারেন একজন রেসপনসিবল অফিসার, এটা আমরা স্বীকার করতে পারি না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবর নেবেন কি, যেদিন থেকে পরেশ দত্তকে বেতন দেওয়া হয় নি সেই সময়ের এবং তার আগের অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিষ্টার রিজার্ভ অফিসে আছে কিনা এবং থাকলে তা অক্ষত আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— সেটা নিশ্চয়ই আছে অক্ষত আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কি অর্ডার সে অমান্য করেছিল ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— তাঁকে এক জায়গায় পোষ্টিং এর অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। সে প্লেস অব পোষ্টিং এ জয়েন করে নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে আমাদের বর্ত্তমান যে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ ভট্টাচার্য, তাকে ডিউটিতে যোগদান করতে বলেছিলেন কিনা এবং সে ডিউটিতে জয়েন করেছিল কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— তাকে ডিউটিতে যোগদান করতে বলার পর তাকে আবার কেন সাসপেণ্ড করা হল মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— নিশ্চয়ই সেই কর্ম্মচারী কোন অপরাধ করেছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যাকে সাস্পেণ্ড করা হয়েছে তিনি কোন অ্যাডভান্স টি, এ, চেয়েছিলেন কিনা এবং সেই অ্যাডভান্স টি, এ,

চাওয়ার অপরাধে তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

MR. SPEAKER :— Shri Hlura Aung Mog.

SHRI HLURA AUNG MAG :— Question No. 251.

SHRI B. DAS :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 251.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৬৫-৬৬ ইং সনে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কত সংখ্যক জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইবে এবং ডিভিসন ভিত্তিক পরিবার সংখ্যা কত ?	১০০০ পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইবে তন্মধ্যে ৮৪১ পরিবারকে নিম্নলিখিত বিভাগে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে :— খোয়াই— ২৭ পরিবার অমরপুর— ২৩৮ ” কৈলাসহর— ২০৯ ” বিলোনীয়া— ১২১ ” উদয়পুর— ৬৮ ” সোনামুড়া— ৫ ” ধর্ম্মগনর— ৯১ ” সাব্রুম— ৮২ ” বাকী ১৫৯ পরিবারের জন্য বিভিন্ন বিভাগে ভূমি জরিপ করা হইতেছে এবং তজ্জন্য বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে কোন বিভাগে কতজন পুনর্বাসন করা হইবে বলায় সুবিধা নাই।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বাকী যে সমস্ত জুমিয়ারা এখন অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে তারা কখন জুমিয়া পুনর্বাসন পাবে ? কত বৎসরে তাদের পুনর্বাসনের কাজ শেষ হবে ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা কত বৎসরে হতে পারে এর একটা ডেফিনিট সময় উনি চেয়েছেন। সে ক্ষেত্রে আমি আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছি যে বাকী যে ১৬৯টি পরিবার আছে তাদের জন্য বিভিন্ন বিভাগে ভূমি জরীপ করা হচ্ছে এবং সেই ভূমি জরীপ হয়ে যাওয়ার পর আমরা তাদের পুনর্বাসন দিয়ে দেব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই যে ৮ শত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের কি কলোনী করে দেওয়া হয়েছে না বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নের জবাবেরও আগেই বলেছি যে আমরা কতগুলি ডিভিশনে ভাগ করে দিয়েছি, যেমন খোয়াইয়ে ২৭টি, কৈলাসহরে ২০৯টি, বিলোনীয়ায় ২১টি এইভাবে আমরা দিয়েছি।

MR. SPEAKER :— The question is, have they been given rehabilitation in colonies or in scattered ways. That is the question.

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিভিশান ওয়াইজ আমরা দিয়েছি। উনি বলতে চেয়েছেন সেখানে কলোনী আছে কিনা। যে জায়গায় সম্ভব হয়েছে আমরা কলোনী করে দিয়েছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন কোথায় কলোনী করে দেওয়া হয়েছে আর কোথায় জমি জরীপ বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— এই মুহূর্তে আমার এটা জানা নেই। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ওদের কত পরিমাণ করে জমি দেওয়া হয়েছে এবং সেই জমিগুলোর মধ্যে কতখানি লুংগা কতখানি টিলা ?

শ্রীবি, দাস, ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সাধারণতঃ টু ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর করে দিয়ে থাকি এবং লুঙ্গা টিলা সমস্ত জমি মিশিয়েই আমরা দিয়ে থাকি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— যেখানে যেখানে এই পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে কি, কোন ইরিগেশন ফেসিলিটিজ আছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— যেখানে নেই সেখানে যাতে আমরা ইরিগেশান ফেসিলিটিজ দিতে পারি সে দিকে আমাদের পরিকল্পনা আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— যেখানে আপনারা কলোনীগুলি বসিয়েছেন সেখানে ইরিগেশন ফেসিলিটিস্ কি কি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি. দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নের জবাবে আগেই বলেছি যে যেখানে ইরিগেশন ফেসিলিটিস দরকার সেখানে আমরা সেটা দিয়ে দেব এবং আমাদের সেই ভাবেই পরিকল্পনা আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— আপনারা যেখানে যেখানে কলোনী করে পুনর্বাসন দিয়েছেন সেখানে কি ইরিগেশন ফেসিলিটিস্ দরকার আছে না দরকার নেই ?

MR. SPEAKER :— Question should not be asked direct to the minister.

SHRI ATIQUL ISLAM :— Sorry Sir, যেখানে যেখানে কলোনী করা হয়েছে সেখানে কি ইরিগেশন ফেসিলিটিজ আছে, না সেখানে ইরিগেশন ফেসিলিটিজ নেই. সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলতে পারেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবেই আমি বলেছি যে উপযুক্ত স্থানে ইরিগেশন ফেসিলিটিজ দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেই ভাবে আমাদের পরিকল্পনা আছে।

MR. SPEAKER :— The question is whether already it is existing ?

শ্রীবি, দাস ঃ— সেই পার্টিকুলার্স আমার কাছে নেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খবর রাখেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সমস্ত পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, টাকা দেওয়ার পর তাদের কোন জমি দেওয়া হয়নি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব কিছু খবরই আমরা রাখি। খবর রেখেই বলছি, তাদের জমি দেওয়া হয়েছে এবং পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খবর রাখেন, পাথালিয়াঘাট—বিশ্রামগঞ্জ'এর পূর্ব্বে, সেখানে অনেক দিন আগে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের জমি অ্যালটমেণ্ট করে দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা পার্টিকুলার কেস নিয়ে এখানে কথা হচ্ছে, সো আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথা সত্য কি না যে বর্ত্তমানে বিলোনিয়া বিভাগে যে সমস্ত জমি জুমিয়াদের জন্য অ্যালটমেণ্ট করা হয়েছে, সেইগুলি টিলা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা সত্য নয়। টিলা এবং লুঙ্গা জমি একত্রে মিশিয়েই আমরা দিয়ে থাকি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যেখানে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে ইরিগেশান ফেসিলিটিজ নেই বলে এবং সেই জমিগুলি টিলা বলে সেখান থেকে জুমিয়ারা অন্যত্র চলে যাচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি ইরিগেশান ফেসিলিটিজ উপযুক্ত স্থানে দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেই পরিকল্পনা আমাদের আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— ইরিগেশান ফেসিলিটীজের প্রশ্নটা আমার নয়, আমার প্রশ্নটা হ'ল সেখান থেকে ট্রাইব্যালস্‌রা চলে যাচ্ছে, কারণ তারা সেখানে টিক্‌তে পারছে না

হোয়েদার ইট ইজ এ ফ্যাক্ট ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. একমত হতে পারছিনা।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বিশ্রামগঞ্জ কলোনী জুমিয়াদের অনেক জায়গাতে বর্ত্তমানে রেশম অর্থাৎ গুটি পোকার চাষ হচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য যে কলোনী করা হয়েছে, সেখানে রেশমের চাষ হচ্ছে, সেটা হতেও পারে। কারণ আমাদের সে রকম পরিকল্পনা আছে, জুমিয়ারা হয়ত সেটা করছে।

Mr. SPEAKER :— His question is whether the sericulture has been started in the plots alloted to the Jumias ?

শ্রীবি, দাস ঃ-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. যেখানে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে তারা যদি রেশমের চাষ করতে চান, আমরা সেটা নিশ্চয়ই এনকারেজ করব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— আমার প্রশ্ন এটা নয় স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সমস্ত জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল অর্থাৎ জায়গা পেয়েছিল, সে সমস্ত জায়গায় এখন তারা নেই, সেই জায়গাগুলির মধ্যে এখন সেরিকালচারের চাষ হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ-খবর রাখেন কিনা ?

MR. SPEAKER :— Those plots which have been deserted by Jhumias are now being utilised for sericulture.

SHRI B, DAS :— বিশ্রামগঞ্জে কয়টি পরিবারের কোন ট্রেস্ পাওয়া যাচ্ছেনা এবং এই ধরণের খালি জমি অনেকটা পড়ে আছে। সেখানে যে সমস্ত অন্যান্য জুমিয়ারা আছে তারা যদি রেশমের চাষ করতে চান তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এনকারেজ করব।

শ্রীতুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকার যে নীতি অনুসরণ করে আসছেন তার পরিবর্ত্তনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— এই মুহূর্ত্তে সে প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, জুমিয়ারা যদি জমি খোঁজ করে পুনর্বাসনের জন্য আবেদন করে, তাহলে সেখানে তাদের প্রায়রিটি দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— আমরা সবাইকে পুনর্ব্বাসন দিতে চাইছি এবং এই ধরণের যারা আবেদন করেছেন সেখানে নিশ্চয়ই সেই ধরণের কন্‌সিডারেশান পাবেন।

শ্রীতুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা

বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা কার্য্য করে থাকি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন ট্রাইবেলসরা কেন জুমিয়া কলোনী থেকে চলে যাচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্ন এই অ্যাসেম্বলিতে আগেও অনেকবার এসেছে এবং তার উত্তরও আমরা দিয়েছি, যে কতগুলি কারণে তারা সেখান থেকে চলে যাচ্ছে, তা হচ্ছে তারা শিফটিং কাল্টিভেশানে জোর দিয়ে থাকেন এবং তার উপর তারা নির্ভরশীল সেইটাই এর অন্যতম কারণ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কৈলাশহর এলাকায় মড়াছড়া আদর্শ জুমিয়া কলোনি করা হয়েছে এবং সেখানে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা এখনও কোন জমি পাচ্ছেনা, এবং নন্‌ট্রাইবেলস্‌রা তাদের অ্যালটেড জমিগুলি দখল করে বসে আছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটা সত্য নয়। কারণ আমরা জমি জরীপ করে তারপর জুমিয়া পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করে থাকি এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনা।

Mr. SPEAKER :— Shri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM :— 256

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 256.

QUESTIONS.	REPLIES
1. Wether the Tripura Government Employees Association has submitted any written representation raising certain serious complaints against the C. F, O, Tripura.	Yes.
2. If so, whether the matter has been enquired into :	The matter is being Looked into,
3. and. with what results ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন, এনকোয়েরী করার সময় যিনি পিটিশান করেছেন এম্পলয়ী অ্যাসোসিয়েশান থেকে, তার সাক্ষী নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ— প্রয়োজন হলে নেওয়া হবে। এনকোয়েরী এখনও শেষ হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এনকোয়েরী অফিসারের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— এনকোয়েরী অফিসার ডি. সি.

শ্রী আতিকুল ইসলাম :— তিনি কি এনকোয়েরী ষ্টার্ট করেছেন এবং সাক্ষী প্রমাণ নিতে সুরু করেছেন ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— Yes, enquiry has already started but not yet completed.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কবে পর্যন্ত শেষ হতে পারে· মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— সেটা কতদিন লাগবে এখনই বলা সম্ভব নয়।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— কবে এনকোয়েরী ষ্টার্ট করা হয়েছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— প্রায় মাস খানেক হ'ল এনকোয়েরী চলছে।

MR. SPEAKER :— Shri Aghore Ded Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— Question No. 73.

SHRI B. DAS :— Hon'ble Speaker. Sir, Starred quetion No. 73.

QUESTION	REPLIES
1) Whether any representation was received by the Education Department requesting to take over the privately run Charilam High School, Sadar ;	Yes, the prayer was for either upgradation of the Charilam Govt. Jr. High School into a High/Higher Secondary School or to recognise Charilam privately manage d High School as a school final institution.
2) Whether any officer has been sent to enquire into ;	YES.
3) If so, what is the result of that enquiry ?	The position of the privately mangaed school as revealed in the inspection report does not justify recognition as a High School. As for upgrading the Govt. Jr. High School into Govt. High/Higher Secondary School, the matter requries close cxamination.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কতদিন পরে সরকার এই জুনিয়ার হাইস্কুলটিকে আপ্‌গ্রেড করার পরিকল্পনা নেবেন বলে আমরা আশা করতে পারি ? অর্থাৎ কবে পর্যন্ত এই স্কুলটা আপগ্রেড করা হবে ?

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে the matter requires close examination.

MR. SPEAKER :— Shri Hlura Aung Mog.—254.

SHRI M. L, BHOMIK :— Hon'ble Speaker, Sir, question No. 254.

QUESTION	REPLY
1) What steps have been taken to realise the cost of training from Shri A. R. Chakraborty, D. F. O, as per terms and conditions of the bond who has tendered his resignation before completion of terms ?	There is no pending recovery from Shri A. R. Chakraborty.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী, মহোদয় এ, আর, চক্রবর্ত্তীকে যখন ট্রেনিং দিয়ে আনা হয় তখন ৫ বছরের এগ্রিমেণ্টে তাকে আনা হয়েছিল এবং ৫ বছর শেষ হবার আগে, অন্তত ৬ মাস আগে তিনি চাকরী ছেড়ে চলে যান। তখন এই কথা আমাদের হাউসে বলা হয়েছিল যে তার কাছ থেকে ৬ মাসের টাকা আদায় করবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাহলে আগের উত্তরটা কি ভুল দেওয়া হয়েছে, আমরা মনে করব।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— হয়ত বাই দিস্ টাইম রিয়েলাইজড্।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— স্যার, আমার কোয়েশ্চনটা আমি আপনাকে বলছি আমরা একটা প্রশ্নের রেফারেন্স দিয়ে এই প্রশ্নটা করেছি। সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল যে একটা পোর্শন টাকা আমরা এ, আর, চক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে রিয়েলাইজ করব এবং তার জন্য আমরা ষ্টেপ নিচ্ছি। ৬ মাসের টাকা আদায় তাঁরা করে নেবেন বলেছিলেন। এখন জবাবে বলছেন যে কোন বকেয়া টাকা তার কাছে পাওনা নেই। এখন আমরা কোনটা বিশ্বাস করি ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বোধ হয় বৎসর খানেক পূর্ব্বে এই প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— না, না, গত সেসনে এটা করা হয়েছিল।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে বাই দিস্ টাইম হিজ অ্যারিয়ারস্ মাইট হ্যাভ বীন রিয়েলাইজড।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমার প্রশ্ন তো কেটাগরিক্যাল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে রিয়েলাইজ করা হয়েছে কিনা বা কি ষ্টেপ নিয়েছেন? "মাইট হ্যাভ বীন" কোন অ্যানসার হয় না।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— Steps have already been taken to realise the amount due to him. এটা বলা হয়েছিল আগে এবং হয়ত ইতি মধ্যে টাকা আদায় হয়েছে তার কাছ থেকে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— বলুন কবে আদায় হয়েছে।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— সেটা আমি পরে বলব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ — প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট ষ্টেপস্ হ্যাভ বীন টেকেন? এখন এই কথা যদি বলতে চান হাউসে যে আমরা ষ্টেপ নিয়েছি এবং টাকা আদায় করেছি তাহলে প্লীজ অ্যানসার দিস্। আমি সেই অ্যানসারটা পেতে চাই।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে বিকভারী পেণ্ডিং নেই অর্থাৎ আদায় হয়ে গিয়েছে।

MR. SPEAKER :— It means the whole amount has been realised.

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— ৬ মাসের টাকা বাকী ছিল তার কাছে। সেই ৬ মাস হিসাব করে যা পাওনা আদায় হয়ে গেছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— আদায় হয়ে গেছে?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— উত্তরে তো তাই বোঝাচ্ছে।

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA :— When this amount has been realised, and what is the amount ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— কখন এবং কত টাকা আদায় হয়েছে এটা আমি হাউসকে পড়ে জানাব।

Mr. SPEAKER : – Shri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM :— Question No. 290.

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker Sir. Question No. 290.

QUESTION	REPLY
1. Whether the Govt. considers the use of service stamp for personal purpose an offence rendering the offender un-suitable to be retained in service ;	1) Use of Service stamp for personal use is an offence.
2) Whether it is a fact that the C. F. O Tripura uses service stamps for his personal purpose ;	2) No.

3. If so, what step the Govt. proposes to take against the C. F. O.. Tripura ?	3) Dose not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সি, এফ, ও, এর ছেলে যাকে বাঙ্গালোরে চিকিৎসার জন্য রাখা হয়েছে তার চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সমস্ত করেস্পণ্ডেনস তিনি করেছেন তাতে তিনি সার্ভিস ষ্ট্যাম্প ইউজ করেছেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— তিনি যদি করে থাকেন, হী ক্যান ডু ইট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— হাউ স্যার ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— তিনি সরকারী সহাযো, তার ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন এবং সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষের সংগে যদি তার ছেলের চিকিৎসার ব্যাপারে কোন করেস্পণ্ডেন্স করতে হয় তবে তিনি সার্ভিস ষ্ট্যাম্প ইউজ করতে পারেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— এটা কি আইনতঃ সিদ্ধ।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— হ্যাঁ, আইনতঃ সিদ্ধ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সি, এফ, ও, সাহেব রামঠাকুর পাঠশালার প্রেসিডেন্ট হিসাবে সেই স্কুলের সংগে যে সমস্ত করেস্পণ্ডেন্স করেছেন সে সমস্ত করেস্পণ্ডেন্স করতে তিনি সার্ভিস ষ্ট্যাম্প ইউজ করেছেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যদি কোন তারিখে কোন চিঠিতে তিনি service stamp ইউজ করেছেন এটা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তার প্রতিকার করব, আইনতঃ যা আছে ষ্টেপ নেব। কিন্তু তিনি এটা প্রমাণ করতে না পারলে হয়ত আমি আশা করি তিনিও আইনের আওতায় আসবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সি, এফ, ও, এর যে ষ্ট্যাম্প রেজিষ্টার বুক আছে সেই রেজিষ্টার বুক আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এনকোয়ারী করাতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি তার প্রশ্নটা ফলো করতে পারিনি।

মিঃ স্পীকার ঃ— সার্ভিস ষ্ট্যাম্প এর যে রেজিষ্টার আছে সি, এফ, ও, অফিসে সেই রেজিষ্টারটা এনকোয়ারী করবেন কিনা এবং সেই এনকোয়ারী করার সময়েতে অনারেবল মেম্বারকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি এই ব্যাপারে উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের কাছে রিপ্রেজেনটেশান দিতে পারেন। তাহলে পরে এনকোয়ারী আমরা করব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— Then why do you challenge me ? I am challenging you.

SHRI M. L. BHOWMIK :— I am challenging you that you may send a representation alleging that he has used service stamp.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— বেশ তো আমাকে বাদ দিন। আপনি নিজে এনকোয়ারী করবেন কিনা সেই সার্ভিস ষ্ট্যাম্পের খাতাটা ? সেটা এনকোয়ারী করে আমাকে জানাবেন কি যে অভিযোগটা সত্যি কি না ?

আমি বলছি স্যার যে উনি তো আমাকে নিয়ে এনকোয়ারী করবেন না বললেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে, সার্ভিস ষ্ট্যাম্প খাতাটা এনকোয়ারী করে জানাবেন কি যে আমার অভিযোগটা সত্য, কি সত্য নয় ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— আমি তো, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলেছি যে তিনি সেই রিপ্রেজেনটেশান দিন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমাকে খাতা দিলে আমি দেখিয়ে দিব।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— বলুন, আমার কাছে বলুন যে আমরা দেখতে চাই বা এনকোয়ারী করতে চাই। তারপর উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রী বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মনে করি যে হাউসে যদি কোন প্রশ্ন রাখা হয় একটা অভিযোগ সম্পর্কে ফর এনকোয়ারী বাই এ মেম্বার কোন গভর্ণমেণ্ট অফিসিয়াল সম্পর্কে, যদি ডেফিনিট কোন প্রশ্ন রাখা হয় Such as mis-usingof service stamp for his corre-spondocnce as president of Ramthakur Pathshala, it is sufficient to start an enquiry on that matter ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— এটা মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে তিনি আমার সংগে গিয়ে অফিসে দেখতে চান।

MR. SPEAKER :— No, No, that has been withdrawn.

SHRI M. L. BHOWMIK :— That has been withbrawn ? Alright, we shall enquire about it.

MR. SPEAKER :— Yes, starred questions of the persons present are now over. There are some questions given notice of by Shri Nripendra Chakrabarty. I have not got any letter of authority from him. Any member feeling interest may put these.

SHRI ATIQUL ISLAM :— 189

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker Sir, Question No. 189.

QUESTION	REPLY
1, Whether any seasoning timber treatatment plants have been installed in Tripura ;	1. There is no Seasoning plant in Tripura. One Timber Treatment plant is there.
2. If so, their location and functioning ?	2. The Treatment plant is located at Amtali and is under the ownership of a group of Co-operative Societies. The plant has not been functioning for some time past.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটা কেন ফাংশান করছেনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এই প্ল্যাণ্টে কি গভর্ণমেন্ট কোন সাহায্য দিয়েছেন, কোন লোন বা কোন গ্র্যান্ট ?

শ্রীএম,এল, ভৌমিক :— হঁ্যা, গভর্ণমেন্ট এবং রিহাবিলিটেশান ডিপার্টমেন্ট এই কো-অপারেটিভকে সাহায্য দিয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কত টাকা সাহায্য করেছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— যে প্ল্যান্টকে গভর্ণমেন্ট সাহায্য দিয়েছেন সেটা আজকে অচল হওয়ার পরে গভর্ণমেন্ট সে সম্পর্কে কি ষ্টেপ নিয়েছেন to make it functioning ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্বন্ধে আমি পরে বলব। আমি আগেই নোটিশ ডিমাণ্ড করেছি।

MR. SPEAKER :— I call on Shri Atiqul Islam

SHRI ATIQUL ISLAM ;— No. 190

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 190

QUESTIONS.	REPLY
1) What steps are being taken to plant quick growing species and Industrial wood in Tripura.	Quick Growing Species are being raised under a Centrally Sponsored Scheme. Plantation of Fast Growing Species' and Industrial wood is being raised under the above mentioned scheme and also under 'Minor Forest produce' and 'Economic plantation' Schemes.
2). The areas where such planting has started :	Baramura-Deotamura R. F. Atharamura Kalajhari R. F., Deo R. F., Chakmaghat R. F., Kulai R. F., Chandraipara R. F., Teliamura R. F., Garjee R. F., Muhuripur R. F.
3) Whether such areas will be extended :	YES

SHRI ATIQUL ISLAM :— Quick Growing Species' এর জন্য কত একর জমিতে (রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে) চাষ করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— Quick Growing Species' এর জন্য আমাদের ১,০৮০ একর ছিল টার্গেট, আমরা এই পর্যন্ত ২৫৮৮.১৬ একর' জমিতে Quick Growing Species' এর প্ল্যান্টেশান করেছি. ফ্রম ১৯৬২।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল উড্ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কি, কত করা হয়েছে, কত টার্গেট ছিল ইত্যাদি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল উড্ আমরা ১০ একর-এ করেছি।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— টার্গেট কত ছিল ?

শ্রীএম,এল, ভৌমিক :— টার্গেট আমরা এখনও স্থির করিনি, কারণ আমাদের স্কীম এখনও করা হয়নি। ১০ একর-এ এ পর্যন্ত রাবার প্ল্যান্টেশান করেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল উডের জন্য কি কি গাছ লাগান হয়েছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— রাবার করা হয়েছে ইউক্যালিপ্টাস, সিমুল, কদম, বেম্বু ইত্যাদি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রাবার কি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল উড্ ?

শ্রীএম এল, ভৌমিক :— ইয়েস, ডেফিনিট্লি রাবার ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল উডের পর্যায়ে পড়ে।

MR. SPEAKER :— Any more question ?

SHRI ATIQUL ISLAM :— Starred question No. 192

SHRI M. L. BHOMIK :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 192

QUESTION	REPLY.
1) . Whether any Committee has been set up for dealing with abministrative reforms particularly for evolving new measures of reform in methods of work and for the study of major problem areas ;	YES
2) If so, what are the results of its work ;	Suitable action as per decisions of the Committee is being taken,
3) If the answer of (1) is in the negative, whether the Central Govt. had suggested in August, 1964, to from such a Committee in the Territory ;	Does not arise.
4) If so, the reasons for not setting up such a Committee ?	Does not arise.

SHRI ATIQUL ISLAM :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এই কমিটির সদস্য কে কে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— এই কমিটির সদস্য হচ্ছেন চেয়ারম্যান, চীফ সেক্রেটারী, Members, all Departmental Secretaries, and Ex-officio Secretaries.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এই কমিটি কবে গঠিত হয়েছে, বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— ১৪ই জুলাই, ১৯৬৫.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এই কমিটি গঠিত হওয়ার পর এই কমিটি কি কোন বৈঠক করেছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— হাঁ, ২১শে জুলাই, ১৯৬৫ এ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এই বৈঠকে এই কমিটি কি কোন রকম এডমিনিষ্ট্রেটিভ, রিফরমসের জন্য সুপারিশ করেছেন।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— হাঁ, তারা সুপারিশ করেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কি সুপারিশ করেছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— মেইনলি ফাস´ট সিটিং এ যেটা সুপারিশ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে regarding punctuality, quickness in correspondence inspection super-vission.

SHRI ATIQUL ISLAM :— Administrative reforms সম্পর্কে কোন রকম সুপারিশ তারা করেননি এখন পর্যন্ত ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস সম্পর্কে একজন অফিসারকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে, তিনি এখনও সেই কাজে যোগদান করেননি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কাকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল ভৌমিক :— তিনি আমাদের উদয়পুরের জোন্যাল এস, ডি, ও শ্রীকুলেশ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

Mr. SPEAKER :— Starred questions are over. There are some Unstarred Questions. Question Nos. 18, 265 asked by Shri Aghore Deb Barma, Question Nos. 198, 204, 206 & 200 asked by Shri Nripendra Chakraborty. 267 275 asked by Shri Birchandra Deb Barma. The Minister may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions.

(Replies to unstarred questions are at Appendix "A")

Next item Calling attention Notice. I have received Callng Attention Notice from Shri Atiqul Islam, M. L. A. on the subject "Scarcity of baby food and steps taken by the Govt. to meet the situation". I have given consent to the Notice of Shri Atiqul Islam to day. I would request the Hon'ble Minister-in-chage of the Department to make a statement. If the

Hon'ble Minister is not in a position to make a stasement to-day, he may kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker sir, I shall make a statement on the subject on 17th November next.

MR. SPEAKER :— 17th November.

Now next item, Presentation of the Report of the Business Advisory Committee. I think Honourable Members have been supplied with the report of the Buisness Advisory Committee. setting the Business of the House upto the 17th Nov. 1965.

I would now call on Shri Ershad Ali Choudhury, Deputy Speaker designated by me to move the motion that "the House agrees to the allocation of time proposed by the Committee."

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY :— Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that this House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

MR. SPEAKER :— There is no opposition. I put the Motion to vote.

As many as are of that opinion, will please say 'Ayes'.

'Ayes'

As many as are of contrary opinion, will please say 'Noes'

MR. SPEAKER :— Ayes have it ; Ayes have it.

The Motion is carried.

GOVERNMENT RESOLUTION

MR. SPEAKER :— Next item-Government Resolution.

I shall request the Hon'ble Dy. Minister to move his Resolution.

SHRI B. DAS :— Hon'ble Speaker Sir, I beg to move the following resolution.

"Whereas after sending hordes of armed infiltrators into Kashmir, Pakistan crossed the International boundary line and mounted a heavy attack in the Chhamb sector of Jammu on September 1st, 1965, and continued the aggression making air-raids on civilian population not only in neigh-

bouring areas but also in distant regions like Tripura, this Assembly takes the grim resolution of meeting the said naked aggression on the soil of India and calls upon all the inhabitants of the country to continue their fight forgetting all their differences and to preserve the integrity of the country. This Assembly records its grateful appreciation of the valiant service rendered by our jawans, airmen and our officers of the armed forces, and assures them that their blood and toil have forged the entire nation solidly behind them. While doing so, this Assembly remembers with gratitude all those whether in the armed forces or in civil life whom Death has immortalised and conveys its sympathy to their bereaved families.

AND WHEREAS Pakistan has violated the cease-fire orderd by the U. N. O. on many occasions and continues to flout International opinion and code of civilised conduct, this Assembly apprcciates the necessity of maintaining unflinching vigilance and constant alertness on the part of all. This Assembly is conscious of the urgent necessity of intensifying the nation's efforts in the food front and urges the inhabitants of Tripura to cooperate with the Government by bringing more lands under the plough, increasing the yeild of crops in all possible ways and scrupulously avoiding wastage of food. This Assembly further urges the inhabitants of Tripura to lend their support to the Governmet by cooperating with the Government in the matter of Civil Defence and also by donating blood, making contributions to the National Defence Fund, investing money in Gold Bonds and National Defence Loans and to share the glory of the fight by joining the armed forces in ever-increasing number. This Assembly is confident that at this point of history all Indians will do their best to maintain the unique sense of unity amongst them abjuring communal prejudices and keeping vigilant watch on communalists, anti-social elements and saboteurs. This Assembly firmly believes that our cause being just, inspiration for hard-work will never be lacking and all privation and suffering brought about by the the aggression will be cheerfully borne by our people and eventually victory will be ours."

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. ভারত শান্তির পুজারী, ভারতের জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে চায়, শান্তিতে বিশ্বাসী। সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক তারও চেষ্টা ভারতবর্ষ করে এসেছে স্বাধীনোত্তর যুগে গত ১৮ বৎসর ধরে। সারা পৃথিবী জেনেছে ভারতবর্ষের জনসাধারণ স্বাধীনতাকামী, শান্তিবাদী তারা। শান্তিবাদী জনসাধারণ, ভারতের জনসাধারণ। তারা শান্তিতে বসবাস করতে চায়, নিজেকে উন্নত করতে চায় এবং বিশ্বে শান্তি বজায় থাকুক সেই চেষ্টাই ভারত বরাবর করে এসেছে। এই চেষ্টা নিয়ে ভারত পাকি-স্থানের কাছেও তার আবেদন জানিয়েছে "যুদ্ধ নয়" চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য। কিন্তু পাকি-স্থানের সেই আয়ুবশাহী চুক্তিতে কোনদিন সাড়া দেয়নি। ১লা আগষ্ট ১৯৬৫ ইং সনে সাম-রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে বেসামরিক পোষাকে কিছু অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে দিল পাকিস্থান সেই কাশ্মীরে। কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বর্বর আয়ুবশাহী চক্র বিমান আক্রমণ এবং স্থল বাহিনী নিয়ে এসে আক্রমণ চালালো শান্তিবাদী স্বাধীনতাকামী ভারতের জনসাধারণের উপর। তার সমুচিত জবাব যথা সময়ে এবং যথাস্থানে দিয়েছে ভারতের জনসাধারণ। সেখানে আমাদের জোয়ান ভাইয়েরা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতের জনসাধারণ মোকাবিলা করেছেন, শত্রুকে হঠিয়ে দিয়েছেন। এবারে এগিয়ে এলেন বিশ্বের যে শান্তি সংস্থা সেই রাষ্ট্রসংঙ্ঘ তার শান্তির বানী নিয়ে। ভারতবর্ষ বিনা সর্ত্তে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলো। পাকিস্থান তালবাহানা সুরু করলো। শেষ মুহূর্ত্তে বাধ্য হল তারা সেই যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে। স্বাক্ষর করেছে বটে, কিন্তু ন্যায়ের সাথে যাদের এতটুক্ সংযোগ নেই, অন্যায়ের উপরেই যাদের ভিত্তি, সত্যের সাথে যাদের সংযোগ নেই, অসত্যের পুজারী যারা তারা এই যে শান্তি চুক্তি, যুদ্ধবিরতি চুক্তি তা লঙ্ঘন করে চলেছে দিনের পর দিন যদিও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে পাকিস্থান, কিন্তু সেই চুক্তি অনুযায়ী কার্য্যক্ষেত্রে তা তারা পালন করে না। সেই ক্ষেত্রে পাকিস্থানের এই যে নগ্ন আক্রমণ এবং যুদ্ধ বিরতি স্বাক্ষর হওয়ার পর বিনা প্ররোচনায় যে হামলা চালাচ্ছে তার মোকাবিলা করার জন্য ভারতের প্রতিটি জনসাধারণ এগিয়ে এসেছে সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য, ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষা করতে সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত থাকবেন এই প্রতিজ্ঞাই নিয়েছেন ভারতে জন-সাধারণ। নানা দিক থেকে ভারতের উপর চাপ এসেচে। ভারতের কিছুটা খাদ্য দ্রব্য বাহির থেকে আমদানী করতে হত। তার উপর কতগুলি সর্ত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সর্ত্তগুলি অপমানজনক। তার উপরে ভারতের জনসাধরণ জানিয়ে দিয়েছে যে, আমরা না খেয়ে মরতে প্রস্তুত আছি, তবুও অপমানজনক সর্ত্তে তোমাদের কাছ থেকে আমরা খাদ্যদ্রব্য নিতে রাজী নই। সেই ক্ষেত্রে ভারতের জনসাধারণ এগিয়ে এসেছেন এবং গ্রো মোর ফুড ক্যামপেইন, অধিক খাদ্য ফলাও যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন

সেই ক্ষেত্রে সবাই মিলে আমাদের এখন কর্ত্তব্য আমাদের স্বাধীনতা, সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া। শান্তিবাদী জনসাধারণ আজ তার খাদ্য নিজের দেশে ফলাতে আগ্রহী। এই আন্দোলনের সফলতার দিকে আমরা সবাই এগিয়ে যাচ্ছি এবং তাকে যাতে সফল করতে পারি সেই দিকে আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি এবং সেই লক্ষ্যে আমরা পৌছাব এই প্রতিজ্ঞা আজ আমাদের। ভারতের প্রতিটি জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন থাকবে, ত্রিপুরার জনসাধারণ, তথা ভারতের জনসাধরণের কাছে আমার আবেদন থাকবে অধিক খাদ্য ফলানের জন্য। এতটুকু জমি আমরা পতিত ফেলে রাখব না। আমার বাড়ীতে এক ইঞ্চিও জমি পতিত ফেলে না রেখে সেখানে কিছু একটা ফলাব এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে যে টিলাভূমি আছে সেই টিলাভূমিতে যাতে আমরা অন্য ফলাদি ফলাতে পারি তার জন্য চেষ্টা করব। ত্রিপুরা রাজ্যে টিলাভূমিতে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি সেখানে কাজুবাদাম, চিনাবাদাম, আম, লিচু, কাঁঠাল ইত্যাদি হতে পারে। বড় বড় গাছ যে-গুলি, যেমন লিচু, আম, কাঁঠাল ইত্যাতি গাছের নিচে আদা, হলুদ গোলমরীচ হতে পারে। কাজেই ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন এই যে আমরা এই সমস্ত ফসল ফলাব এইভাবে যেন আমরা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হই।

(এ ভয়েস ঃ আপনার বাড়ীতে কি ফলিয়েছেন? লাউ?)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আওয়াজটা কানে এল মাননীয় সদস্য মহোদয় বলেছেন যে লাউ। হ্যাঁ লাউ খুব ভাল জিনিষ এবং তা পেটের পক্ষেও ভাল। কাজেই মাননীয় সদস্যের কাছে অনুরোধ রাখব যে তার বাড়ীতে অন্ততঃ কিছু না করুন আমাদের দেখে, আমাদের জনসাধারণকে দেখে লাউ তিনি ফলাবেন, এই আশাই আমি আপনার কাছে করি এবং সেই আবেদন আপনাদের কাছে রাখব। যে মুহূর্ত্তে চাউল আমাদের বাহির থেকে আনতে হচ্ছে, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সেই ক্ষেত্রে যাতে তার পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করতে পারি সেজন্য লাউ ও যেন ফলাই। এটা অতি উপাদেয় এবং অন্যদিকে পেটের পক্ষেও সেটা ভাল এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও সেটা উপকারী সেই খবরটুকু মাননীয় সদস্যের জানা আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু আমি তুলে ধরতে চেয়েছি যে সেই লাউ উপকারী পেটের পক্ষেও এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও। (এ ভয়েস ঃ বাগানের উপকারিতা কি?)

MR. SPEKER— I think we are lowering down the floor.

SHRI B. DAS— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অধিক খাদ্য আমরা ফলাব। আমার জোয়ান ভাইয়েরা যে ভাবে শত্রুর মোকাবিলা করছেন এবং আমার জোয়ান ভাইয়েরা যেভাবে কর্ত্তব্য পালন করে যাচ্ছেন সেই কর্ত্তব্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জানাই তাদের শুধু এইটুকু আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে ভারতের প্রতিটি জন, প্রতিটি মানুষ

তাদের পেছনে আছে তাদের হস্তকে শক্তিশালী করার জন্য, তাদের সাথে সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত। বেসামরিক ক্ষেত্রে আমরা যারা আছি, তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য হবে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা বিশেষ করে অধিক খাদ্য ফলাও যে আন্দোলন সেটাকে মনোযোগ দিয়ে কার্য্যকরী করা এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রক্তদান, অর্থদান, স্বর্ণ বণ্ড কেনা এবং ডিফেন্স লোন, প্রভৃতিতে আমাদের টাকা লগ্নি করতে হবে, সেদিকে আমি আবেদন রাখছি যে জনসাধারণ সে ক্ষেত্রে এগিয়ে তাদের সহযোগিতা দেবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিমান আক্রমনের ক্ষেত্রে পাকিস্তান বাহিনী যেভাবে এগিয়ে এসেছে তাদের যে যুদ্ধাস্ত্র সেগুলি তারা বাহির থেকে আমদানী করেছেন। আমাদের দেশের যুব সমাজ, আমার দেশের মজুর যে যুদ্ধাস্ত্র এখানে তৈরী করেছেন তা দিয়ে, তারা পাকিস্থানে উন্নত ধরণের যে অস্ত্র যেটা নিয়ে তারা গর্ব্ব করতেন, অনেক জাহির করে বেড়াতেন বাহিরে, তার সমুচিত জবাব দিয়েছেন। আজকের দিনে এই যে নগ্ন আক্রমণ সে আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সর্বক্ষেত্রে আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। একটু আগেই আমি যে কথাটা তুলে ধরেছিলাম যে অধিক খাদ্য ফলাব সেদিকে আমাদের অনেক কর্ত্তব্য রয়ে গেছে। সেদিক থেকে আমার কিষান ভাইয়েরা অধিক ফসল ফলাবেন, অধিক খাদ্য ফলাবেন, মজুর ভাইয়েরা কারখানায় তাদের কাজ অধিক পরিমানে করবেন এবং সেভাবে যুদ্ধের মোকাবিলা যাতে আমরা করতে পারি, যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য রণ সম্ভার এখানে তৈরী করে জোয়ান ভাইদের হস্তকে শক্তিশালী করে তুলব। সংগে সংগে আবেদন থাকবে যে অধিক ফসল ফলানর সাথে সাথে আমাদের অপচয়ও বন্ধ করতে হবে এবং যতটুক প্রয়োজন তার অতিরিক্ত আমরা যাতে না খাই, অপচয় যাতে আমরা বন্ধ করি সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। এই বলে প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য রক্ত দান, অর্থদান, স্বর্ণ বণ্ড ক্রয় টাকা লগ্নি প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা কল্পে প্রতিটি নাগরিক'এর কাছে আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. SPEKER— One from the left.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA— Hon'ble Speaker Sir, এই প্রস্তাব যেটা হাউসের সামনে রাখা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করছি। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আমরা দেখছি যে ভারতকে ভাগ করে, ভারত এবং পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছে। অমি এই সম্পর্কে বলতে চাই যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যখন ভারত ত্যাগ করে যায় তখন তারা একটা টাইম বোম রেখে গেছে। এবং সেই টাইম বোম আজ এক্সপ্লোর করেছে। আজকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট হয়ত আনন্দ করেছেন যে সেই টাইম বোম এতদিন পরেও এক্সপ্লোর করেছে। ভারতের স্বাধীনতা দিতে তারা বাধ্য হয়েছে কিন্তু ভারতকে বিভক্ত করে তারা সেই স্বাধীনতা

দিয়েছে এবং বিভক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতকে যাতে ভাবে নাজেহাল হতে হয়, তার যে অগ্রগতির কাজ সেটা যাতে ব্যাহত হয়, তাকে যাতে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলবার পক্ষে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। আমার মনে হয় তারা সেইভাবে একটা টাইম বোম সৃষ্টি করেছিল। আমি বলব যে কাশ্মীর ইস্যু এটা শুধু একটা ইস্যুই নয়, প্রত্যেক ব্যাপারে—কাশ্মীর ইস্যু যদি সুরাহা হয় আমার ধারণা ভারত ও পাকিস্তানের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হবে না। কেননা যে রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজিম'এর উপর পাকিস্তানের জন্ম সেই রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজম চিরকাল ভারতের অগ্রগতিকে ব্যহত করবে। সেটা কাশ্মীর'এর ক্ষেত্রেই হোক, ত্রিপুরার বর্ডারের ক্ষেত্রেই হোক অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রেই হোক এই রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজম ভারতের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। আমরা জানি ১৯৪৭ সালে, কাশ্মীরের যে মহারাজা তিনি ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের এনেক্সেশান করেছেন এবং কাশ্মীর ভারত ভুক্ত হয়েছে। পাকিস্থান সেখানে হানাদার পাঠিয়ে কাশ্মীর এর কিছু অংশ দখল করে নিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত সেখানে একটা সীজ ফায়ার হয়েছে কিন্তু সেই সীজফায়ার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, সে সীজফায়ার আমরা দেখছি ফায়ারকে সীজ করেনি বরং ফায়ারকে বাড়িয়ে তুলেছে। সেই সীজফায়ারে সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রত্যেক ব্যাপারে অগ্রোদগম হচ্ছে। ১৯৬৫ সালে ৫ই আগষ্ট থেকে আমরা দেখছি পাকিস্থান কাশ্মীরে হানাদার পাঠিয়েছে এবং পরিশেষে দেখা গেল যে তারা ছাম্ব অঞ্চলে ভারতের ইন্টারন্যাশান্যাল বাউণ্ডারি লাইন অতিক্রম করেছে। সে সম্পর্কে আমি একটা কথা না বলে পারছিনা যে আমাদের এমব্যাসী ইন লণ্ডন তারা এই ছাম্বের যে ইন্টারনাশান্যাল বাউণ্ডারি ক্রস্ সেটা তারা সীজ ফায়ার লাইন ক্রস বলে বলেছেন। আমাদের যারা এম্বাসীতে আছেন, অনেক পয়সা দিয়ে তাদের রাখা হয়েছে প্রচার যন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য, ভারতকে ঠিক ঠিক ভাবে বাহিরে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। তাদের সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে, টাকা পয়সা বিস্তর খরচ করা হচ্ছে সেটা কি এই জন্য যে, যেখানে পাকিস্থান ইন্টারন্যাশেন্যাল বাউণ্ডারি লাইন ক্রস করেছে, সেখানে আমরা বলব যে সীজফায়ার লাইন ক্রস করেছে? দুঃখের বিষয় এটাকে বলব, কেননা ভারতকে যারা রিপ্রেজেন্ট করে তারা যদি ঠিক এইভাবে ইন্টার ন্যাশান্যাল বাউণ্ডারি লাইন ক্রস করাকে সীজফায়ার লাইল ক্রস করেছে বলে অভিহিত করেন তাহলে পরের উপর বিশেষ দোষ দেওয়া চলেনা। নিজেদের দোষত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যদি আমরা না হই, তাহলে অন্যের সম্পর্কে আমরা ঠিক ঠিক মত বলতে পারবনা। কাজেই আমার মনে হয় যে মুহূর্তে পাকিস্থান অতিক্রম করে ইন্টারন্যাশান্যাল বাউণ্ডারি লাইন ক্রস করে ভারতকে আক্রমণ করেছে সেই মুহুর্তেই যদি আমরা সর্বপ্রথম ঘোষনা করতাম যে তারা ইন্টারন্যাশান্যাল বাউণ্ডারি লাইন ক্রস করেছে, তারা ভারতকে আক্রমণ করেছে, ভারতের পবিত্র ভূমিকে তারা অনধিকার

আক্রমণের দ্বারা কলুষিত করেছে তাহলে ঠিক ঠিক ভাবে ভারতকে রিপ্রেজন্ট করা হত। এই রিজলিউশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এটা আমি না বলে পারছি না। কারণ আমি মনে করি যে ভারতের প্রতিটি প্রচার যন্ত্র, শাসন যন্ত্র, সুদৃঢ় হোক, দৃঢ় ভিত্তির উপর সেটা স্থাপিত হোক এবং যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ভারতে প্রচার কার্য্য চলে, (মিথ্যা প্রচার কার্য্য করতে বলছি না যেটা, সত্যি প্রচারকার্য্য সেইটাও হয় না) তার ব্যবস্থা করা। কাজেই আমরা দেখি যে ছাম্ব আক্রমণ করে ভারতের যে ইন্টারন্যাশান্যাল লাইন তার উপরেই পাকিস্থান আক্রমণ করেছে। ভারত আত্মরক্ষার জন্য লাহোর ফ্রন্টে অ্যাটাক করতে বাধ্য হয়েছে, ছাম্বের যে অগ্রগতি সেটা রোধ করবার জন্য লাহোর ফ্রন্টে তার শক্তি নিয়োজিত করতে হয়েছে। আমরা দেখেছি যে ভারতের সেই দিনে আমাদের জোয়ানরা যে ভাবে ভারতের সুনাম স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল করে রেখেছে তার জন্য ভারতের ইতিহাস তাদের চিরদিন স্মরণ করবে। সে জন্য ভারতের ৪৮ কোটী অধিবাসী তাদের কিছুতেই ভুলতে পারবে না। আমরা ভুলতে পারব না তারা কি করে আমেরিকার প্যাটন ট্যাঙ্ক সজ্জিত পাক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছে, সেই সব প্যাটন ট্যাঙ্ককে বিকল করে দিয়েছে, সেই সব স্যাবার জেটকে তারা ভূপাতিত করেছে। কাজেই সেই সব শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী আমাদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। আমরা সমগ্র জাতি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তারা দেশের সুনাম রক্ষা করেছেন এবং আমরা আশা করব ঠিক এমনিভাবে ভারতের পবিত্র ভূমি রক্ষা করবার জন্য আমাদের জোয়ানরা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবেন, দেশ রক্ষার কাজ অব্যাহত থাকবে এবং আমরা আমাদের প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষা করব নিজের সমস্ত শক্তি সাহস যা কিছু আছে সমস্ত নিয়োজিত করে। আমাদের দেশের এই পবিত্র ভূমি রক্ষা করব বটে কিন্তু যে রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজম থেকে পাকিস্তানের জন্ম সেই রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজম ভারতেও যাতে মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে সেদিকেও আমরা লক্ষ্য রাখব। আমরা চাই না যে পাকিস্তানের কোন জমি আমরা অধিকার করে নেব, আমরা চাই না যে পাকিস্তানের এক ইঞ্চি জমিও আমরা অতিক্রম করব। কিন্তু যদি কেউ আমাদের পবিত্র ভূমিকে আক্রমণ করার মত বদ খেয়াল করে তাহলে তার সমুচিত জবাব আমরা দেব। আমরা কোন মতেই রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজমের উত্তর রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজম দিয়ে দেব না। কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্র আজকে বলতে পারে যে ইট ইজ এ ফাইট বিটুয়েন হিন্দুজ অ্যাণ্ড মুসলিমস, যেমন ব্রিটিশ পত্রিকা বলেছে। অনেক ব্রিটিশ পত্রিকায় সেই রকম লেখা হয়েছে এবং পাকিস্তানী প্রেসের থেকেও এইরকম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা জানি যে ভারতের পবিত্র ভূমিতে জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে দেশ রক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছেন সকলে। আমরা দেখেছি যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি জোয়ান তার দেশকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য

এগিয়ে এসেছে। কাজেই আমরা মনে করি যে সেকুলারিজম যেটা আমাদের ডেমোক্রেসির প্রাণমন্ত্র, যার ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান রচিত তার সুযোগ্য মর্য্যাদা আমরা দেব, আমরা কিছুতেই রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজমের উত্তর রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজম দিয়ে দেব না ; সেটা আমরা দৃঢ়তার সংগে মনে করি এবং আমরা ভবিষ্যতেও সেকথা মেনে চলব বলে আশা করি। যাই হোক পাকিস্তানের সংগে আবার একটা সিজ ফায়ার হয়েছে। আমি জানিনা এই সিজ ফায়ারের ভবিষ্যত কি। আমি দেখেছি এই সীজ ফায়ার থেকেই ফায়ার তো শেষ হয়ই নি বরং আরও ফায়ার ইনিসিয়েট করছে। এখনও গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়নি, গোলাগুলি চলছেই। কাজেই এই সিজ ফায়ারের ভবিষ্যত আমাদের ইতিহাসই বলবে। ভবিষ্যত বলবে কোথায় গিয়ে কিভাবে তার পরিসমাপ্তি হবে। তবে আমরা চাই যে আমাদের দেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি আমরা আমাদের জীবন দিয়ে রক্ষা করব। আমরা সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করব। আমরা অন্য দেশের বিন্দুমাত্র ভূমি চাই না। কিন্তু যারা আমাদের পবিত্র ভূমিকে আক্রমণ করার দুঃসাহস করবে তাদের আমরা সমুচিত জবাব দেব। আমাদের সমস্ত শক্তি, আমাদের সমস্ত পরাক্রম দিয়ে আমরা তাদের প্রয়াসকে ব্যাহত করব। এটা আমরা জানিয়ে দিতে চাই। আরও একটা কথা আমি জানিয়ে দিতে চাই যে বিশ্বের যত বড় বড় শক্তির অধিকারী তাদের চাপে পড়ে আমরা কোন রকমে আমাদের দেশের পক্ষে অবমাননাকর সর্ত্তে রাজী হবনা। আমরা সব সময় সম্মান জনক মীমাংসার পথে রাজী। আমরা জানি আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি। কাজেই শান্তিপ্রিয় জাতি হিসাবে সর্বরকম সম্মান-জনক মীমাংসার পথে যেতে আমরা রাজী কিন্তু পৃথিবীর কোন বৃহৎ শক্তি যদি ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করে কোন অবমাননাকর সর্ত্ত ভারতের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় সেটা আমরা জোর করে রোধ করব। সেটা আমরা দেখছি পি, এল, ৪৮০ মারফত। দেখছি যে বিদেশ থেকে সেটা চলছে। আমাদের বলছে যে চাল দেব না তোমাদের, খাদ্য দেব না। তোমরা একটা মীমাংসা করে ফেল। এরকম মীমাংসায় আমরা যাবনা। আমরা উপবাসে থাকতে রাজী আছি, আমরা না খেয়ে মরতে রাজী আছি তবু অবমাননাকর সর্ত্তে আমরা যাবনা, দেশের সম্মানকে আমরা বিকিয়ে দেব না। কাজেই আজকে যে সঙ্কট পুর্ণ সময় আমা-দের সমানে এসে দাঁড়িয়েছে, একদিকে দেশের উপর এই জঘন্য আক্রমণ আর একদিকে এই অর্থ নৈতিক সঙ্কট, সমস্ত কিছু আজ আমাদের দৃঢ়চিত্তে সমাধান করতে হবে। খাদ্য সমস্যা, একটা বিরাট সমস্যা। এই সমস্যাকে মুখের কথায় সমাধান করা যাবে না। কিন্তু যদি আমাদের দৃঢ়তা থাকে, যদি আমাদের ঐক্য থাকে, যদি আমরা প্রাণপণ শক্তিতে আমাদের প্রতিটি ইঞ্চি জমিকে উর্বর করে তুলতে পারি, যদি শস্য ফলিয়ে আমরা দেশের জনসাধারণের খাওয়ার ব্যবস্থাকে সুসংহত করে তুলতে পারি তাহলে আমার মনে হয় এই

সমস্যা থেকেও আমরা উদ্ধার পাব। কাজেই আজকে যে সমস্ত ঘনঘটার কাল মেঘ ভারতের ভবিষ্যতের উপর, ভারতের আকাশে দেখা যাচ্ছে, আমি বলব একটা যুগসন্ধিক্ষণের মুখোমুখি এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এই যুগসন্ধিক্ষণে আমরা সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে মীমাংসা করবার জন্য অগ্রসর হব। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করব। মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি জমি অমরা রক্ষা করব নিজের প্রাণ দিয়ে দেশের ফুডের ব্যাপারে সেলফ্-সাফিসিয়েন্ট হওয়ার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত রকম, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক যে পরাক্রম দেখায়, সেই পরাক্রম নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। কাজেই এই ডিফেন্স ফ্রন্টে যে সমস্ত ব্যাপার আছে সেই সমস্ত ব্যাপারেও আমরা সরকারের সংগে সহযোগিতা করব এবং সরকার যাতে এই সমস্ত ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকটি লোকের সহায়তা, কো-অপারেশন নেন সেই সম্পর্কেও আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। কারণ আমি মনে করি এটা জাতীয় সমস্যা। এটা দলীয় সমস্যা নয়। কাজেই দলীয় সমস্যার ভিত্তিতে যদি এই জিনিষটাকে দেখা হয় তাহলে আমি বলব যে সরকার ভুল করবেন। কাজেই আজকে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত লোকের সহায়তার জন্য সরকার উদারচিত্তে ডাক দেবেন এবং সকলেই ডাকে সাড়া দেবেন এটা আমি বলব, এটা আমি আশা করব এবং এই কথা বলেই আজকে যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রাখা হয়েছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি।

MR. SPEAKER— Discussion is over, I would now put.........

SHRI AGHORE DEB BARMA :— Hon'ble Speaker Sir,.......

MR. SPEAKER :— Half an hour has been alloted to this by the Business Advisory Committee.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA :— Half an hour more may be spared for this resolution so that other Members may get opportnity to speak on it.

Mr. SPEAKER :— This is the opinion from the Opposition, what is the opinion of the Ruling Party ?

SHRI M. L. BHOWMIK :— We have no objection.

Mr. SPEAKER :— The matter is important you see. Alright, then I may allow. I think half-an-hour more you require.

SHRI BIRCHAFDRA DEB BARMA :—Half an hour.

SHRI M. L. BHOWMK :— We agree.

Mr. SPEAKER :— Then I woud call some one from the Right to speak.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য বলতে যেয়ে প্রথমে আমার কৃতজ্ঞতা জনাচ্ছি যে সমস্ত জোয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন তাদের পরিবার বর্গের প্রতি। আজ দেশবাসীর পরম দায়িত্ব, যে সমস্ত জোয়ান তাদের প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের পরিবার বর্গের প্রতি বিশেষ করে দৃষ্টি রাখা, যাতে আমাদের দেশের ভবিষ্যত বংশধরেরা মহান চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে ভবিষ্যতে দেশ রক্ষার জন্য। আজকে কাশ্মীর যুদ্ধ যদিও প্রথম আমরা বলছি, কিন্তু এর পরও পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করেছে, এই নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা বার বার প্রতিবাদ জানিয়েছি ; আর আজকে আমাদের যে প্রস্তুতি সে প্রস্তুতি, ভবিষ্যতে যাতে আর আক্রমণ হতে না পারে। সেই জন্যই ভারত বিশাল শক্তি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, সেই শক্তি পররাজ্য গ্রাসের জন্য নয়, আমাদের রাজ্য যাতে কেউ আর কোনদিন আক্রমণ করতে না পারে সেই দৃষ্টি নিয়েই আমরা চলছি, যে দৃষ্টি আজ সমস্ত পৃথিবীতে প্রশংসিত হচ্ছে। অন্যান্য যে কুটনৈতিক বেড়াজাল সেই বেড়াজাল আমাদের বেড়েই যাচ্ছে এবং আমাদের যে দুঃখ দৈন্য, যে অভাব তার সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য অন্যেরা সচেষ্ট হয়েছে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা অগ্রসর হব। স্বয়ং সমপূর্ণতার দিকে যাতে ভারত কোন ব্যাপারে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল না থাকে। যেমন আজকে আমাদের খাদ্য সমস্যা একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ১৮ বছরে আমরা খাদ্যসমস্যার পূর্ণ সমাধান করতে পারিনি। আমার দেশের বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য, খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে মিত্র রাজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলাম এটা দোষনীয় নয়, স্বাধীন বহু-রাষ্ট্র আছে যাদের নিজস্ব খাদ্যের পূর্ণ সংস্থান নাই, তারা অন্য দেশের থেকে খাদ্য আমদানী করে থাকে। কিন্তু খদ্যের সংগে অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপার আছে বলেই অন্য দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। ভারত তাই দিয়েছিল সেটা দোষের কাজ নয় কিন্তু আজকে এমন সময় এসেছে যে খাদ্য সমস্যাকে খেলার ঘুটি করে আমাদের মিত্র রাষ্ট্রগুলি আমাদের চাপ দিচ্ছে যাতে আমরা পাকিস্তানের অনেক অন্যায় সহ্য করে যাই। এই যে কুটনৈতিক চাল তাকে যদি বানচাল করতে হয় তাহলে আমাদের ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আহ্বানে যোগ দিতে হবে এবং প্রতিটি পরিবারকে, প্রতিটি জনসাধারণকে তার একটু সময় খাদ্য উৎপাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে তাতে আত্মনিয়াগ করতে হবে। সেই দৃষ্টিতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য একটা প্রশংসনীয় কাজে অগ্রসর হয়েছে। একবার দেখেছিলাম ১৯৪৩-৪৪ সালে সরকারি যে সমস্ত জমি আছে, যে গুলিতে ফুলের বাগান হত সেখানেও ফসল উৎপাদন আরম্ভ হয়েছিল। বর্ত্তমানে শাস্ত্রীর আহ্বানে আমরা আবার আরম্ভ করেছি দেশের যাতে আনাচে কানাচে কোথাও জমি ফেলে না রাখি বিশেষ করে পি, ডব্লুও ডির রাস্তার পাশে। আমাদের যদিও একমাত্র ধর্ম্মনগরে রেল রাস্তা আছে তবুও আমাদের বিভিন্ন জায়গা আছে যেগুলি পরিত্যক্ত সেই সরকারী সব জমি আমরা চাষ করলে পরে অনেক ফসল পাব , সে-

দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বিভিন্ন জায়গায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে সরকারী অনেক জায়গা খাস করা হয়েছে। সেগুলি যদি আমরা খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাবহার করি তবে আমাদের উৎপাদন বাড়বে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যুদ্ধের অবস্থা যখন পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল তখন এই রাজ্যের শাসন শৃংখলা বিশেষ করে খাদ্যনীতির ব্যাপারে, খাদ্য বণ্টনের ব্যাপারে, অত্যন্ত সবল নীতি অবলম্বন করে চলেছে, যার জন্য এখানে খাদ্য দ্রব্যের দাম অতিরিক্ত বাড়ে নাই আমি মনে করি। এই অবস্থা যদি আমরা এখনও বজায় রাখতে পারি তাহলে একটা স্থিতিশীল মূল্য থাকবে, তাতে দেশের অর্থনীতির দিক দিয়ে আমরা অন্তত যারা উৎপাদক তাদেরকে উপযুক্ত মূল্য দিতে পারব। বিশেষ করে আজকে আমাদের স্মরণ থাকা দরকার যে আমাদের প্রধান মন্ত্রী 'জয় কিযাণ' বলে যে ধ্বনি সৃষ্টি করেছেন সেই ধ্বনিকে যদি সার্থক রূপ দিতে হয় তাহলে কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য পায় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। কোন জিনিষের স্থিতিশীলতা থাকলে পরেই মানুষ সুস্থ ভাবে সেদিকে অগ্রসর হতে পারে এবং আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি প্রান্তে সে কাজে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য পাবে বলে আশা নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে। আর একটি জয়ধ্বনি শুনেছি শাস্ত্রিজীর মুখে, তা'হল 'জয় জোয়ান'। আমরা আশা করব যে কৃষিক্ষেত্রে যেমন আমরা খাটব তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের জোয়ানরা অগ্রসর হয়ে যাবে। আমরা আমাদের দেশের জন্য শুধু মুখে বলব না কাজেও যাতে আমরা রক্ত দিতে পারি সেজন্য আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার। আমরা দেখেছি যে এখানে অনেক ধনী লোক আছেন যাদের তরফ থেকে এখনও এমন সন্তোষ জনক অর্থাত দেশ যে যুদ্ধ বাবদ ঋণ চাইছে সেই তহবিলে এখনও যথেষ্ট টাকা আসছেনা। যাতে আমরা স্বল্প সঞ্চয় মারফত, বিশেষ করে এখানে সরকার যে গোল্ড বণ্ড ইত্যাদি প্রবর্ত্তন করেছেন যাদের যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আছে, তাদের কাছ থেকে পেতে পারি তার জন্য সমস্ত দেশের সাহায্য দৃষ্টি এদিকে থাকা দরকার। কারণ কৃষকদের যদি অধিক ফসল ফলাতে হয় তহলে তাদের যথেষ্ট মূলধন দরকার। পূর্বের মত আমাদের দেশের লোকেরা বিশেষ করে মহাজনেরা কৃষকদের আর ধার দেননা, তাই সরকার থেকে এখন এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে কৃষকরা তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন সরকার থেকে অতি সহজে পেতে পারে। আর তাই সরকার যাতে তার টাকার অভাব না হয় সেই জন্য যারা ধনী লোক আছেন তাদের থেকে বিগত মহা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ধান চাউল যেমন কৃষকদের তরফ থেকে লেভি করে নিয়েছিল, ঠিক তেমনি টাকা পয়সাও যারা ধনী লোক তাদের কাছ থেকে লেভি করে নেওয়া দরকার। এখন যদিও বাধ্যবাধকতার কোন

প্রশ্ন আসে না. আমি মনে করি বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় সংহতির যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, আমার বিশ্বাস আছে যদি সরকার উপযুক্ত চেষ্টা করেন তাহলে দেশের যারা ধনী লোক তাদের সঞ্চিত টাকা সরকারের তহবিলে অবশ্যই তারা দেবেন। আমরা দেখেছি যে কাশ্মীর আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে পাঞ্জাবীসুবা আন্দোলন থেমে গেছে। দক্ষিণ ভারতে এবং অন্যান্য জায়গায় ভাষা সম্পর্কিত যে আন্দোলন ছিল সেগুলি থেমে গেছে। আজকে জাতীয় চরিত্রের যে অদ্ভুত রূপ দেখা গেছে, আমরা আশা করি যে এখানেও যারা ধনী লোক দেশের মঙ্গলজনক কাজে এখনও অগ্রসর হননি তারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের শক্তি সামর্থ নিয়ে অগ্রসর হবেন। আমাদের দেশকে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে দেশের যারা ধনী লোক তাদের থেকে যদি অধিক পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় কৃষিক্ষেত্রের জন্য যে চিন্তা আমরা করছি সেখানে মূলধনের অভাব হবেনা। যার ফলে আমাদের এই "জয় কিষাণ" জয় জোয়ান এই দুইটি ধ্বনি সার্থক রূপ নেওয়ার দিকে অগ্রসর হবে।

আমরা দেখেছি যে কৃষকরা মাঠে ফসল ফলায়, কিন্তু সেই ফসল রক্ষার জন্য তারা উপযুক্ত বেড়া দিতে পারে না তাদের দারিদ্র্যের জন্য। আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের এমন আইন করা দরকার যাতে রাজ্যের কৃষকরা তাদের ফসল গরু থেকে রক্ষা করতে পারে এবং সেটা এমনভাবে করতে হবে যাতে কোন বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন না হয়। এমনভাবে যদি আমরা ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন সার্থক রূপ নিতে পারে। আমরা দেখি যে এই আগরতলা শহরে শুধু নয়, বিভিন্ন শহরে যথেষ্ট পরিমাণ ছাড়া গরু লোকের ফসল নষ্ট করে। অনেকেই উৎসাহ করে না ফসল ফলানোর জন্য কারণ বেড়ার খরচায় হয়ত তাদের অল্প পরিমাণ জায়গায় ফসল উৎপাদন লাভজনক হবে না। কিন্তু যদি সেই ছাড়া গরুগুলি কন্‌ট্রোল করা যায়, তাদের যদি সংযত করা যায়, তাদের মালিকদের যদি সংযত করা যায় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ফসল আমরা উৎপাদন করতে পারি। এই সমস্যা শুধু আগরতলায় নয়, সমস্ত রাজ্যে এই সমস্যা রয়েছে। আমি এই অধিক ফসল ফলাও আন্দোলনের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যাতে আমরা এই দিক দিয়ে আইনের একটা সুবন্দোবস্ত করতে পারি, যাতে গরুগুলি মাঠে বা ফসলের নিকটে ছেড়ে কেউ এই রকম ক্ষতি না করতে পারে। সেজন্যই আমি দেশবাসীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করব। বিভিন্ন সীমান্তে আমরা দেখেছি এবং এই আগরতলার সীমান্তেও যখন আক্রমণ হল, আগরতলা বিমানঘাটিতেও আক্রমণ হল, তখন আমরা দেখিছি যে তার অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন পর্য্যায়ে গেল যে আমরা যেন ঠিক ঠিক পর্য্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করিনি। আমরা সেই

সঙ্গে এই অনুরোধ রাখব যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা শুধু শহরেই নয় গ্রামে গ্রামে প্রতিক্ষেত্রে আমাদের অসামরিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা যাতে আমরা আরও ভালভাবে করতে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ যুদ্ধ প্রস্তুতি আমাদের এখনি বন্ধ করলেই চলবে না। আমরা যতই যুদ্ধ বিরোধী হই না কেন বর্ব্বর পাকিস্থান আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না ; সে তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে শুধু আমাদের সৈন্য বাহিনীর উপরই আক্রমণ করবে না, সে অসামরিক জনসাধারণের উপরও সর্ব্বত্র আক্রমণ করবে এবং করেছে। এই ত্রিপুরায়ও আক্রমণ করেছে। সুতরাং তার থেকে যদি আত্মরক্ষা করতে হয় তাহলে আমাদের জোয়ানরা যেমন যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়বে, কৃষকরা যেমন ফসল উৎপাদন করবে, তেমনি আমাদের প্রতিটি নাগরিককে আত্মরক্ষার জন্য সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আরও দ্রুত, আরও বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই দেশকে আক্রমণ করার দুঃসাহস তার থাকবে না। আমি আশা করি যে অল্প সময়ের মধ্যে আমি আমার এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তব্য শেষ করতে পেরেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীআতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতীকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাবটা এখানে উত্থাপন করা হয়েছে তাতে অনেক জিনিষ আছে। ডিফেন্সের কথা আছে, গ্রো মোর ফুডের কথা আছে, যে সেমস্ত জোয়ান মারা গেছেন তাদের জন্য শোক প্রকাশ করা আছে। কাজেই নাই, এমন কোন জিনিষ নাই, সব জিনিষই এই প্রস্তাবটাতে রয়েছে। কাজেই কোন্টা যে বলতে চান, আর কি যে বলতে চাননা তা আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। সেজন্য আমি বলছিলাম যে, ঠিক এই জাতীয় প্রস্তাব আমি এর পূর্ব্বে কখনও দেখেনি যেখানে একটা প্রস্তাবের মধ্যে এতগুলো ইস্যু রেইজ করা হয়েছে যা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। যাই হোক সিভিল ডিফেন্স সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলতে চাই না কারণ এই সম্পর্কে আমাদের একটা মোশন আছে। গ্রো মোর ফুড সম্পর্কেও আমি এখানে কিছু বলতে চাই না কারণ এই সম্পর্কেও আমাদের একটা আলাদা মোশন আছে। সেখানে আমরা আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করে রাখব। ডিফেন্স সম্পর্কে আমি খানিকটা কথা এইখানে বলব। পাকিস্থান যে কাশ্মীরকে আক্রমণ করেছে এবং পাকিস্তানই যে আক্রমণকারী এতে কোন দ্বিমত নেই। আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে এতে কারও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু সমস্ত জিনিষটা আমাদের দেখতে হবে। যদি কেবল আমরা এইটুকু দেখি যে পাকিস্তান কাশ্মীরকে আক্রমণ করেছে এবং সেই কাশ্মীর ভারতবর্ষের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ অতএব তাকে সর্ব্বশক্তি দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে হবে, ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হবে, তাহলে চিত্রের একটা দিক দেখা হল, সব দিক দেখা হলনা। আমাদের বুঝতে হবে যে, পাকিস্তান যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন তার পেছনে আর

একটা শক্তি আছে. সে হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, সে হচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন না পেলে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র না পেলে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা সম্ভব হত না। তার পক্ষে সাহস হত না এবং আক্রমণ করার চিন্তাও করত না। কাজেই সেই ছবিটা, যারা আসল ষড়যন্ত্রকারী তার আসল চেহারাটা, তার ষড়যন্ত্রটা আগে ভাংতে হবে। যদি আমরা সেখানে আঘাত করতে না পারি তাহলে শুধু এলোমেলো আঘাত করলে আমরা আসল শত্রুকে আঘাত করতে পারব না, আমাদের দেশও রক্ষা করতে পারবনা। কাজেই যদি আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হয় তাহলে আমাদের আক্রমণের যে ধারা তাকে অ্যাংগলো অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে নিতে হবে। কারণ তারাই হচ্ছে আসল লোক, তারাই হচ্ছে আসল ষড়যন্ত্রকারী। আজকে অ্যাংগলো আমেরিকান গোষ্ঠী চাচ্ছে কাশ্মীরকে দখল করে তাদের সারা বিশ্বব্যাপী যে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র তার প্রয়োজনে কাশ্মীরকে ব্যবহার করতে। কাশ্মীর সমস্যা তারাই সৃষ্টি করেছে। ১৯৪৭ থেকে সুরু হয়েছে সেই সমস্যা। এটা সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্টি এবং সেই সমস্যা আজকেও আমাদের শেষ হয় নি। কাজেই সেই ব্যাক গ্রাউণ্ডে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সবটা জিনিষ বুঝতে হবে এবং যাতে সেখানে আমরা আক্রমণের ধারা নিয়ে যাই সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে কারা আমাদের দেশের অখণ্ডতা বিঘ্নিত করছে, কোন শত্রুকে সামনে রেখে কোন শত্রু আমাদের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হান্‌ছে সেটা যদি বুঝে ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে আমরা সত্যিকারের দেশরক্ষার কাজে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারব এবং উৎসাহিত করতে পারব। আমাদের এটা মনে রাখা দরকার, যখন দেশ প্রথমে দ্বিখণ্ডিত হয় তখন বৃটিশ এইটাইচেয়েছিল যে কাশ্মীর ইনডিপেণ্ডেন্ট থাকুক। কাশ্মীরকে ইনডিপেনডেণ্ড রাখার ষড়যন্ত্রই তখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন করেছিলেন এবং তখনকার যে রাজা তিনিও চেষ্টা করেছিলেন স্বাধীন থাকতে। পাকিস্থানী ইনফিল্ট্রেটর সেখানে ঢুকলো, সেই সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা ভারতবর্ষে যোগদান করলেন। ভারতবর্ষের সৈন্য সেখানে ঢুকলো। বৃটিশরাও দেখলো যে কাশ্মীরকে স্বাধীন রাখা গেল না। তখন তারা পাঠালো অনুপ্রবেশকারী/ অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে দেখলো যে তাও ঠিক হল না ; ভারতবর্ষ প্রাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তাদের হাটিয়ে দিচ্ছে। তখন তারা তাড়াহুড়া করে একটা সীজফায়ার এর ব্যবস্থা করলেন এবং সেইভাবে খানিকটা জায়গা পাকিস্তান দখল করে রাখলো। এই সবটা ঘটনা ঘটলো বৃটিশের উস্কানিতে এবং তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী। ঘটনাটা সিকিউরিটি কাউন্সিলে গেল। সিকিউরিটি কাউন্সিলে যাওয়ার পর পাকিস্তান প্রথমে একথা বলেনি যে কাশ্মীরে প্লেবিসাইট করা হোক। প্লেবিসাইটের কথা প্রথম পাকিস্তান তোলেনি এবং পাকিস্থান স্বীকারও করেনি যে তারা ইনফিলট্রেটর্স কাশ্মীরে ঢুকিয়েছে। এই কথা পাকিস্তান প্রথম স্বীকার করেনি। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট যখন পাকিস্তানকে লিখলেন যে

তোমরা কেন এইভাবে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছ, আমাদের দেশ আক্রমণ করছ, তখন পাকিস্তানের প্রাইম মিনিষ্টার তার রিপ্লাইয়ে বললেন as regards the charges of raid and assistance to the invaders by the Pakistan Government we emphatically repudiate them. On the contrary the Pakistan Government had continued to do all in their power to discourage the tribal movement by all means whatsoever. পাকিস্তান তখন বললো যে এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই বরং তারা যাতে না যায় আমরা তার আপ্রান চেষ্টা করেছি। কাজেই আজকে যে কথা বলা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ সেটাকে জোর করে নিয়েছে, সেটা তাদের জায়গা নয়, সেটা তারা এনেকসার করে নিয়েছে, এই সমস্ত বক্তব্য সেখানে আজকে আসেনা। তারপর কাশ্মীরের কথা যখন সিকিউরিটি কাউন্সিলে উঠলো তখন ইণ্ডিয়া তার বক্তব্য রাখলো, পাকিস্তান তার বক্তব্য রাখলো। তখন পর্য্যন্ত এই কথা আসেনি যে সেখানে প্লেবিসাইট হবে। দুই পক্ষের বক্তৃতা হয়ে যাওয়ার পর দাঁড়ালেন ইউ, এস, রিপ্রেজেন্টেটিভ অস্টিন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন যে কি করে সেখানে আমরা সমস্যার সমাধান করতে পারি যদি আমরা সেখানে একটা গণভোটের ব্যবস্থা না করতে পারি। তারপর বৃটিশ রিপ্রেজেন্টেটিভ সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন যে হ্যাঁ সেখানে একটা গণভোট দরকার এবং গণভোট না করলে আমরা এই সমস্যার মীমাংসা করতে পারবনা। কাজেই প্লেবিসাইটের কোয়েশ্চানটা তারা রেজ করেছে। প্লেবি-সাইটের কোয়েশ্চান তখনও পাকিস্তান রেজ করতে সাহসী হয় নি। এইভাবে সমগ্র সমস্যাটাকে অ্যামেরিকান ইম্পারিয়ালিষ্টরা এবং বৃটিশ ইম্পারিয়ালিষ্টরা এটাকে ড্র্যাগ করে আনছে এবং আমাদের সরকার ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার সংগে জড়িয়ে পড়ছেন এবং আজকেও সেখান থেকে ছুটে আসতে চাইছেন না। কাজেই যদি আজকে আমরা আমাদের সমস্যার মীমাংসা করতে চাই এবং যদি আমরা কাশ্মীর সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই তাহলে সেখান থেকে ছুটে আসতে হবে। সেই অ্যাঙ্গলো আমেরিকান ব্লক থেকে সেটাকে তুলে আনতে হবে। বলতে হবে যে, আমাদের সেখানে থেকে কোন প্রয়োজন নেই, সিকিউরিটি কাউন্সিলে এটা রাখার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের সমস্যার মীমাংসা আমরা নিজেরাই করব।

কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার আভ্যন্তরীণ সমস্যার কি হবে না হবে সে মীমাংসা আমরা করব। এখানে তৃতীয় পক্ষের নাক গলাবার কোন প্রয়োজন নেই। রিসেন্টলি যে ঘটনা ঘটেছে, আজকে পাকিস্তান যে আক্রমণ করল, কিছুকাল আগে যে অনুপ্রবেশকারী পাঠাল তখন আমরা দেখেছি ইউ, এন, ও অবজার্ভার সামনে রেখে তারা ঢুকেছে। তারা সেখানে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেননি, করার প্রয়োজন তারা মনে করেননি। আজকে সমগ্র

প্রপাগাণ্ডা ইনস্ট্রুমেন্ট অব আমেরিকা এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের পক্ষে প্রপাগাণ্ডা করছে। তারা প্রচার করছে যে লাহোরের পতন হয়ে গেছে, ঢাকাতে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট বোম্বিং করেছে। এইসব কথা বি, বি, সি থেকে প্রচার করা হয়েছে। বি, বি, সি থেকে এমন কথাও বলা হয়েছে যে শাস্ত্রীজি হচ্ছেন একজন ঘোর সাম্প্রদায়িক, সে টেণ্ডনের শিষ্য, তার মত সাম্প্রদায়িক লোক আর দুইটি ভারতবর্ষে নেই। এই রকম প্রচারও তারাই করেছেন। বি, বি, সি থেকে করা হয়েছে। কাজেই এই সবটা তারা করেছে এইজন্য যে তারা পাকিস্তানকে সমর্থন করতে চায় এবং পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরকে দখল করতে চায় এবং কাশ্মীরকে হাতে নিয়ে তারা তাদের যে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র, সেই ষড়যন্ত্রে কাশ্মীরকে ব্যবহার করতে চায়। কাজেই এই দিকটাকে মনে রেখে আমাদের আক্রমণের ধারা চালাতে হবে, আমাদের জনতার যে আক্রোশ সেটাকে সেদিকে আনতে হবে। আজকে বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ওরা সেদিকে যাচ্ছে না। বরং ক্রমশঃ আমাদের গভর্ণমেন্ট আমেরিকার প্রেসার, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রেসারের কাছে ক্রমশঃ সারেণ্ডার করছে। এক সময় বলছেন আমরা পি. এল, ৪৮০ নেবনা, না খেয়ে থাকব। কিন্তু আমরা দেখছি পি এল, ৪৮০ ছয় মাসের জন্য এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে এবং নানাভাবে তাদের যে প্রেসার তারা সুরু করেছে সেই প্রেসাসের কাছে তারা নতি স্বীকার করছেন। যদি আজকে ভারতের মানুষ সেখানে পাল্টা চাপ সৃষ্টি না করে, যে আমরা এই চাপকে মানব না, আমেরিকার প্রেসার এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রেসারকে আমরা সহ্য করবনা, তাহলে পরে এই চাপকে ঠেকাতে পারব না। আজকে ইউ, এন, ও তার অবজার্ভার পাঠিয়েছেন কাশ্মীরে সীজফায়ার হওয়ার পরে। তারাগিয়ে দেখবে যে তারা যেন পাঁচই অগাষ্টের লাইনে ফিরে যায় বা কবে যায়। ন্যাচারেলি তারা চেষ্টা করবে আজকে যে ইউ, এন, ও অবজার্ভার পাঠান হয়েছে সেটাকে তারা সেখানে রাখতে পারে কিনা। ইউ, এন, ও পীস ফোর্স হিসাবে বর্ডারসকে গ্যারান্টি করার জন্য, তারা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে। আজকে ব্রিটিশ ইম্পেরিলিজম চেষ্টা করবে প্লেবিসাইটের প্রশ্নটা সেখানে আনবার জন্য। কাজেই সমস্ত জিনিষটা আমাদের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা দরকার। এবং সেখানে আমাদের সমস্ত আক্রমণটাকে কেন্দ্রীভূত করা দরকার। আজকে আমরা ডিফেন্সকে ষ্ট্রেংদেন করতে চাই এবং যদি আমাদের ডিফেন্সকে স্টেংদেন করতে হয় তাহলে আমরা আজকে অর্থের জন্য চীৎকার করছি যেখানে, সেখানে চীৎকার আমাদের করতেহয়না। আজকে আমরা যদি ফরেন্ ক্যাপিটেলকে ন্যাশানালাইজ করতে পারি, বৃটিশ ক্যাপিটালকে ন্যাশানাকসাইজ করতে পারি, আমরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টকে ন্যাশানালাইজ করতে পারি, আমরা অয়েল কোম্পানিকে ন্যাশানালাইজ করতে পারি, ব্ল্যাকমানি প্রচুর সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে আমরা সেগুলি আনতে পারি, তাহলে আমাদের অর্থের কোন অভাব হয় না। কাজেই আমাদের

এই যে এণ্টি মনোপলি ট্রেণ্ডস, আমাদের গভর্ণমেন্টের সমস্ত ডিরেকশানকে সেদিকে নিয়ে যেতে হবে, যদি না নেন তাহলে পরে এই ডিফেন্স ম্যাটার-এ কোন সাধারণ লোককে উৎসাহিত করা যাবেনা, কারণ আত্মত্যাগ এক তরফা হয় না। আমি না খেয়ে থাকব, আমি না খেয়ে রক্ত শেষ করে চাঁদা দেব আর একজন দেশ থেকে মুনাফা লুটবে, এভাবে দেশরক্ষার আগ্রহ মানুষের মনে সৃষ্টি করা যায় না। যদি আমাদের দেশ রক্ষা করতে হয়, ডিফেন্স ম্যাটারকে স্ট্রেংদেন করতে হয় তাহলে আমাদের গভর্ণমেন্টের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা এণ্টি মনোপলির দিকে নিয়ে যেতে হবে, পুঁজিপতিদের সম্পত্তিতে হাত দিতে হবে, বৃটিশ এবং আমেরিকার যে ষড়যন্ত্র সেদিকে সমস্ত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে. তাদের ডেকে বলতে হবে তোমরা ষড়যন্ত্র ভাঙ্গ এবং তাদের ষড়যন্ত্র ভাঙ্গলে পরেই এবং সেদিকে অগ্রসর হলে পরেই কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসা আমরা করতে পারব।

MR. SPEAKER :— The mover may now reply.

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা রাখতে যেয়ে মাননীয় সদস্য যে কথাগুলি তুলে ধরেছেন সে সম্বন্ধে একটি কথাই আমি বলতে চাই— এমবাসী ইন লণ্ডন যেভাবে কাজ করছেন সে প্রচারটা যাতে আরও জোরালো হতে পারে এবং সেখানে লোক যাতে বিভ্রান্ত না হতে পারে সেদিকে ভারত গভর্ণমেন্টের নজর আছে। আমি এইটুকুই শুধু তুলে ধরতে চাই যে আজ এই সমস্যাটিকে আমরা দলীয় সমস্যা বলে ভাবিনা। কারণ একটুখানিক আগে যে বক্তব্য শুনলাম যে রিজল্যুশান এসেছে, প্রস্তাব এসেছে, যার মধ্যে সবকিছুই আছে, নাই এমন কোন জিনিষ নাই তিনি খুজে বের করতে পারছেন না। কাজেই সেটা সমস্যা এবং জাতীয় সমস্যা হিসাবে আমাদের বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি। অধিক খাদ্য ফলাতে গিয়ে সেখানে যে প্রশ্নগুলি এসেছে যে গরুর হাত থেকে ফসলগুলি বাঁচাতে হবে সেদিকে সরকারের চিন্তা ধারা আছে সে সম্বন্ধে আমি এইটুকু আশ্বাস এই হাউসের সামনে তুলে ধরতে পারব। অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যাপারে যেভাবে আমরা কাজ করছি—আমাদের খুব বেশীদিন হয়নি আমরা এই কাজে হাত দিয়েছি, সেখানে যাতে আরো সুচারু ভাবে সেই কাজটা সম্পন্ন হতে পারে সেদিকে পরিকল্পনা নিয়ে গভর্ণমেন্ট এগিয়ে আসছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে পাকিস্থান ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, কাশ্মীর সমস্যা সমস্যাই নয়, কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেটা আমরা জোর গলায় প্রচার করতে চাই এবং কাশ্মীর সমস্যা কোন সমস্যাই নয়, ভারতের উপর পাকিস্থান নির্লজ্জ আক্রমণ চালিয়েছে। তার প্রতিরোধ, তার মোকাবিলা করেছে ভারতের জনসাধারণ। সাম্রাজ্যবাদীদের উস্কানিতে সেখানে সেটুকু হয়েছে সেটা যেমন আমরা স্বীকার করছি সঙ্গে সঙ্গে আমরা এইটুকু আশা করেছিলাম যে এই হাউসের সামনে এই কথাটাও শুনব যে পাকিস্থান আরও কাহারও সাথে মিতালী করেছে। সেই চীন বন্ধু, সেই চীন বন্ধুর কথা

কিছুই শুনলামনা। সেই কথাটাই আমরা শুনতে চেয়েছিলাম যে তাদেরও একটু উস্কানি আছে, কাজেই আমরা সেই কথাটা এখানে তুলে ধরতে চাই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে দলমত নির্বিশেষে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ-ভারতের জনসাধারণ, শান্তিকামী জনসাধারণ, তাদের মোকাবিলা করবে, সেই বর্ব্বর আক্রমণকে প্রতিহত করবে সেই আশ্বাস আমরা রাখি। হাউসের সামনে আমার এই প্রস্তাব আমি রাখছি, আমি আশা করব সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণ করে দেশের স্বাধীনতাকে, দেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য সবাই তাদের সুদৃঢ় হস্ত প্রসার করবেন।

MR. SPEAKER :— Discussion is over, now I put the question to vote. The question before the House is that—

"Whereas after sending hordes of armed infiltrators into Kashmir Pakistan crossed the International boundary line and mounted a heavy attack in the Chhamb sector of Jammu on September 1st, 1965 and continued the aggression making air-raids on civilian population not only in neighbouring areas but also in distant regions like Tripura, this Assembly takes the grim resolution of meeting the said naked aggression on the soil of India and calls upon all the inhabitants of the country to continue their fight forgetting all their differences and to preserve the integrity of the country. This Assembly records its grateful appreciation of the valiant service rendered by our jawans, airmen and our officers of the armed forces, and assures them that their blood and toil have forged the entire nation solidly behind them. While doing so, this Assembly remembers with gratitude all those whether in the armed forces or in civil life whom death has immortalised and conveys its sympathy to their bereaved families.

And Whereas Pakistan has violated the cease fire ordered by the U.N.O. on many occasions and continues to flout International opinion and code of civilised conduct, this Assembly appreciates the necessity of maintaining unflinching vigilance and constant alertness on the part of all. This Assembly is conscious of the urgent necessity of intensifying the nation's efforts in the food front and urges the inhabitants of Tripura to cooperate with the Government by bringing more lands under the plough, increasing the yield of crops

in all possible ways and scrupulously avoiding wastage of food. This Assembly further urges the inhabitants of Tripura to lend their support to the Government by cooperating with the Government in the matter of Civil Defence and also by donating blood, making contributions to the National Defence Fund, investing money in Gold Bonds and National Defence Loans and to share the glory of the fight by joining the armed forces in over-increasing number. This Assembly is confident that at this point of history all Indians will do their best to maintain the unique sense of unity amongst them abjuring communal prejudices and keeping vigilant watch on communalists, anti-social elements and saboteurs. This Assembly firmly believes that our cause being just, inspiration for hard work will never be lacking and all privation and suffering brought about by the aggression will be cheerfully borne by our people and eventually victory will be ours."

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

No voice.

MR. SPEAKER :— Ayes have it. Ayes have it.

The Resolution is carried.

The House stand adjourned till 2 P. M.

PRESENTATION OF THE APPROPRIATION FINANCE ACCOUNT AND AUDIT REPORT

MR. SPEAKER:— Next item in the list of Business is presentation of the Appropriation and Finance Accounts for 1963-64 and Audit Report 1965.

Now, I would request the Hon'ble Minister in-charge to proceed to present before the House the Appropriation and Finance Accounts for 1963-64 and Audit Report, 1965.

SHRI M. L. BHOWMICK, (Dy. MINISTER) :— Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the Appropriation and Finance Accounts for 1963-64 and Audit Report, 1965.

Mr. SPEAKER :— These stand referred to the Public Accounts Committee. Members are requested to collect their copies from the Notice office.

ASSENT TO BILLS

Mr. SPEAKER :— Next item intimation regarding President's Assent to the Bill.

The Appropriation (No. 2) Bill, 1965 (Bill No. 5 of 1965) received the Assent of the President on the 8th August, 1965.

This is for information of all Members.

REPORT OF THE COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS.

Mr. SPEAKER :— Next item is Presentation of the Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

I would call on Shri Umesh Lal Singh, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the Report of the Committee on Absence of Members.

SHRI UMESH LAL SINGH :— Hon'ble Speaker Sir, I beg to submit the 3rd Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House of the Tripura Legislative Assembly.

MR. SPEAKER :— The Committee on Absence of Members form the sittings of the House in its third report has recommended that leave of absence be granted in respect of Shri Dinesh Deb Barma M. L. A for a period of 7 days' with effect from 9. 7. 65 to 15. 7. 65 and in respect of Shri Nripendra Chakrabarti. M. L. A. for a period of 17 days from 31. 3. 65 to 9. 4. 65 and from 9. 7. 65 to 15. 7. 65. The members are being informed accordingly. It is presumed that the House be pleased to accept the recommendation.

THE POLICE (TRIPURA AMENDMENT) BILL, 1965.

Mr. SPEAKER :— Next item Government Business (Legislation). Introduction of the Police (Tripura Amendment) Bill,1965(Bill No. 6 of 1965).

To day the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No 6 of 1965) is to be introduced in the House. I would request the Hon'ble Minister in charge to move his motion for leave to introduce the Bill.

SHRI M. L. BHOWMIK, (Dy. MINISTER) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No 6 of 1965)

Mr SPEAKER :— There is no opposition. I now put the question. The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that leave to introduce the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No 6 of 1965) be granted.

As many as are of that opinion will please say "Ayes". Voices—Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes". No voice.

Ayes have it. Ayes have it.

MR. SPEAKER— The leave to introduce the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No 6 of 1965) is granted.

SECRETARY :— 'A Bill to amend the Police Act, 1861 in its aplication to the Union Territory of Tripura.'

MR. SPEAKER :— I shall call on the Hon'ble Minister in-charge to move his motion to introduce the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 6 of 1965).

SHRI M. L. BHOWMIK, (Dy Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to introduce the Police (Tripua Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 6 of 1965).

Mr. SPEAKER :— Now I put the question. The question before the House is that the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No 6 of 1965) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'. voice— 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

'Ayes have it, Ayes have it'

Mr. SPEAKER :— The Motion is carried. The Police (Tripura Ameudment) Bill, 1965 (Bill No. 6 of 1965) is introduced.

Next item in the List of Business to-day The Tripura Tribal Inhabitants (House-Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri M. L. Bhowmick, (Dy. Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Tribal Inhabitants (House-Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965).

Mr. SPEAKER :— If there is no opposition, I put this to vote. Now, the question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that leave to introduce the Tripura Tribal Inhabitants (House-Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965) be granted.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

'Ayes have it, Ayes have it'

Mr. SPEAKER :— The Motion is carried. The leave to introduce the Tripura Tribal Inhabitants (House-Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965) is granted.

SECRETARY :— 'A Bill to amend and consolidate the law relating to House-tax payable by the tribal inhabitants in the Union Territory of Tripura.'

Mr. SPEAKER :— I would now call on the Hon'ble Minister in-charge to move his motion to introduce the Tripura Tribal Inhabitants (House-Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965).

SHRI M. L. BHOWMICK, (DY. MINISTER) :— Mr. Speaker Sir, I beg to introduce the Tripura Tribal Inhabitants (House-Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965).

Mr. SPEAKER :— I would now put the question. The question before the House is that the Tripura Tribal Inhabitants (House-Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965) be introduced.

Mr. SPEAKER :— As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

'Ayes have it, Ayes have it.' The motion is carried. The Tripura Tribal Inhabitants (House-Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965) is introduced.

Next item before the House is the Presentation of the Report of the Committee on Petitions.

I would call on Shri Sunil Chandra Dutta, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the Report of the Committee on Petitions.

SHRI SUNIL CH, DUTTA :— Hon'ble Speaker Sir, I present before the House the 2nd report of the Committee on Petitions. (The report was presented) Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that the Second Report of the Committee on Petitions be adopted by the House.

Mr. SPEAKER :— Is there any Member who wants to raise a discussion. We have alloted half an hour. I mean Business Advisory Committee alloted half an hour for discussion on this report.

Shri Atiqul Islam, M. L. A. :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের জমির খাজনা যে বাড়ানো হয়েছে এবং সেই খাজনার হার যে কোন কোন ক্ষেত্রে জমির তিনগুণ বা তার বেশীও হয়ে গেছে, একথা যারা অস্বীকার করতে চান তারা সত্যকে অস্বীকার করছেন। আজকে যিনি এখানে রিপোর্টটা উপস্থিত করলেন, তিনি বললেন যে খাজনা বাড়ানোটা মোটেই অন্যায় হয়নি। তিনি নিজেই এক সময় একথা বলেছিলেন, যে চা-বাগানের খাজনার সঙ্গে তুলনা করলে অত্যধিক খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আজকে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে এই কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার পর তার মত অনেকখানি পাল্‌টে গেছে। সোনামুড়ায় যখন খাজনা বৃদ্ধির কথা হয়েছে, যখন সেখানে চীফ কমিশনার যান, তখন সেখানে তিনি বিভিন্ন এলাকার যারা মাতব্বর তাদের ডাকেন, আমাকেও তিনি তখন ডাকেন, এবং সভা করেন। সেই সভাতে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং আমাদের মাননীয় সদস্য মুনছুর আলি সাহেব ও উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাতে খাজনা বৃদ্ধি সম্পর্কে আমি প্রতিবাদ করে বলেছি যে এতবেশী খাজনা বাড়ানো উচিত নয়। তখন মুনছুর আলী সাহেব সেখানে ছিলেন। তিনিও বলেছেন যে খাজনা অনেক বেড়ে গেছে। এত খাজনা বাড়ানো উচিত নয়। আজকে তিনি সেকথা ভুলে গেছেন। কিন্তু সেখানে ও তিনি বলেছেন, না খাজনা বাড়ানো চলে না, খাজনা অনেকখানি বেড়ে গেছে, ডাবল, তিনগুণ এবং তিনি নিজেও অনেক দরখাস্ত করেছেন। সোনামুড়ার সমস্ত বিষয় তিনি আমার চাইতে হয়ত ভালই জানবেন খারাপ জানার কথা নয়। কাজেই খাজনা যে বেড়েছে একথা এসেম্বলিতে স্বীকার না করলে পরেও আপনারা

বাইরে যখন যান, তখন সবাই স্বীকার করেন যে খাজনা বেড়ে গেছে। তারা মিটিংও করেন, সভা সমিতি ও করেন. প্রস্তাব ও নেন। কিন্তু এসেম্বলিতে যখন আসেন তখন তাঁরা সুরটা পাল্‌টে নিয়ে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁদের সুরে কথা কন। এই হল তাঁদের দ্বৈত নীতি। বাইরে এক রকম বলেন জনতার সাথে মিশবার জন্য, আর সেখান থেকে বের হয়ে এসে House-এ আর এক রকম বলবেন নিজের দলের সুবিধা মত। এখন আমাদের দেখতে হবে, খাজনা তো বেড়েছে, সত্যি সত্যি কৃষকের আয়টা বেড়েছে কিনা এবং কৃষকের আয় বেড়েছে সেই যুক্তিতে খাজনা বাড়ানো চলে কিনা। ১ কানি জমি চাষ করতে একটা কৃষকের কত খরচ পড়ে? আমি হিসাব করে দেখেছি। মুনছুর আলি সাহেবের সঙ্গে একত্রে বসেই হিসাব করেছি এবং তিনি নিজেই স্বীকার করবেন ১ কাণি জমি চাষ করতে একটা কৃষকের ৭৫ টাকার মত খরচ পড়ে। এক কাণি জমিতে যদি গড়ে ৫ মণ করে উৎপাদন ধরি তবে এক একর জমিতে ১২॥ মণ বা তার কিছু বেশী হয় এবং সরকারের স্বীকৃতি এ রকমও আছে। এতএব ১ কাণি জমিতে যদি ৫ মণ ধান হয় এবং ধানের দর গড়ে সারা ত্রিপুরায় যদি ১২ টাকা করে ধরি তাহলে সে পাচ্ছে ৫ × ১২ = ৬০ টাকা কিন্তু তার cost of cultivation হয়েছে ৭০ টাকা বা তার উপরে। Naturally কৃষকদের লোকসান হচ্ছে এবং এই লোকসান হচ্ছে বলেই বৎসর যখন ফুরিয়ে আসে তখন তারা মহাজনদের কাছে যায়, ঋণ করে, দাদন নেয়, জমি বন্ধক রাখে। ইত্যাদি উপায়ে সে ক্রমশঃ জমি হারায়। কৃষক জমি করে লাভবান হচ্ছে না, লোকসান দিচ্ছে। তার সামনে বাঁচবার অন্য কোন পথ নেই। লাভ হউক, লোকসান হউক তাকে জমি করতেই হবে — অন্য কিছু করে সে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে এরকম কোন পথ তার নেই। তাই বর্গা দিয়ে হোক্, ঋণ করে হোক্, দাদন নিয়ে হোক তাকে জমি করতে হচ্ছে। এইভাবে কৃষকেরা ক্রমশঃ গরীব হয়ে যাচ্ছে এবং মুষ্টি-মেয় কয়েকজন ধনীর হাতে কৃষকের জমি সব জমা হচ্ছে। এটা আজকে সর্ব্বজন স্বীকৃত এবং মহলা নবীশ কমিটিও একথা বলেছেন যে কৃষকের দারিদ্র্য ক্রমশঃ এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যে সমস্ত ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের কাছে গিয়ে ক্রমশঃ জমি জমা হচ্ছে, জমি কেন্দ্রী-ভূত হচ্ছে। এটা ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে ক্রমশঃ একটা চরম বিপর্য্যয় আনবে যদি আমরা এটাকে রোধ করতে না পারি। এই হল অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে যদি আমরা বলি খাজনা বাড়ানো ঠিক হয়েছে তাহলে এটা অত্যন্ত অন্যায় হবে। এই সম্বন্ধে আমরা আগেও আলোচনা করেছি এবং আইন ও দেখিয়েছি। এই কথা আইনে বলেনা যে খাজনা যা খুশী বাড়াতে পারাযায়। ভূমি আইনের ৪০ ধারায় একথা পরিষ্কার আছে যে ত্রিপুরার নূতন খাজনা নির্দ্ধারণ করার আগে যে হার চালু ছিল সেটাকেই খাজনার হার বলে ধরতে হবে এবং সেটাকে খাজনার হার ধরে তার শতকরা ১২ ভাগ খাজনা বাড়ানো চলবে। কিন্তু এই আইনের

ব্যাখ্যা আমাদের কর্তৃপক্ষরা মানতে চাননা। তারা বলেন এখানে খাজনার কোন হারই ছিল না, কিন্তু তা আইনের কথা নয়। আইনে এ কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে খাজনার হার একটা আছে। যে খাজনাই তখন থাকুক সেটাকে হার ধরে নিয়ে তার শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি হতে পারে; তার বেশী নয়। কিন্তু আমাদের Settlement Deptt., আমাদের বিজ্ঞ মন্ত্রী মহোদয়রা সেইআইন মানছেন না। আমি যতটুকু জানি Settlement Deptt. থেকে আইনটাকে সংশোধন করার জন্য একটা প্রস্তাব ও দেওয়া হয়েছে যে আইনের এ ধারাটি defective, এ ধারাটাকে ammend করা দরকার এবং আমি যতটুকু জানি এটাকে ammend করার চেষ্টাও করছেন। কাজেই এত সব জানা থাকার পরে ও যখন তারা বলেন যে খাজনা বাড়েনি, বা আইন সঙ্গতভাবে করেছি তাহলে সেটা অত্যন্ত অন্যায়, অনুচিত এবং অমানুষিক কাণ্ড হবে। আশা করেছিলাম Petition Committee সব কিছু বিচার বিবেচনা করে খাজনার হারটা যে বেড়েছে এই সম্বন্ধে একটা recommendation দেবেন। Petition Committeeতে যারা ছিলেন তারা সবাই মাটির মানুষ, দেশের কৃষককে তারা ভাল করে জানেন, দেশের কৃষকের জন্য তাদের দুঃখের কোন অভাব নেই। কাজেই আমি আশা করেছিলাম যে Petition Committee অন্ততঃ একটা recommendation করবেন যে খাজনাটার একটা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁরা Petition কমিটিতে বসে মতলবটা পাল্‌টিয়ে বললেন যে সব ঠিকই আছে। কাজেই আমি মনে করছি, আজকে যে খাজনার হার বাড়ানো হয়েছে তা অনুচিত এবং পুনরায় নূতনভাবে চিন্তা করে খাজনার হার নির্দ্ধারণ করা উচিত, কেন না, বর্ত্তমানে যে হার আছে, তাকে আর বাড়ানো উচিত নয়।

Mr. SPEAKER :— Any one else from my left,

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA :— মাননীয় স্পীকার স্যার, Petition Committee র যে রিপোর্ট হাউজের সামনে দেওয়া হয়েছে, তার মূলে ছিল যে ত্রিপুরা বিধান সভা অবিলম্বে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনটি এমন ভাবে সংশোধন করে একটি বিল আনয়ন করুন যাতে ত্রিপুরার রায়তদের নবনির্দ্ধারিত রাজস্ব হার বাতিল হয়, ভূমি রাজস্ব আগামী ১০ বছর বৃদ্ধি না পায় এবং তার পরবর্ত্তী কোন ক্ষেত্রেই উহা শতকরা ১২॥ ভাগের বেশী না বাড়তে পারে। It is the prayer. এখন যে recommendation এসেছে, সেটা actually the evidence of Sri A. K. Lodh, settlement officer of the Govt. and in course of his evidence he explained the position as stated below. তার দ্বারা এ জিনিষটা বুঝা যায় না যে ভূমি রাজেস্বের হার বেড়েছে কিনা। একটা কথা আমরা বলেছিলাম তাতে সোনামুড়ায় highest rate assessed was Rs. 8.42 -per acre per direct raiyat, but the rate for highest class of Nal land in the best unit in Sonamura Sub-

Division has been adopted at Rs. 7.50 per acre. তার দ্বারা তারা বলতে চান যে rate বাড়ানো হয়নি। Similar is the case in respect of certain areas in other Sub-Divisions also. The highest rate so far adopted for the best class of Nal land in the best unit is Rs. 8·75 per acre and the lowest rate is Rs. 2·50 per acre and the highest rate of tilla land within town area has been adopted at Rs. 7·00 per acre and the lowest rate for such land is Rs. 1·50 per acre. এর দ্বারা আমার এ-ধারনা হচ্ছে যে খাজনার হার বাড়েনি। কিন্তু actually this is not the fact, I must humbly state যে খাজনার হার অনেক বেড়েছে এবং তা ৪।৫ গুণ বেড়েছে। কাজেই এটা evidenceএ কি হিসাবে বলা হয়েছে ? সোনামুড়ায় কি ৮·৪২ পয়সা per acre ছিল ? সেখানে ৭·৫০ পয়সা হয়েছে এটাই আমাদের ধরে নিতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয় this is not the position. খাজনার হার অনেকাংশেই ৪।৫ গুণ বেড়েছে এবং এটাই হচ্ছে petition এর contention. Petitionএ বলা হয়েছে যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, কৃষি উৎপাদন হচ্ছে না, সরকারী বেসরকারী ঋণ গ্রহণ করে কৃষকদের দিন কাটাতে হচ্ছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রায়তদের রাজস্ব পুরাতন রাজস্ব হারের তুলনায় ২।৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তারা বলছেন যে একটা classification করা হয়েছে। Classification করে 66 categoriesএ ভাগ করেছেন। কিন্তু over all pictureটা কি ? over all picture আমরা দেখি যে ভূমি রাজস্বের হার বেড়েছে। কিন্তু আমাদের যে report তাতে এই সত্য কথাটি "ভূমি রাজস্বের হার বেড়েছে" এটা আমরা বুঝতে পারি না। বরং এর দ্বারা এমন একটি আভাষ পাওয়া যায় যে ভূমি রাজস্ব কমেছে। আমি মনে করি Petition Committeeর acurate picture of the state as regards revenue or rent, Houseএর সামনে দিলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হতো এবং আমরা জানি যে প্রায় ক্ষেত্রেই ভূমি রাজস্বের হার বেড়েছে। এর দ্বারা এ রকম একটা ধারনা হতে পারে যে ভূমি রাজস্বের হার মোটেই বাড়েনি, বরং কমেছে। But this is not a fact এবং এ-জন্য তাঁরা সমস্ত ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় এরা মোটেই ত্রিপুরার জনসাধারনের দিক থেকে নজর দিচ্ছে না এবং তারা যে কথা বলছেন যে পূর্বে কোন রকম rate, the question of revenue rate was not at all considered at that time পূর্বে Tripura was very thinly populated area and there was hardly demand for any land. There was rather a pratice to induce people to settlement of land and as much as possible to get people from outside to settle in the Territory. The question of revenue rates was not at all considered at that time. Revenue rate এর কোন রকম consideration ই

ছিলনা ঐ সময়। It is not a fact. সেখানে revenue rate consider করে একটা সরকারী জমা ধার্য্য করা হয়েছে—জমা, নজর সব স্থানেই ধার্য্য করা হয়েছে। সেটা হয়েছে in 1346 T. E তে, তখন এখানে ভূমি সেটেলমেন্টের রাজস্বের হার এবং জমা ধার্য্য করা হয়, কাজেই জমা ধার্য্য করা consideredই হয়নি। জমার revenue rates এর সম্পর্কে this is not the true state of affairs. আমরা এ হাউসের সামনে পূর্ব্বে ও বলেছি যে immediatly পূর্ব্বে যে revenue rate ছিল সেটাকেই ধরে নিতে হবে as if it has been assessed under the present Tripura Land Revenue and Land Reforms Act. Section 41 of the Land Revenue and Land Reforms Act, সেটা আমি House এর সামনে বহুবার বলেছি এবং সেই অনুযায়ী বর্ত্তমান হারটা 12½ percent এর বেশী বাড়বেনা। এটা রুলে আছে, petition এ বলা আছে, যে ১২½ গুণের বেশী বাড়তে পারবে না। কাজেই পিটিশনের রিপোর্টা যেভাবে এসেছে এবং যেভাবে সমস্ত জিনিষটার একটা চেহারা দেওয়া হয়েছে যে revenue rate মোটেই বাড়েনি, বরং কমেছে, it is not a true state of affairs, অন্তত যেগুলো fact সেগুলো যদি Houseএর সামনে এবং reportএ আসত তাহলে আমরা reportএ ত্রিপুরার বর্ত্তমান যে revenue rate সে সম্বন্ধে বিবেচনা করতে পারতাম এবং কতখানি বেড়েছে, কিভাবে বেড়েছে সেটাও বুঝতে পারতাম এবং সেটা যদি কমাবার ক্ষমতা আমাদের থাকে তাহলে কমাবার চেষ্টা করতাম। বর্ত্তমান সময়ে যদি কমানো সম্ভব না হয় তবে সেটা অন্য কথা। কিন্তু এর latest যে report এসেছে সেই report এর দ্বারা আমাদের মনে এরূপ একটা misunderstanding হতে পারে যে পূর্ব্বে কোন revenue rate ছিলনা। বর্ত্তমানে revenue rate assessed হয়েছে এবং এই যে revenue rate সেটা পূর্ব্বের চাইতে কম। আমার ধারনা this is not in conformity with the fact. কাজেই this report does not represent the correct picture তাই এই report এর সঙ্গে আমি একমত নই।

Mr. SPEAKER ;— Any body else.

SHRI SUDHANWA DEB BARMA :— মাননীয় স্পীকার স্যার এই report এ আমরা দেখি মাননীয় Settlement officer, Mr. A. K Lodh এর evidence এ দেখানো হয়েছে যে মহারাজার আমলে ত্রিপুরার মানুষ খাজনা দিতনা, এরা দিত ভাড়া। কিভাবে এ সিদ্ধান্তে যাওয়া হল সেটা আমরা বুঝিনা যে ত্রিপুরার মানুষ এতদিন পর্য্যন্ত মহারাজার আমলে কোন খাজনাই দিতনা। এখানে যে একটা revenue rate ছিল সেটাকে অস্বীকার করা হয়েছে কারণ এই revenue rate স্বীকার করা হলে,এর উপরে যে খাজনা বৃদ্ধি হয়েছে এ কথাটা স্বীকার

করে নিতে হয়, সেজন্যই হয়ত তার evidence দেওয়ার ব্যাপারে Mr. Lodh এটাই বলতে চেয়েছেন যে ত্রিপুরায় পূর্ব্বে কোন খাজনা ছিল না। এখানে জমি ভাড়া দেওয়া বা rent দেওয়া হয়েছে। এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার খাজনা বৃদ্ধি হয়নি বরং কোন কোন জায়গাতে কমে গিয়েছে, বৃদ্ধির কথা সেখানে দেখানো হয়নি। কিন্তু যদি বাস্তব ক্ষেত্রে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আমরা evidence নিই তাহলে আমরা প্রকৃত পক্ষে খাজনা ঠিক ঠিক বেড়েছে কিনা তার তথ্য পেতাম এবং দেখতে পেতাম ত্রিপুরার মানুষের জীবনে এই যে খাজনা বৃদ্ধি তা কত অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আজ এই খাজনা বৃদ্ধি যে rate এ হয়েছে তাতে আমাদের বিবেচনায় কি আমরা এ সিদ্ধান্তে যেতে পারবো যে খাজনা বৃদ্ধিটা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে? কারণ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি কতটুকু হয়েছে এবং তার ফসলের দামই বা সে কতটুকু পায় এবং তার তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কতটুকু বেড়েছে এটা যদি বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যায় এই খাজনা বৃদ্ধি তাদের পক্ষে কতটা বোঝা হয়ে উঠেছে। কাজেই এই দিক দিয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে খাজনা বৃদ্ধি সঙ্গত হয়নি। যেখানে এই Petition এ বলা হয়েছে, সেই Petition এর উত্তর দিতে গিয়ে যে সমস্ত evidence আনা হয়েছে এর বিরুদ্ধে, তা ঠিক হয়নি।

Mr. SPEAKER :— The mover to reply.

SRI SUNIL CH. DATTA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Petition Committe-র report আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা, শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা, প্রত্যেকে একটি কথা বলেছেন যে খাজনার বৃদ্ধি হয়েছে এটা অঙ্গীকার করা হয়েছে এবং মহারাজার আমলে যে খাজনা ছিল তার থেকে ২/৩ গুণ খাজনা বেড়েছে। Petition Co nmitteeতে আমরা petition সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং action গ্রহণ করেছি। মহারাজার আমলে খাজনার হার ছিল একথা সত্যি কিন্তু সেই খাজনার হার ছিল কোন রকম land purchase এর উপর নির্ভর করে নয়। একই জোতে টিলা এবং লোঙ্গা জমির জন্য একই খাজনা নেওয়া হত। মহারাজার আমলে যে খাজনা ধার্য্য ছিল এখন ও সেই খাজনা ধার্য্য থাকুক যদি এই ধরণের যুক্তি উত্থাপণ করি তাহলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হবে। মহারাজার আমলে উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের যে দাম ছিল আর এখনকার যে দাম সেটা বিবেচনা করলে খাজনা যা বেড়েছে তা মহারাজার আমলের খাজনার rate থেকে খুব বেশী মনে করার কোন কারণ নেই। মহাজারার আমলে ত্রিপুরাতে খাদ্য-শস্য, ধান, সরিষা, তিল এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের যে দাম ছিল ২/৩ টাকা মণ সেই জায়গায় সেই সব জিনিষের ৩০।৪০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাম উঠেছে। মহারাজার আমলে যে

খাজনা ধার্য্য কোন classification of land এর উপর নয়। একটি জোতের টিলা, লোঙ্গা, নালা, ছাড়া সমস্ত রকম জমির জন্য একই খাজনা ধার্য্য ছিল। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত যে খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে, আইনের বলে পুনরায় যা ধার্য্য করা হয়েছে সেটা বৃদ্ধি নয়। পুরাতন যে খাজনা ধার্য্য ছিল মহারাজার আমলে, সেটা classification এর উপর নির্ভর করে হয়নি, এবং Settlemant আইন সঙ্গত ভাবে হয়নি। অতএব বর্ত্তমান যে খাজনা বৃদ্ধি সেটা বৃদ্ধি নয়, সেটাতে নূতনভাবে খাজনার rate ধার্য্য করা হয়েছে। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম সাহেব যে ভাবে বলেছেন যে Committee-র Chairman হয়ে আমি মত বদলিয়েছি। চা-বাগানের খাজনা সম্পর্কে আমি যে কথা বলেছি এখনও বলি যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমি দেখেছি ত্রিপুরাতে চা-বাগানের খাজনা পার্শ্ববর্তী নাল জমির চেয়ে কম হয়েছে। তা যুক্তিসঙ্গত হয়নি এবং এখনো আইনের বলে তা যুক্তিসঙ্গত হয়নি। কিন্তু খাজনা চিরদিন একটি জায়গায় ঠিক থাকবে এই কথা যারা মনে করেন তারা ভুল করেন। তিন বৎসর আগে আমি যে কথা House এ বলেছিলাম যে কৃষকদের এই সময় যে খাজনার হার ধার্য্য করা হয়েছে তাতে কৃষকদের কষ্ট হবে। তিন বৎসর পর আজকে আমি বলতে পারি যে. কৃষকরা এখন উৎপাদিত দ্রব্যের যে দাম পাচ্ছেন, প্রতিটি জিনিসের, ধান, পাট, সরিষা, তরিতরকারীর যে দাম পাচ্ছেন তাতে এখন তাদের········

(Interruption)

Mr. SPEAKER :— Order please.

SHRI SUNIL CHANDRA DUTTA :— মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম যে কথা বলেছেন যে এক কাণি জমিতে মাত্র ৫ মণ ধান্য হয়। তিনি বোধ হয় জমির মালিক. জমি বর্গা দিয়ে চাষ করান। বর্গাদারদের কাছ থেকে ৫ মণ ধান্য পান তাই তিনি একথা বলেছেন। সরকারের যে হিসাব আছে minimum গড়ে এই ত্রিপুরাতে প্রতি কাণি থেকে ৬ মণ ধান পাওয়া যায় দু-ফসলি জমি থেকে।

(Interruption)

Mr. SPEAKER :— Order please.

SHRI SUNIL CHANDRA DUTTA :— ভাল নাল জমিতে প্রতি কাণিতে প্রতি বৎসর ১৫ থেকে ২০ মণ ধান হয়। খাজনা ধার্য্য হয়েছে প্রতিটি জমির আলদা class করে। কাজেই মাননীয় সদস্যের ঐখানে একটি ভুল আছে। প্রতিটি জমির classification করে খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা বলেছেন মহারাজার আমলে খাজনা দিত না। কিন্তু একথা সত্য নয়। মহারাজার আমলে ও খাজনা দিত, তবে সেটা classification-এর উপর নির্ভর করে নয়। নাল, টিলা, লোঙ্গা, ছাড়া সব জমিরই

একই রকম খাজনা ছিল। মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা বলেছেন যে খাজনার হার বেড়েছে। আর সোনামুড়া Sub-Division-এর যে কথা তিনি বুঝতে চান না সেটা হলো Sonamura Sub-Division-এ আমাদের present Survey Settlement operation এর আগে Nal-Land এর highest খাজনার rateছিল ৮ টাকা ৪২ পয়সা। বর্ত্তমান Survey Settlement-এ সেটা কমেছে এবং সেইভাবে অন্যান্য Sub-Division এও খাজনা কমেছে। খাজনা কমেছে আমি বলবো না, বলব কম করে খাজনা নির্দ্ধারিত হয়েছে। কারণ আইন একথা বলে না। যে আইন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রহণ করেছি সে আইনে বলা হয়েছে যে নূতনভাবে খাজনা নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে মহারাজার আমলে যে খাজনা প্রচলিত ছিল তার চেয়ে কোন কোন অংশে কমেছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেড়েছে। কিন্তু তারা বলছেন ২।৩ গুণ বেড়েছে।

আমি আমার মতে বলে গেছি। আপনারা বলতে পারেন। জমি চাষের cost সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেটাও মালিকের চাষের খরচই বলেছেন, কৃষকের এক কাণি জমি চাষ করতে এত টাকা খরচ পড়ে না। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তা যুক্তিহীন। এবং Report যা তৈরী করা হয়েছে তা সমস্ত কৃষকের দিকে চিন্তা করে, ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বর্ত্তমান উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের যে বাজার দর তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমি মনে করি তা ঠিকই আছে।

Mr. SPEAKER :— The diseussion is over. I would now put the question. The question before the House is that the Second Report of the Committee on Petitions be adopted.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes".

Voices—"Noes".

"Ayes" have it, "Ayes" have it. The Motion is carried.

Mr. SPEAKER :— Next item in the list of Bussiness is Private Members Resolution. I would call on Sri Aghore Deb Barma, M. L. A. to move his Resolution that in view of the partisan attitude of the British Govt. against India in the recent attack of Pakistan against India, this House is of opinion to request the Central Govt. that India should quit

Commonwealth as a self respecting Nation.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই Resolutionএ মূল বক্তব্য হচ্ছে আমরা এই বিধান সভাতে প্রস্তাব রাখতে চাই অর্থাৎ ভারত সরকারকে অনুরোধ করে আমরা এই কথা বলতে চাই যে ভারত সরকার অতি সত্বর Common Wealth সম্পর্ক ছিন্ন করুন। এটা হচ্ছে আমার প্রস্তাবের মূল বক্তব্য। আজকে কেন আমি এ প্রস্তাব এই Houseএ move করছি তার কারন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য যদি আমরা লক্ষ্য করে থাকি তাহলে দেখতে পাই আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা অর্থাৎ ব্রিটিশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আধিপত্য থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা, এই বিল ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভারতের জনসাধারণ এই আশা করে ছিলেন যে নিশ্চয়ই এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে ভারতের সম্পর্ক ছিন্ন হবে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে ও মুক্ত হবে। এই ছিল জনসাধারণের আশা। কিন্তু—

MR. SPEAKER :— I draw the attention of the Hon'ble Member to Rule No 265 of the Rules of Procedure (Speaker to be heard in Silence).

1) Whenever the Speaker rises to address he shall be heard in silence and any member who is then speaking or offering to speak shall immeditely sit down.

2) No member shall leave his seat while the Speaker is addressing the House.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— কিন্তু ভারতের জনসাধারণের এই আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে ভারত সরকার Common Wealthএ থেকে গেলেন। যদিও Common Wealth থেকে ব্রিটিশ নামটি বাদ গিয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডেশ্বরী Common Wealth এর প্রধানা রয়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে? Common Wealth এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রিটিশের পুজি সংরক্ষণ হতে চলল এবং শুধু সংরক্ষণ নয় আজকে আমরা দেখি ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রিটিশের পুজী দিনের পর দিন বাড়ছে এবং নূতন নূতন শিল্পক্ষেত্রে তারা প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। ১৯৪৭ সনে এই ভারতবর্ষে ব্রিটিশের লগ্নীকৃত মূলধন ছিল ২০০ কোটি টাকা কিন্তু স্বাধীনতার ১৮ বৎসর পরে তা বেড়ে হল ৪৩৮ কোটি টাকা। এটা হচ্ছে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশের মোট বিদেশী ব্যক্তিগত পুজির শতকরা ৮০ ভাগ। কাজেই এখানে চা বাগিচা, কয়লার খণি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিদ্যুৎ বা বিভিন্ন রকমের চটকল, রসায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট রয়েছে। এমন কি প্রতিরক্ষার

ব্যাপারে একান্তভাবে অপরিহার্য্য পেট্রোলিয়াম, তৈল বা বিস্ফোরক দ্রব্য এসব শিল্পের মধ্যেও ব্রিটিশের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। তাছাড়া আমাদের ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরে ব্রিটিশদের প্রভাব যথেষ্ট আছে। পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যেভাবে ব্রিটিশ কোম্পানীরা ভারতবর্ষকে লুট করত, আজ স্বাধীনতা পাওয়ার ১৮ বৎসর পরেও তার যে কিছু তারতম্য হয়েছে তা নয়। ইদানিং বার্ড কোম্পানী চোরা চালান করে ধরা পড়েছিল। তার জন্য বার্ড কোম্পানীকে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ্য টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল। ঠিক সেইভাবে জর্জ এণ্ড হেণ্ডারসন কোম্পানিকে ও চোরা কারবার করার অপরাধে জরিমানা দিতে হয়েছিল। প্রত্যেক বৎসরেই এইসব বৃটিশ কোম্পানী শত শত কোটি টাকা নিজেদের দেশে পাচার করে আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট সৃষ্টি করে। এই সঙ্কটের সময় এইরূপেণের চোরা কারবার আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। তদুপরি বৃটিশ কোম্পানি গুলি আমাদের দেশে বসে যেভাবে লুট করছে তার পরিবর্ত্তে আমরা কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি। ভারতের যে সমস্ত মাল কম শুল্কে বিলাতে বিক্রি করার সুযোগ ছিল তাত আজকাল অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়ে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আর একটা কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রে, ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের সেই তথাকথিত বন্ধুদের ভূমিকা যদি আমরা দেখি তাহলে তাদের দান সে ক্ষেত্রে খুব কম। আমরা দেখছি আমাদের ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যপারে তারা বরাবরই উপেক্ষা করেছে। দুর্গাপুরে যখন তারা ইস্পাত কারখানা করেছে, ভিলাইতে তখন সোভিয়েতরা ইস্পাত কারখানা গড়ে ফেলেছিল। তারপর আমরা আরো দেখি কলম্বো প্ল্যানে আমরা সাহায্য পেয়েছি, অর্থাৎ বৃটিশ সম্রাজ্যবাদ, বরাবর যে ভাবে, যে চোখে দেখে আসছে আজকের দিনে ও ভারতর্ষের অর্থনীতিকে তাদের লেজুর হিসাবে রাখতে চায়, কলোম্বো পরিকল্পনা তার স্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং অর্থ-নৈতিক দিক থেকে ও কমনওয়েলথ এর সঙ্গে সংযোগ আমাদের কোন লাভের ব্যাপার নয়। আর বৃটিশ পুজি-পতিদের ভারতবর্ষ শোষনের একটা সুবিধা আমরা দিচ্ছি এই কমনওয়েলথের মাধ্যমে। আজকে রাজ-নৈতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক থেকে ও কমনওয়েলথের সঙ্গে সংযোগ রেখে ভারতের ভাল হয়নি বরঞ্চ প্রতি পদে প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষতি হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বহু অপমানকর ঘটনা ঘটছে। ইদানিং দেশরক্ষার ব্যপারে, ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যে সমস্ত অস্ত্র ক্রয় করা হয়েছিল সেইগুলি আমদানি করার জন্য বৃটেন লাইসেন্স দিচ্ছেনা। এই সমস্ত অবস্থা সে সৃষ্টি করছে কাজেই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পার্লিয়ামেন্টের ভিতরে দলমত নির্বিশেষে কমনওয়েলথের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করার জন্য দাবী উঠেছিল। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কমনওয়েলথ ছাড়' এই দাবীতে মুখর হয়ে উঠেছে। কাজেই আজকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের স্বাধীন অর্থনীতির বিকাশের জন্য কমনওয়েলথ

ত্যাগ করা উচিত। কমনওয়েলথ ত্যাগ করার মধ্যে এক সুদূর প্রসারি তাৎপর্য্যপূর্ণ অর্থও নিহিত আছে। আমি এখানে আরো একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই, ভারত সরকার কমনওয়েলথ থেকে গেলেন বিনা কারণে না, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক এবং যোগাযোগের সুবিধার জন্য ? বৃটিশকে আমরা বন্ধু মনে করেছিলাম এবং আমরা পরস্পরকে সাহায্য. সহায়তা করব বলে মনে করেছিলাম। বৃটিশ সাম্রাজ্যের জারজ সন্তান পাকিস্থান যখন ভারতবর্ষের কাশ্মীর অঞ্চল আক্রমণ করল তখন বৃটিশের প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন সাহেব বলে উঠলেন ভারত না কি আক্রমণকারী।

সেখানে বৃটিশের বহু infomation centre ছিল। কিন্তু পাকিস্থান যখন কাশ্মীরে হাজার হাজার হানাদার পাঠিয়ে আক্রমণ করল, প্যাটন ট্যাঙ্ক এবং সেবার জেট বিমান নিয়ে আক্রমণ শুরু করল তখন উইলসন সাহেব চুপ করে বসে ছিলেন। একথা আমাদের প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীজী বারবার উচ্চারণ করেছিলেন অর্থাৎ পাকিস্থানের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য ভারতকে রক্ষার অর্থাৎ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পাকিস্থানের আক্রমণের উৎস স্থানগুলিব উপর আঘাত হানতে দ্বিধা বোধ করবেনা। তখন বোধ হয় উইলসন সাহেব কানের মধ্যে তুলা দিয়ে বসে ছিলেন। তারপর ভারতবর্ষ যখন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পাকিস্থানের প্রধান সামরিক ঘাটির উপর আঘাত হান্‌তে আরম্ভ করল তখন উইলসন সাহেব বলে উঠলেন ভারত নাকি আক্রমণকারী। যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে আমরা পাই যে বৃটিশের সমস্ত পত্রিকা, বৃটিশের সমস্ত সরকারী মুখপাত্র এবং বি, বি, সি ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষের জোয়ানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা এবং বিদ্বেষমুলক সংবাদ পরিবেশন করে সারা বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করতে জোরদার অভিযান চালিয়ে ছিল।

এই হচ্ছে আমাদের তথাকথিত বন্ধুদের কাজ। শুধু তাই নয়, এরপরও আমরা দেখি অনেক বৃটিশ নাগরিক ভারতবর্ষের বুকে বসে, আামাদের বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে ভারত-বিরোধী কার্য্যকলাপ করছে, একথা আমাদের হাউসের প্রত্যেকে জানেন। কাজেই এই সমস্ত বিষয় যদি আমরা চিন্তা করে দেখি তাহলে আজকের দিনে কমনওয়েলথে থাকার যে কি যুক্তি আছে তা আমি বুঝি না। তদুপরি পাকিস্থান যখন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করল তখন যদিও বৃটিশ সরকার প্রকাশ্যভাবে পাকিস্থানকে অস্ত্র সাহায্য করে নাই কিন্তু আমরা দেখেছি তারা সেন্টো, সিয়াটো চুক্তির অন্তর্গত দেশগুলির মারফত পাকিস্থানকে যথেষ্ট অস্ত্র সাহায্য করেছে। যেমন ইরাক এবং ইরান ইত্যাদি দেশ মারফত ব্রিটেন পাকিস্থানকে অনেক অস্ত্র সাহায্য করেছিল। আর একটি কথা হচ্ছে ভারত দেশরক্ষার ব্যাপারে যখন বৃটিশের কাছে সাব-মেরিন কিন্‌তে চাইল, তারা তা দিল না। সোভিয়েট রাশিয়া যখন সাবমেরিন দিতে রাজী হল তখন তারা এটাকে বিপদজনক বলে চীৎকার করে উঠল। এই হল আমাদের তথাকথিত বন্ধুদের কাজে।

এরপরও আমরা জানি পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করার সময়ে বৃটিশ তৈল কোম্পানি গুলি আর্মেরিকার কোম্পানিগুলির সহযোগিতায় আমাদের দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। যার ফলে যুদ্ধের সময় বিমান বাহিনীর বিমানগুলির জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার তৈল ব্যতিত অন্য তৈলগুলি বিমানে ব্যবহারের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। আমরা গত চার সপ্তাহের যুদ্ধে আমাদের তথাকথিত বৃটিশ বন্ধুদের সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আমাদের জোট নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠি বরাবরই ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখে আসছে। তাদের মূল কথা হচ্ছে পাকিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য দিয়ে কাশ্মীর দখল করানো এবং তার জন্যই তারা তাদের দালাল অর্থাৎ আয়ুব সাহীর মারফত ভারতবর্ষ আক্রমণ করানো হল সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র। কারণ ভারতবর্ষের জোট নিরপেক্ষ ও শান্তির সহ অবস্থান নীতিগুলি তারা পছন্দ করেন না। ভারতবর্ষের বুকে ভারতের জনসাধারণ ও ভারত সরকার এই দেশের বুকে সাম্রাজ্যবাদী কোন ঘাটি বা কোন মিলিটারী বা সামরিক ঘাটি স্থাপন বা কোন জোটের মধ্যে থাকতে স্বীকার করেনি। তারা ভারতের সঙ্গে এসব চুক্তি করার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার তা করতে অস্বীকার করেছেন। তাই তারা আজকাল পাকিস্তানকে সামরিক ও অর্থ-নৈতিক সাহায্য দিয়ে ভারতের উপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও জানি যে, যখন নাকি ভারত তার অংশ গোয়া, দমন ও দিউ হতে উপনিবেশবাদ উচ্ছেদ করাতে চেয়েছিল তখন আমাদের তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বন্ধুরা তার বিরোধীতা করেছিল বরং যাতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলি থেকে যায় তার জন্য ও তারা চেষ্টা করেছেন। কাজেই আজকে যদি তাদের সমস্ত অপচেষ্টা বিচার বিবেচনা করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাই যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের বন্ধুত্বের নামে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অলক্ষ্যে আমাদের বিরোধীতা করছে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে তারা বিঘ্ন হয়ে দাড়াচ্ছে এবং রাজনৈতিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করছে। আমাদের সামনে স্বাধীন দেশের অনেক নজীর আছে। কাজেই আজকে আমি হাউসের সামনে অনুরোধ করব যাতে আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করতে পারি অতি সত্বর কমনওয়েলথ বর্জন করার জন্য।

Mr. SPEAKER :— Sri. Monaranjan Nath

SHRI MONARANJAN NATH :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য হাউসের সামনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। এই প্রস্তাবে আছে সম্প্রতিকালে পাকিস্থান ভারতের উপর যে আক্রমণ

চালাচ্ছে এবং বৃটেন যে বৈরী ভাব দেখাচ্ছে সেই জন্য ভারত রাষ্ট্র কমনওয়েলথ পরিত্যাগ করুক। বাস্তবিকই পাকিস্থান যখন ভারতের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন বৃটিশ আমাদের উপর বৈরীভাব দেখাচ্ছিল এবং পাকিস্থানকে সাহায্য করেছিল, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু এই কারণে ভারত রাষ্ট্র কমনওয়েলথ পরিত্যাগ করবে বললেই অতি সহজে তা করা যায় না। ইহা অত্যন্ত চিন্তণীয় ব্যাপার এবং রাগের বশে কোন কাজ করা ঠিক নয়। প্রত্যেক কাজই বিশেষ সতর্কতার সহিত এবং বহু খুঁটিনাটি বিষয় চিন্তা করা দরকার। তারপরে কার্য্যপন্থা অবলম্বন করা দরকার। অধিকন্তু আমাদের পার্লামেন্ট এই সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করবে, কেন্দ্রীয় সরকার আছেন, তা তারা চিন্তা করবেন। যারা ফরেন এফেয়ার্সে আছেন তারা চিন্তা করবার জন্য আছেন। আমাদের বিধান সভায়—আমি বলব যে, কমনওয়েলথ সম্পর্কে আলোচনা করা একটা বাতুলতা মাত্র। তা যদি আলোচনা করা হয় তবে আমি বলব এটা ছোট মুখে বড় কথা বলা। সেই জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, পার্লামেন্ট তা চিন্তা করবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্প্রতিকালে যুদ্ধাবস্থায় ও বৃটিশ সরকার আমাদিগকে একটা বিরাট টাকা বিনা সুদে দিয়েছেন। এই সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত চিন্তনীয় ব্যাপার। পক্ষান্তরে আমরা দেখব যে কেবল বৃটিশ এবং ভারত নিয়েই কমনওয়েলথ নয়। কমনওয়েলথের মধ্যে ছোট বড় বিভিন্ন রাষ্ট্র আছে। বৃটিশ সরকার যদি কোন রকম অন্যায় করে থাকে তবে অন্যান্য রাষ্ট্রকে কেন আমরা পরিত্যাগ করব। সেই কথা চিন্তা করে আমরা অবিলম্বে কমনওয়েলথ পরিত্যাগ করার কথা চিন্তা করতে পারি না। তারপর আমরা দেখছি, আমাদের দেশ উন্নতির দিকে চলছে। আমরা কমনওয়েলথে থাকলে অন্যান্য রাষ্ট্র থেকেও সাহায্য পেতে পারি, টেকনিশিয়ান পেতে পারি এবং আমাদের দেশ গঠনের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে এবং সহজেই আমরা স্বাবলম্বী হতে পারব। সুতরাং এই অবস্থায় তাড়াহুড়া করে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— SRI BIRCHANDRA DEB BARMA.

SRI BIRCHANDRA DEB BARMA, :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের যে Resolution সেটা duly admitted হয়েছে। কাজেই সেই সম্পর্কে আলোচনা করা বাতুলতা মাত্র। এটার কোন অর্থ আমরা বুঝিনা বা বের করতে পারিনা। যে Resolution duly admitted হয়েছে এবং আমাদের scope এর মধ্যে আমরা Central Govt. কে request করতে অনুরোধ করছি। আমরা তো এমন একটা final Resolution নিয়ে আসছিনা যে We are the body who can at once cut all our relationship with

Common Wealth সেই রকম প্রস্তাব নয়, it is a request to the Central Govt in favour of consideration কাজেই এই প্রস্তাব আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে বলে আমি মনে করিনা। এবং যে প্রস্তাব duly admitted হয়েছে, House এর সামনে place করা হয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা বাতুলতা যদি বলেন তা হলে I am not at all in one voice with his opinion এবং তার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমার একটু সন্দেহ আছে। Rule 72 একথা বলেনা যে আমরা request করতে পারবোনা। Resolution সম্পর্কে আমাদের যে power সেটা সব কিছু ব্যাপারে আমরা request করতে পারি। Request করা অন্যায় নয়, request করা যায়, ভদ্রলোকই ভদ্রলোককে request করে। মোট কথা যে সম্পর্কে Resolation নিয়ে আসা হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের দক্ষিণে যারা বসেছেন, যিনি উত্তর দিয়েছেন, তিনিও একমত যে পাক আক্রমণের সময় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে আচরণ করেছিলেন এটা মোটেই ভারতবর্ষের অনুকূলে নয়। আমি বলব শত্রুতা মূলক আচরণ। কেননা যেখানে পাকিস্তান চড়াও হয়ে ভারতের উপর আক্রমণ করল, International boundary line cross করলো সেখানে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট চুপ করে রয়েছে। ভারতবর্ষ যে দিন International line cross করল এবং লাহোর আক্রমণ করল সেদিন উইলশন সাহেব বলেছিল উচ্চস্বরে যে India is aggressor. India Pakistan এর উপর aggression করেছে। তার উপর পূর্ব্ব চুক্তি অনুযায়ী শুধু অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহ করাই বন্ধ করেনি, পূর্ব্ব চুক্তি মতে যে সব অস্ত্র শস্ত্র পেত, নূতন চুক্তি অনুযায়ী নয়, সেগুলোও তাঁরা বন্ধ করেছে। তারপর তাদের B. B. C-র announcement পরিষ্কার ভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতবর্ষের উপর সমস্ত রকম গালি গালাজ বর্ষিত করেছে। বলেছেন এটা হিন্দু এবং মুসলমানের লড়াই। তারা বলেছেন যে শাস্ত্রী হয়েছেন হিন্দুদের মস্ত বড় একজন চেলা, তিনি হচ্ছেন একজন টেগুন পন্থী ইত্যাদি নানা রকম নোংরা ভাষায় তারা ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করেছেন। কাজেই এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে এটা মনে করা স্বাভাবিক যে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কমনওয়েলথের সাথে কোন সম্পর্ক বজায় রাখার কোন যৌক্তিকতা আমাদের আছে কিনা? কমনওয়েলথের একটা সেরা ওয়েলথ হচ্ছে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এবং সেই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ছায়ায় কমনওয়েলথের অন্যান্য যারা মেম্বার তারা থাকেন। এ হচ্ছে পুরানো কথা। তারপর as a symbol হিসাবে কথা হয়েছিল India Govt যদি Republic হন how she can take part in Common Wealth? সেখানে একটা কথা হয়েছিল Queen will be Symbol. আগে একটা sovereignty question ছিল সকলের মধ্যে tie এর একটা symbol. আমার কথা হচ্ছে এটা এতদিন পর্য্যন্ত আমরা সহ্য করে এসেছি। অনেক কিছু আমরা দেখছি, সিয়াটো সেন্টো চুক্তি হয়েছে

সামরিক চুক্তি হয়েছে ভারতবর্ষের non-allignce policyর উপর সব রকম চাপ দেওয়া হয়েছে, তাকে non-alliance policy বর্জন করাবার চেষ্টা হচ্ছে, নানা রকম ভাবে ভারতবর্ষকে ব্যতিব্যস্ত করা হচ্ছে। কাশ্মীর সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তারা পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে, পাকিস্তানের দাবী তারা মেনে নিয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে যতবার কাশ্মীর প্রশ্ন এসেছে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানের দাবী মেনে নিয়েছে। পাকিস্তান যেখানে কাশ্মীরের উপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করেছে, সেখানে আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত তাদের উভয়কেই একস্থানে এক আসনে বসিয়ে তারা বলেছে যে একটা ব্যবস্থা করে নাও। তারা সোজা সত্যিকথায় পাকিস্তানের দাবী সব সময় মেনে নিয়েছে। এ অবস্থায় আমরা অনেক দিন সহ্য করেছি, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের আচরণ আমরা দেখেছি এবং সেটা দিনের মত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, পাকিস্তান যখন ভারতবর্ষের উপর নগ্নভাবে আক্রমণ করল এবং ভারতের ভূখণ্ডের উপর যখন সে তার থাবা বসাইতে চাইল। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট পরিষ্কার ভাবে এই ঘটনাকে এড়িয়ে গিয়েছে। সে পরিষ্কার ভাবে বলেছে যে ভারতবর্ষ আক্রমণকারী, সে পাকিস্তানের পক্ষে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এর পরেও যদি আমাদের আত্মমর্য্যাদা বলে একটা কথা থাকে আমরা কি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে Common Wealth এর সেরা গভর্ণমেন্ট বলে তার সঙ্গে গিয়ে বসবো এবং নিজেদের মধ্যে একাসনে পূর্ব্বের relationship বজায় রাখব? আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে এই পাকিস্তান সৃষ্টি করে গিয়েছে। It is a time bomb, আজকে সেই time—bomb explore করছে, they are delighted, তারা খুশী, তারা আনন্দে ডগমগ। আমরা এই ভবিষ্যৎ চিন্তাধারা ঠিক করে গিয়েছিলাম, আমরা time—bomb রেখে গিয়েছিলাম, আজকে সেই time—bomb ফাট্‌ছে, তারা আজকে আনন্দে লুটোপুটি যাচ্ছে। তাদের যে plan, তাদের যে মনস্কামনা আজকে এতদিনে পূর্ণ হয়েছে, ভারতবর্ষকে প্রতি পদে পদে, তার secaularismকে বাঁধা দিবে, প্রতি পদে পদে তার non-alliance policyকে বাধা দিবে, ভারতবর্ষকে কোন ঠাসা করবে, ভারতবর্ষকে বাধ্য করবে ইঙ্গ মার্কিন চুক্তির সাথে সখ্যতা করতে এবং তার জন্যই পাকিস্তানের সৃষ্টি, তারই জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের মাটিতে time-bomb পুঁতে গিয়েছে। এত দিন পর সেটা কার্য্যকরী হয়েছে, ফেটে গিয়েছে। কাজেই এত দিন পরে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের যে স্বরূপ সেটা দিনের মত সত্য হয়ে আমাদের চোখে দেখা দিয়েছে। কাজেই এই অবস্থায় আমার মনে হয় আমাদের আত্মমর্য্যাদা বোধ, জাতির প্রতি আমাদের দরদ, দেশের প্রতি আমাদের দরদ আজকে আমাদের পরিষ্কার বলে দেবে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে, এই যে যুদ্ধ এই যুদ্ধে যারা বৈরী আচরণ করেছে, আমাদের সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করেছে, তারই সঙ্গে একাসনে বসে

আমরা আবার ঐ Common Wealth-এর গোল সভায় গিয়ে dinner খাব এটা আমরা দেখতে চাইনা। আমাদের প্রধান মন্ত্রী গিয়ে, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি গিয়ে আমাদের সঙ্গে বৈরী আচরণ যারা করেছে তাদের সঙ্গে Common Wealth-এর একাসনে বসে dinner খাবেন আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসাবে এটা আমরা সহ্য করতে পারি না। এটা আমরা পরিষ্কারভাবে আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে ব্রিটিশের আর কোন সম্পর্ক আমরা রাখবোনা, ব্রিটিশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমরা ছিন্ন করব, ব্রিটিশের যে সমস্ত সম্পত্তি আছে সেগুলো আমরা বাজেয়াপ্ত করব এবং আমাদের দেশের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে আমরা শক্ত করে গড়ে তুলব। কাজেই আমাদের প্রস্তাব সেই হিসাবে সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কোন রকম দ্বার্থ এখানে নেই। আমি মনে করি এ প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব এবং আমাদের মনোভাব অবিলম্বে জানানো দরকার। এটা সমগ্র ভারতবর্ষের জনতার মনোভাব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. SPEAKER :— Sri, Gopesh Ranjan Deb.

GOPESH RANJAN DEB :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে Common Wealth ত্যাগ করার অনুরোধ জানিয়ে যে প্রস্তাবটি এখানে পেশ করা হয়েছে আমি তা সমর্থন করতে পারি না। সমর্থন করতে পারি না কারণ, যদি এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা অনুরোধ করি তাহলে দেখতে হবে সেটা মানতে তাঁরা বাধ্য কিনা। দ্বিতীয়ত দেখতে হবে এই সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল কিনা। আমরা জানি যে আমরা ত্রিপুরার Assemblyতে বসে যে অনুরোধ করব সেটা মানতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য নন। কিছুদিন আগে আমরা শুনেছি আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে আমরা Common Wealth ত্যাগ করব কিনা চিন্তা করছি। কাজেই দেখা গেল আমাদের কথা মানতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য নয়, এই সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল আছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে আমরা Central Govt.কে Common Wealth ত্যাগ করে আস এই কথা এখানে আলোচনার যোগ্য বলে মনে করি না এবং এই আলোচনা বা অনুরোধ সেখানে পাঠালে সেটা আমাদের নির্ব্বুদ্বিতার পরিচয় বলে আমি মনে করি। কাজেই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করি। আমাদের মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ বা সদস্য যারা বক্তৃতা করেছেন তারা বৃটিশের উপর খুব ক্রুদ্ধ, তা হওয়া স্বাভাবিক কারণ বর্ত্তমানে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে যুদ্ধ তাতে বৃটিশদের যে ভূমিকা আমরা দেখি তা খুব আপত্তি জনক এবং ভারতের স্বার্থ বিরোধী। ঠিক সেইরূপ আমরা দেখি আমেরিকা যে ভূমিকা নিয়েছে তাও সন্তোষজনক নয়। তারা পাকিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছিল ক্যমুনিষ্ট

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য কিন্তু সেই অস্ত্র পাকিস্থান ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে তাতে আমেরিকা কোন কিছু বলে নাই। কাজেই বৃটিশের যে ভূমিকা, আমেরিকার ভূমিকাও তার চেয়ে কম অসন্তোষ জনক নয়। তার জন্য মাননীয় সদস্যগণ আমেরিকার উপর তত ক্রুদ্ধ নন। কারণ তারা আমাদের P. L. 480 তে যে খাদ্য দিচ্ছে তা আমরা আনবনা বলে বলেননি। তারা সর্ত্ত আরোপ করেছে বলে আমরা ক্রুদ্ধ হয়েছি এবং খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে চেষ্টা করছি সেটা ভাল কথা কিন্তু তারা যা দিচ্ছে সেটা আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি না এবং বৃটিশ বিনা সুদে যে ধার দিচ্ছে তাও আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি না। কমনওয়েলথ ত্যাগ করলেই যে ব্রিটিশের কাছ থেকে সরে আসব সে কথা ঠিক বলে আমি মনে করিনা। কারণ কমনওয়েলথ বলতে আগে ছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কিন্তু আজ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ নয় যদিও সেখানে ব্রিটিশদের ভূমিকাই প্রধান, তথাপি অন্যান্য রাষ্ট্রও সেখানে আছে। আজ ব্রিটিশের উপর রাগ করে কমনওয়েলথ ত্যাগ করে চলে আসলে কতখানি ঠিক করব তা আমরা ভাবতে পারি না। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের প্রতি যে অন্যায় করেছে, ভুল করেছে তা তাঁদেরে বুঝানো দরকার বলে আমি মনে করি। তার জন্যই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধান মন্ত্রী বা অন্যান্য নেতা যারা আছেন সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনা করেছেন। সুতরাং ত্রিপুরার বিধান সভায় এই নিয়ে একটা আলোচনা করে একটা অনুরোধ সেখানে পাঠানো খুব যুক্তি সঙ্গত বলে আমি মনে করি না। তাই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।

MR. SPEAKER :— SRI SUDHANWA DEB BARMA.

SRI SUDHANWA DEB BARMA :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রিটিশ আমাদের নিয়ে যেন একটা খেলা করছে. আমরা যেন তাদের একটা খেলার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছি। তবু আমরা আজকে ব্রিটিশের লেজুড় ধরে কমনওয়েলথের ছত্রছায়ায় বসে আছি, পাকিস্থানের সাথে একজোটে। যখন কমনওয়েলথ মিটিং হবে তখন একই ছত্রছায়ায় আমরা পাকিস্থানের সঙ্গে গিয়ে বসব যেন আমরা পরস্পরের বন্ধু, এইটা আমাদের কাছে একটা আশ্চর্য্যজনক এবং অপমানজনক বলেই মনে হয়। আমরা বরাবর দেখে এসেছি যে এই ব্রিটিশ থেকে যখন দেশ স্বাধীন হয় এবং স্বাধীনতা দিতে সে বাধ্য হয় তখন থেকেই তার মনোভাব আমরা স্পষ্ট করে জানি যে আমাদের ভাল করার জন্য সে কিছুই করেনি। আমাদের মধ্যে একটা অশান্তি লাগিয়ে রাখার জন্য এই ভারতকে তারা ভাগ করে দিয়ে যায় এবং এই কাশ্মীরের সমস্যার সৃষ্টি তারই ফলস্বরূপ। সেই ব্রিটিশকে এখনো আমরা বন্ধু বলেই গণ্য করি। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই শুনে যে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন বাবু বলেছেন যে ভারতের সমৃদ্ধির জন্য এখনো আমাদের কমনওয়েলথ ত্যাগ করা উচিৎ নয়। কমনওয়েলথ ত্যাগ করলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হব এবং ভারতের সমৃদ্ধির পক্ষে

সেটা সহায়ক হবেনা। তাহলে এটাই কি আমরা বুঝব যে আমাদের স্বাধীন ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে হলে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে? ব্রিটিশের কাছে আমাদের নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে? আমাদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ভারতকে গড়ে তুলতে পারব না? এই রকম মনোভাব যদি থাকে তাহলে বলার কিছুই থাকেনা। আজকে আমাদের দেশকে গড়ে তোলার ব্যাপারে ব্রিটিশের কতটুকু দান তা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখি যে তারা ভারত থেকে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাকে আরো লুটবার জন্যই সুযোগ দিচ্ছি। ব্রিটিশের ট্রাম কোম্পানীকে মুনাফা লুটবার সুযোগ দেবার জন্য আমরা ভারতের মানুষের বুকে গুলী চালাই, এই ব্রিটিশকে আমরা এত বন্ধু মনে করি। এখনো তার আওতায় গিয়ে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে একই আসনে আলাপ আলোচনা করব, ঐ কমনওয়েলথ কনফারেন্স যখন হয়—এই অপমান আমরা সহ্য করতে পারিনা। ভারতের নেফা অঞ্চলে নাগারা বিদ্রোহ করে যে অশান্তির সৃষ্টি করেছে তারাই নাগা নেতা ফিজোকে তাদের প্রজা করেছে, তা কি আমাদের কাছে সহায়ক হয়েছে? এই কি ভারতের বন্ধুত্বের কাজ? কোন দিক দিয়েই সে ভারতের ভাল করেনি। আমরা দেখছি যে ভারতের আজ যে নিরপেক্ষ নীতি তা থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের গোষ্ঠির মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য তার এই চক্রান্ত। কাশ্মীরের এই যে ঘটনা, এই যে সমস্যা, এটা নুতন নয়, বহুদিন থেকেই চলে আসছে এবং এটাকে পুঁজি করে আরও কত যে অশান্তির সৃষ্টি করবে তাঁরাই জানেন। তবুও কি তার পিছু পিছু গোলামের মত আমাদের ছুটতে হবে? এখনও আমরা বলতে পারব না যে এই কমনওয়েলথ ছাড়ব? মাননীয় সদস্যরা বলেন যে আমাদের ত্রিপুরার বিধান সভায় এই প্রস্তাব আনতে পারিনা। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আছে, পার্লামেন্ট আছে, আমরা যদি বলি তাহলে ছোট মুখে বড় কথা বলা হয়। তাতে কি আমাদের এসেম্বলীর সম্মান বাড়ে? আমরা আমাদের মত জানাতে পারি। কেন্দ্র গ্রহণ করে কি করে না সেইটা বড় কথা নয়। আমাদের মত কি? মাননীয় সদস্য গোপেশ বাবু বলেছেন যে আমাদের প্রধান মন্ত্রী নাকি চিন্তা করছেন Commonwealth ছাড়ব কিনা। এই যদি সত্য কথা হয়ে থাকে, তাহল ত ভাল কথা। আমাদের মত আমরা জানিয়ে দেই যে আমাদের এই মত—আমরা চাই যে Common Wealth ছেড়ে আসব, তাহলে আমাদের স্বার্থ এবং সম্মানকে বাড়িয়ে তুলতে পারব। কাজেই এই দিক দিয়ে এই প্রস্তাবকে আমাদের সমর্থন করা প্রয়োজন। আজকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে Common Wealth-এর ভিতরে থাকা আমাদের সম্মান ও আত্ম মর্য্যাদার পক্ষে হানিকর। কাজেই এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি।

Mr. SPEAKER :— I would Call on Shri Karunamoy Nath Choudhury.

SHRI KARUNAMOY NATH CHAUDHURY :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষ কমনওয়েলথ এই মুহূর্ত্তে ত্যাগ করুক এই বলে এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, এই প্রস্তাবের কোন সারবর্ত্তা আমি খুঁজে পাইনি। তাই এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে পারিনা। আমি যতটুকু ধারনা রাখি বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ যেভাবে বন্ধুহীন হতে চলেছে, সে ক্ষেত্রে তার আরও বন্ধুহীন হওয়া উচিত নয়। আর যদি এক সময়ে বন্ধু বিচ্ছেদ আমাদের ঘটাতেই হয় তাহলে এই বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য আমাদের যারা পররাষ্ট্র বিভাগে আছেন তারা আমাদের চাইতে কম চিন্তা করবেন না। তবে এই মুহূর্ত্তে আজকে কেন এই প্রস্তাব এসেছে, আমার মনে হয় যে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-মূলক ভাবে এই প্রস্তাব এসেছে। আমরা বক্তার মুখেই শুনেছি, যিনি প্রস্তাবকারী, যে আমরা জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেছি। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে কমনওয়েলথএ থাকা, সেটা জোট নিরপেক্ষ থাকা নীতির মধ্যেই আছে। সেক্ষেত্রে আজকে কমনওয়েলথ ত্যাগ করলেই জোট নিরপেক্ষ যে নীতি আছে তাতেও কিছু ফাটল ধরে। আজকে পৃথিবী দ্বিধা-বিভক্ত। ভারতবর্ষ যেভাবে তার এই মধ্যনীতি অর্থাৎ জোট নিরপেক্ষ নীতি চালনা করছে, এই জোট নিরপেক্ষ নীতি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রসংশা করেছে। এখন ভারতবর্ষের বিপক্ষে বৃটিশ কি করেছে তার প্রতি সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি আছে। সজাগ দৃষ্টি থাকা সত্বেও অত্যন্ত সাবধান হয়েই কমনওয়েলথ-এ আমাদিগকে থাকতে হবে। আমরা জানি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আমরা দুইশত বৎসর ছিলাম। তারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কতটুকু করবে, আর তাদের বন্ধুত্বার রূপ কি হবে সেই সম্পর্কে আমরা জেনে শুনেই তাদের সাথে আছি। আমরা আছি আমাদের স্বার্থেই। যখনি আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে তখন আমাদিগকে অবশ্যই কমনওয়েলথ ত্যাগ করতে হবে। তবে আজকে এই পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরেই যে আন্তর্জাতিক বিরোধ অর্থাৎ প্রচারের মাধ্যমে বা আমাদের সামরিক সাহায্য ইত্যাদি দেওয়ার মাধ্যমে যেটুকু আমরা দেখেছি সেটুকু সম্পর্কে আমরা সজাগ আছি। আমরা জানি যে ভারতবর্ষ এক সময় সিংহল, ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রিটিশ তা কেটেছেটে ভারতবর্ষকে ছোট খাট করেছিল। তারপর আর একবার ভারতবর্ষকে কেটেছেটে দু'ভাগ করেছে। উদ্দেশ্য ছিল আর একটি ভাগ দেশীয় রাজ্যের মধ্যে রেখে দেবে এবং তার মধ্যে কাশ্মীর একটা রয়েছে। তার সেই বিভেদ নীতি থাকলেই এবং আমরা সচকিত থেকেই আমরা তার সেই বিভেদ নীতিটাকে এড়িয়ে কিভাবে আমাদের জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে যাব সেই দিকেই আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আমাদের দেশে এক সময়ে স্ঁচ প্রস্তুত হত না। আজ আমরা যে ন্যাট বিমানের গর্ব্ব করছি সেই ন্যাট বিমানটা প্রস্তুত করতে যে ওস্তাদের

দরকার, যে ইস্পাতের দরকার, যে কারখানার দরকার তাহা আমরা আমাদের 'মিত্রতা কি যাত্রা'; এই নীতির মধ্যে সেই বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা সেই শিক্ষা, সেই বিদ্যা সংগ্রহ করেছি। ভারতীয় শাস্ত্রে আছে "নিজ হতে উচ্চ বিদ্যা শিখিবে সুজন"। ব্রিটিশ কি সে সম্পর্কে আমরা জানি। কিন্তু তার থেকে বিদ্যা সংগ্রহ করে আমরা নিজকে সমৃদ্ধশালী করবো, সেই হবে আমাদের নীতি। আজকে সমস্ত ভারতবর্ষের রক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা দেখি যে আমাদের যন্ত্রপাতি, আমরা যেগুলি প্রস্তুত করেছি, বিশেষ করে বক্তা তার বক্তব্যের মধ্যেই দুর্গাপুরের কথা উল্লেখ করেছে।

দুর্গাপুরে আমাদের Steel বা যে শ্রেণীর ইস্পাত আমাদের দেশে দরকার তা আমরা প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছি। আমরা কলম্বো প্লেনের সাহায্য নিয়েই দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম উন্নতিমূলক কাজ করছি। এই যে উন্নতি করছি তার মূলে আমাদের কমনওয়েলথ এর সাহায্য রয়েছে। সুতরাং এই সাহায্যটাকে মূলধন করেই যদি আমরা অগ্রসর না হই তাহলে আমাদের কত রকমের বিপদ আসতে পারে। আজকে আমাদের দেশে এই যে খাদ্য সমস্যার কথা বলা হয়েছে, ভারতবর্ষের এই পরিমাণ টনের জাহাজ নাই যে বিদেশ থেকে সরাসরি আমাদের নিজেদের জাহাজে খাদ্য আমদানী করতে পারি। তাহলে জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করতে হলে কোন না কোন জোটের হাতে আমাদের যেতেই হবে। তা না হলে আজকে ক্ষুধার্ত্ত ভারতবর্ষকে খাওয়ানোর চিন্তাও আমাদের ত্যাগ করতে হয়। আজকে ব্রিটিশ শত্রুতা করছে, কিন্তু তার ব্যবসায়ী বুদ্ধির যে সুযোগ সেটা আমরা নিচ্ছি। আমরা জানি যে তাদের এই চারশত আটত্রিশ কোটি টাকার সুদ ইত্যাদি আমাদের দিতে হবে। বিশেষ করে আমাদের দেশের যে সমস্ত কাঁচামাল তাদের দেশে যায়—এমন কি কমনওয়েলথ দেশগুলিতে যায়, তারপর যে সমস্ত শিল্পদ্রব্য আমরা আমদানী করি সে গুলির জন্যও আমাদের অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হয়। এই ট্যাক্স আমাদিগকে দিতেই হবে। দেওয়া ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। আমরা মনে করি যে Capitalist হিসাবে আজকে বৃটিশের যে রূপ সেই রূপ কি আমাদের দেশে নেই। আমাদের দেশের যারা Capitalist তারা কি সর্ব্বসাধারণ থেকে সুদ কম নিচ্ছেন? তা নয় Capitalist যখন আমি দেখব তখন বৃটিশ Capitalist এবং দেশের Capitalist সকলকেই আমি এক দৃষ্টিতে দেখব। তবু আমরা দেখব ভারতবর্ষের Capitalistরা আজকে সাহায্য করছে সেই জন্য তাদের প্রতি মমত্ববোধ আমাদের একটু বেশী। এখন যে সময় এই সময়ে যদি আমরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যে যুদ্ধ বর্জ্জন নীতি, বিশেষ করে আনবিক অস্ত্রাদি বর্জ্জন নীতি আমরা পরিচালনা করতে চেষ্টা করি এবং বান্দুং সম্মেলনের মারফতে আমরা যখন সমস্ত এশিয়া এবং আফ্রিকার সংহতি চিন্তা করি তখন আমরা আরো চিন্তা করব যে বৃটিশ আমাদের যতই দুর্জ্জন হক্ না কেন, তার সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করেই আমরা কি ভাবে এর পরবর্তী।

সুযোগ গ্রহণ করতে পারি। তা আমাদিগকে দেখতেই হবে। সেই জন্য আমাদের এই সময়েই কমনওয়েলথ ছাড়ার প্রস্তাব একটা emotional প্রস্তাব এবং অনেক নেতাই কিছুদিনের মধ্যে কমনওয়েলথ ছাড়ার যুক্তি বিভিন্ন ভাবে দেখিয়েছেন, আমার বিরোধী সদস্যরা ত এখনই দেখিয়েছেন কিন্তু আমাদের আর ও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা দরকার বলে আমি এখন এই প্রস্তাবে বিরোধীতা করছি।

Mr. SPEAKER :— I would call on Sri Atiqul Islam

SRI ATIQUL ISLAM :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাকিস্থানের ভারতবর্ষ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বৃটিশের যে চেহারাটা স্পষ্ট ভাবে দেখেছি, ঠিক সেই জিনিষটা কে মনে রেখে আজকে আমরা এই প্রস্তবটা এখানে এনেছি। আমি একথা আগেও বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে পাকিস্তানের সঙ্গে কখনও fight করতে পারবনা যদি আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ত্যাগ না করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একই আসনে বসে একই টেবিলে খানা খেয়ে, তাদের সঙ্গে দহরম মহরম করে আমরা পাকিস্থানের সঙ্গে লড়াই করতে পারবনা। কাজেই যদি পাকিস্থানকে হটাতে হয়, তাহলে মনে করতে হবে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই ষড়যন্ত্র। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে চিন্তা করা যায় না। ভারতবর্ষ পৃথক হয়েছে বৃটিশ ষড়যন্ত্রের ফলে। কাশ্মীর সমস্যা সৃষ্টি করেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। মুসলিমলীগ সৃষ্টি করেছে বৃটিশ সাম্রাজবাদ এবং পাক-স্বাধীনতার যুগে ভারতের যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে সেগুলি বৃটিশ সরকারের উস্কানিতে হয়েছে। এসমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা আমরা আমাদের পার্টির তরফ থেকে বহুবার বলে এসেছি, আমরা বহুবার বলেছি যে কাশ্মীরকে যদি আমরা পেতে চাই, যদি কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে চাই, যদি কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নিয়ে আসতে চাই তাহলে ঐ সাম্রাজ্যবাদকে আগে আঘাত হানতে হবে। সেখানে আঘাত না হেনে তার মীমাংসা আমরা কোন দিনই করতে পারব না। তারা চিরকালই এই সমস্যাকে জিয়িয়ে রাখবে। কারণ এই সমস্যার মধ্যে তারা জীবিত থাকে। এই সমস্যা নিয়ে তারা ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কাজেই সমস্ত জিনিষটাকে এক সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে চিন্তা করতে হবে, তা-না হলে এটাকে বিচার করা বা মীমাংসা করা যাবে না। আজকে যখন পাকিস্তান ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেহারাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সারা ভারতে এরকম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব আর কোন সময়ে আমরা দেখিনি। আজকে যে রকম বৃটিশ বিরোধী মনোভাব সারা ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে জেগে উঠেছে ঠিক সেই রকম বৃটিশ বিরোধী মনোভাব, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব ভারতবর্ষ স্বাধীন

হওয়ার পর আর কোন দিন লক্ষ্য করিনি। এবং ঠিক সেই জন্য এই সঙ্ঘর্ষের সময় আমরা সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হানতে পারি। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে বৃটিশ কমন্‌ওয়েলথে না থাকলে পরে আমরা বন্ধুহীন হয়ে যাব।

বৃটিশ কমনওয়েলথে অনেকেই নেই কমনওয়েলথে মিশর নেই, বার্মা ও নেই তাই বলে তারা বন্ধুহীন হয়ে যায়নি, তাদের দেশের অগ্রগতি আটকে থাকেনি। বরং তারা আরও সবলভাবে আরও দৃঢ় পদপেক্ষে অগ্রসর হচ্ছে। মিশর সুযেজখাল জাতীয়করণ করেছে। বার্মা কি করছে না করছে তা আমরা দেখছি, একটার পর একটা পুঁজিপতির সম্পত্তি তারা দখল করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা পারছিনা কেন? আজকে চীন প্রচার করে বেড়াচ্ছে—তোমরা যে ভারতবর্ষকে বল non-alliance, কিন্তু সেত কমনওয়েলথে আছে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে খানা খায়। সে আবার কিসের non-alliance. যদি আমরা কমনওয়েলথ ছাড়ি তাহলে চীনের এই যে কুৎসা প্রচার তার জবাব ঠিকমত দেওয়া হবে। আজকে সারা আফ্রো-এশিয়াতে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব জেগে উঠেছে, আমরা তার সঙ্গে মিলে এক সঙ্গে থাকতে পারব। আজকে এডেনে বৃটিশ সরকার তার সংবিধান ভেঙ্গে দিয়েছে। তার ফলে সমগ্র আরব রাজ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ উঠেছে। তারা দাবী তুলেছে লণ্ডনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ কর। আজকে রোডেশিয়াতে স্মিত তার একক স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সমস্ত আফ্রিকান দেশগুলিতে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জেগে উঠেছে। ঘোষণা করেছে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ কর। কাজেই আজকে সারা আফ্রো-এশিয়াতে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ জেগে উঠেছে আমরা সে বিক্ষোভ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারিনা। কাজেই সেই জন্য আজকে আফ্রো-এশিয়ার স্বাধীন দেশ গুলির মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লালাখেলার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ জেগে উঠেছে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদেরও চলতে হবে। আজকে আমাদের দেখতে হবে যে কেন আমরা বন্ধুহীন হচ্ছি। আজকে এত বড় ঘটনা ভারতবর্ষে ঘটে গেল, আমরা যেদিকে তাকাই সমর্থক পাইনা কেন? কারণ আমাদের আচরণ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা তাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে, সত্যি সত্যি আমরা কতখানি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। বৃটিশের বিরুদ্ধে আমাদের মনোভাব কতখানি তীব্র, আমেরিকার বিরুদ্ধে আমাদের মনোভাব কতখানি তীব্র। সে সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ জাগে, এবং সন্দেহ থাকে বলেই তারা সরাসরি আমাদের পাশে এসে দাড়ায় না। যদিও তারা জানে আমরা ঠিকই করেছি, যদিও তারা জানে পাকিস্তানই আক্রমণকারী। তাহলে পরেও তারা আমাদের পাশে এসে দাড়াতে ইতঃস্তত বোধ করে এই জন্য ইতঃস্তত বোধ করে যে সাম্রজ্যবাদ বিরোধী সম্পকে আমাদের সরকারের মনোভাব স্পষ্ট নয়. এবং স্পষ্ট নয় বলেই আজ আমাদের বন্ধু খুজতে বের হতে হয়। কাজেই রাজনৈতিক এই যে পটভূমিকা

এটাকে বাদ দিলে চলবেনা। এটাকে আমাদের সবচেয়ে আগে বিচার করতে হবে—যদি আমরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি তাহলে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ের কথা আমরা বলছি সেই লড়াইও আমরা করতে পারবনা। কারণ পাকিস্থান হচ্ছে সেন্টো সিয়াটো ভুক্ত দেশ, বৃটিশ হচ্ছে তার তাবেদার এবং তারা সরাসরি আমাদের সামনে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায় না যদিও তারা জানে যে আমরা ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করছি, যদিও তারা জানে যে পাকিস্থানই আক্রমণকারী তাহলে পরেও আমাদের সামনে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে তারা ইতস্তত: বোধ করে। বোধ করে এই জন্যে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্পর্কে আমাদের যে মনোভাব, আমাদের সরকারের মনোভাব স্পষ্ট নয়। কাজেই রাজনৈতিক এই যে পটভূমিকা এটাকে বাদ দিয়ে দিলে চলবে না। এটাকে আমাদের সর্ব্বাগ্রে বিচার করতে হবে। যদি আমরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি, তাহলে একদিকে আমাদের বন্ধু হারাতে হবে, সেই সঙ্গে যে লড়াই আমরা করছি সে লড়াইও আমরা করতে পারবনা। কারণ তারা পাকিস্থানের তাবেদার, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আমরা পাকিস্থানকে শিক্ষা দেব, এটা মনে করা ভুল। এটা মনে করলে পরে একটা মারাত্মক ভুল করা হবে। যে ভুল আমরা বরাবর করে আসছি। এবং যে ভুলের খেসারত আমরা ১৮ বৎসর ধরে দিয়ে আসছি। তাতে কি হয়েছে? কাশ্মীরের Problem আমরা Security Councilএ নিয়েছি, বন্ধু রাষ্ট্রের পরামর্শে সেটাকে আমরা সেখানে নিলাম। নেওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত তার একটা মীমাংসা হয়না কেন? কারা এটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কার স্বার্থে এ ব্যাপারটার ফয়সালা হলনা, এইদিকগুলি আজকে দেখবার প্রয়োজন আছে। আমরা যে কথা বরাবর বলে এসেছি, আজকে সাধারণ মানুষ তাই বলছে। এবং আমরা Parliament এ দেখেছি যে Parliament এর একজন কংগ্রেস সদস্য বলেছেন যে কমনওয়েলথ এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিৎ, এবং সমস্ত বিদেশী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা উচিৎ। আমরা যদি খবর রাখি, আমরা জানি দিল্লী কর্পোরেশনে কংগ্রেস. কমুনিষ্ট সমস্ত সদস্য একত্রিত হয়ে 'কমনওয়েলথ' ছাড় এই প্রস্তাব নিয়েছেন। বিহারের বিধান সভার অনেক কংগ্রেস সদস্য বলেছেন যে তোমরা কমনওয়েলথ ছাড়। অথচ আমাদের এখানকার একজন কংগ্রেস সদস্য ও বললেন না যে কমনওয়েলথ ছাড়, কমনওয়েলথ এ থাকার ফলে আমাদের মান মর্য্যাদার ক্ষুন্ন হচ্ছে, একথা বলার সৎসাহস এখানকার একজন সদস্যরও নাই। আজকে আমি মনে করি যদি আমাদের বন্ধুত্ব রাখতে চাই, আজকে পাকিস্থানের এই আক্রমণের সময়ে তারা যে ভাবে পাকিস্থানকে support করেছে, এবং অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে পাকিস্থানকে সাহায্য করেছে, সেই সময়েতে আজকের দিনে একথা বলার কোন সার্থকতা নেই যে আমরা কমনওয়েলথ ছাড়বনা। কাজেই আমাদের একটা আত্মসর্ম্মান বোধ জাতি হিসাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য. আক্রো

এশিয়া দেশগুলিতে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য, কমনওয়েলথ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিৎ।

MR. SPEAKER :— I call on Sri Rajkumar Kamaljit Singh.

SHRI RAJLUKMAR KAMALJIT SINGH :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে যে প্রস্তাব এসেছে, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি এইটুকু বলতে চাই যে আজকে আন্তর্জাতিক কুটনীতিতে ভারতবর্ষ বিশেষ ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণ এবং আজ পাকিস্তানের আক্রমণ। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন কোন policy এমন কোন decision নেওয়া উচিত নয়, যার দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের যে position র সৃষ্টি হয়েছে তার কোন বাধা, কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। তাই এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে বিরোধী পক্ষ থেকে, তার বিরোধীতা করতে বাধ্য হয়েছি, এই কারণে যে আমরা যদি কমনওয়েলথ বাদ দেইও ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে অবস্থা তাতে আমরা দেখতে পাই যে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক, আর্থিক এবং গণতান্ত্রিক যে বুনিয়াদ, তার দিকে সারা পৃথিবী চেয়ে আছে। তাছাড়া কতকগুলি রাষ্ট্র সব সময়ই তাদের জাল বিস্তার করবার জন্য চেষ্টা করছে যাতে ভারতের এই গণতান্ত্রিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে দেওয়া যায়। আমরা যে policy নিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে চলেছি তাকে নষ্ট করার পরিকল্পনা কোন কোন রাষ্ট্র করে চলেছে। ঠিক এই অবস্থায় আমরা যখন নিজের দেশকে গড়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি, আর একদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের foreign policy নিয়ে যে অবস্থা, সেদিকে আমাদের পণ্ডিত নেহেরুজী যে পরিচিতি রেখে গেছেন, সেই অনুযায়ী আমাদের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর যে foreign policy, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেটা আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে তার প্রভাব বিস্তার করছে। আমরা জানি U. N. O তে এবারে যে ঘটনা ঘটেছে তাতেও দেখতে পাই রাষ্ট্র সংঘে ভারতের বন্ধু ভাবাপন্ন রাষ্ট্র খুব বেশী নেই। কাজেই বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র নেই বলে আমাদের রাষ্ট্র সংঘ ছাড়তে হবে এমন কথা উঠতে পারে না। কিন্তু কমনওয়েলথ ছাড়লে আমাদের কি অবস্থা হবে এবং ছাড়লেই কি আমাদের পজিসন বাড়বে? এ সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বিস্তারিত বলবেন বলে আশা করেছিলাম। অনেকে নানা রকম যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেন আমরা কমনওয়েলথে রয়েছি সে সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় গোপেশ বাবু বলেছেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রিয় নেতা প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী যেটা বলেছেন যদি ঠিকই এমন কোন

ঘটনা ঘটে যার দ্বারা পৃথিবীতে আমাদের ভারতবর্ষের হানি হবে এবং যদি আমরা মনে করি তখনই এই প্রশ্নটা আসতে পারে। তাই আজকে ভারতবর্ষের এখনও আমরা সেই দুর্যোগ থেকে সরে যেতে পারিনি। এখনও আমাদের দুর্যোগ সামনে, দুর্যোগের ঘনঘটা আছে ও সামনে দুর্যোগ আসছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন কোন একটা policy হঠাৎ নেওয়া উচিৎ নয়। এই অবস্থার দিকে যেন আমরা এগিয়ে না যাই তার জন্য আজকে এই হাউসে যে resolution আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি।

Mr. SPEAKER :— Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Ruling partyর পক্ষ থেকে আমার বক্তব্যের বিরোধীতা করতে গিয়ে যে সমস্ত যুক্তির অবতারনা করা হয়েছে, তা শুধু বিরোধীতা করতে হবে বলেই করেছেন। কিন্তু আজকে প্রশ্ন হচ্ছে ব্রিটিশ Common Wealthএ থাকলে আমাদের মানে ভারতের কি ক্ষতি হবে? এই সম্বন্ধে কোন যুক্তির অবতারনা উনারা করতে পারেননি। এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপেশ বাবু বলেছেন আমরা নাকি আমেরিকান ভক্ত, তাই ব্রিটিশ বিরোধীতার কথা বলছি। কিন্তু এ প্রস্তাবের মধ্যে পরিস্কার উল্লেখ আছে Common Wealth- সম্পর্কে। কাজেই এখানে আমেরিকান সম্পর্কে আলোচনার কোন scope নেই। কাজেই এই প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এটা একটা অবান্তর প্রশ্ন। আবার আত্মমর্যাদা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বার বার উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আত্মমর্যাদা বলতে তিনি কি বুঝেন, কি বুঝাতে চান? কাশ্মীর আক্রমণের সময় অর্থাৎ পাকিস্থান যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করছিল ঠিক সেই সময় আমাদের তথাকথিত ব্রিটিশ বন্ধুরা যে আচরণ আমাদের উপর করেছে এবং আমাদের জোয়ানদের বিরুদ্ধে করছে, আমাদের জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে ভাবে বিকৃতমূলক তথ্য এবং বিভিন্ন ধরণের প্রচার করে অর্থাৎ জনমনে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার অভিযান চালিয়ে ছিল, তাতে কি আমাদের আত্মমর্যাদার হানি হয়নি? তাতে কি বন্ধুত্বের মাধ্যমে সারা বিশ্বে আমাদের আত্মমর্যাদা বেড়েছে? একথা কি মাননীয় সদস্য বলতে চান? আজকে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে Common Wealth সম্পর্কে। আমাদের দেশে ব্রিটিশের বহু সম্পদ আছে, তারা পুঁজি খাটাচ্ছে, বৎসরের পর বৎসর বহু কোটি টাকা দেশে নিয়ে যাচ্ছে, এবং এই জন্যই Common Wealth সৃষ্টি। আর অন্য দিকে যদি আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখি তাহলে দেখব যে ইঙ্গ-পাক দেশে ভারতবর্ষের এমন কোন সম্পদ নাই যে এই Common Wealth মারফত আমাদের কোন বিরাট সম্পদ সেখানে সংরক্ষিত হতে পারে বা আমাদের কোন আয় সেখান থেকে হতে পারে। কাজেই সমস্ত দিক বিচার করে আজকে এই Common

Wealth এ থাকার অর্থ হল আমাদের ভারতের সমস্ত দিক দিয়ে ক্ষতি ছাড়া, কলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করতে চাই। আমাদের দেশের রক্ষা ব্যবস্থাকে যদি শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হয়, তবে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলির হাতে দেশ রক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত যে সমস্ত শিল্প আছে সেগুলিকে রাষ্ট্রয়াত্ব করতে হবে। আজকে দেশ রক্ষার জন্যই আমাদের Common Wealth সম্পর্ক ছিন্ন করা দরকার। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত ক্ষেত্রে নজীরের কোন অভাব হবে না। আমরা জানি কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে আরম্ভ হতে শেষ পর্য্যন্ত স্বস্তি পরিষদে ব্রিটিশের ভূমিকা কি। বারবার আমাদের বক্তব্য উপেক্ষা করে পাকিস্থানের বক্তব্যকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। শুধু তাই নয়। ইদানিং কচ্ছ রণাঙ্গনে তথাকথিত চুক্তি করতে তারা বাধ্য করেছিল। এই ভাবে একটার পর একটা ঘটনায় তারা ভারতের মর্যাদা হানি এবং ক্ষতিগ্রস্থ করার চেষ্টা করে চলেছে। আর আমরা বলব তারা আমাদের বন্ধু। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমাদের বিধানসভার যে মনোভাব, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অনুরোধ রাখতে চাই যে অতি সত্বর ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য, আমাদের ভারতের অর্থ-নৈতিক ক্রমবিকাশের জন্য আজকে Common Wealth ছিন্ন করার দরকার—এই অনুরোধ আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাখতে চাই। এই হচ্ছে আমার প্রস্তাব।

Mr. SPEAKER ;— The discussion is over. I will put the resolution to vote. The question before the House is that "In view of the partisan attitude of the British Govt. against India in the recent attack of Pakisthan against India, this House is of opinion to request Central Govt. that India should immediately quit Common Wealth as a self respecting Nation."

As many as of that opinion will please say "Ayes".

Voices—Ayes.

As many as are of Contrary opinion will please say "Noes".

Voices—"Noes".

Noes have it, Noes have it. The resolution is lost.

Next I call on Shri Atiqul Islam, M. L. A. to move his resolution that

"Whereas in view of the present national emergency it is essentially necessary to be self sufficient in food, so in order to mobilise resources for the production of food grains and to stop speculation and to make cheap

credit available to the peasant, this House requests the Central Govt. to take immediate measures to nationalise all banks."

SHRI ATIQUL ISLAM :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, bank nationalise করার প্রস্তাবটা আজকে আমি এই House-এর সামনে রাখছি। একথাটা আজকেই প্রথম উঠেনি। সারা ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের কথা উঠেছে। যারা কংগ্রেস করেন তারা জানেন জয়পুরে যখন কংগ্রেস অধিবেশন হয় তার আগে বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্মেলন সেখানে হয়েছিল এবং বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাব নিয়েছিল। কে, ভি, মালব্যও বলেছিলেন যে যারা মনে করেন যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করলে পরে আমরা কোন সাহায্য পাব না বা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করলে পরে আমরা দেশ চালাতে পারব না, "They are politically fools" এবং একথাও বলেছিলেন যে যদি আমরা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করি তাহলে foreign aid এর উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় না। ঠিক একই সুরে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের কথা বলেছিলেন কৃষ্ণ মেনন। তিনিও বলেছিলেন যে, আজকে সারা ভারতবর্ষে সমস্ত অর্থ-নৈতিক দিকটা তারা control করে রাখছে, যেন তারা একটা parallel Govt. চালাচ্ছে। এই ভাবে তারা সমস্ত অর্থনীতিটাকে, finance capital কে control করে রাখছে। কাজেই যদি আমরা অর্থ নৈতিক গাটছড়াকে খুলতে চাই, সেখানে সেই কজ্জাকে ভাঙ্গতে চাই তাহলে আমাদের জাতীয়করণ করতে হবে ; ব্যাঙ্ককে সরকারের দখলে আনতে হবে। কারণ তা না হলে পরে এই অর্থনীতির উপর আমাদের সরকারের কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে না। ব্যাঙ্ক কি করে ? ব্যাঙ্ক যারা পরিচালনা করেন, তারা আমার আপনার মত সাধারণ মানুষ নন। তারা অনেক বড় বড় কোটি পতি। বিড়লা, টাটা, ডালমিয়া তাদের মত কোটিপতি, তারা আমাদের যারা মন্ত্রী তাদের তারা কিনতে পারেন। কাজেই কথা হল যারা নাকি বড় বড় লোক তারা ব্যাঙ্কও চালান, সঙ্গে সঙ্গে Industryও চালান, তারা ব্যাঙ্ক পরিচালনা করে ব্যাঙ্ক থেকে তারা টাকা নিয়ে যান, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে তারা শিল্পও পরিচালনা করে। কাজেই একই সঙ্গে তারা আমাদের পুজি দেশের মানুষ যে টাকা ব্যাঙ্কে রাখল, সেই টাকা তারা তাদের শিল্পে ব্যবহার করছে। এই সব কোটিপতিরা চায়না যে State sector এ কোন industry grow করুক। কারণ তাঁদের যে মুনাফা, profit তাতে suffer করবে। কাজেই যখন আমরা State sector এর কথা বলি তখন এই সমস্ত capitalistরা, এই সমস্ত monopoly businessmanরা সব রকমের চেষ্টা করে কি করে এই State sectorটাকে নষ্ট করা যায়। তারা artificial crisis create করে। মাল গুদামে মজুত করে রাখে। যারা ফটকাবাজী করে তাদের অনেক টাকা loan দিয়ে দেয়। এই ভাবে তারা একটা artificial crisis create করে। তাদের চাপে কোন Industry

public sectorএ গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই যদি আমরা Public sector এ Industry গড়তে চাই তাহলে এই সমস্ত capitalistদের কায়েমী না করে তো আমরা করতে পারব না। কারণ Industry চালাতে হলে দরকার capitalএর, এবং তা থাকে ব্যাঙ্কে। কাজেই ব্যাঙ্ককে যদি আমরা আমাদের হাতে না আনতে পারি, সেখানে আমরা আমাদের control establish করতে না পারি তাহলে Industry গড়া সম্ভব হবে না। আর তারা যে artificial crisis create করে সেটাকেও আমরা বন্ধ করতে পারব না। আমরা জানি এই যে ব্যাঙ্কগুলি, এই ব্যাঙ্কগুলির পরিচালকরা নিজেরা বিশেষ কোন টাকা জমায়েত করে না। দেশের লোক তা জমা করে। দেশের সাধারণ মানুষ যে টাকা রাখে সেই টাকায়ই এই সমস্ত পুঁজিপতিরা মুনাফা করে, আমাদের টাকাই তারা তাদের শিল্পে ব্যবহার করে, আমাদের কার্যে ব্যবহৃত হয় না। আমি ব্যাঙ্কের একটা চেহারা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি ১৯৫৩ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এই দশ বৎসরে Scheduled Bank-এর যে deposit 905·85 crore থেকে বেড়ে গিয়ে 2268·18 crore এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে ছিল 905 কোটি টাকা সেই deposit গিয়ে বাড়ল এই দশ বৎসরে 2268 কোটিতে। Loans & advances এই periodএ বাড়ল ৪৪৭·৫০ কোটি থেকে ১২৬১·০৫ কোটিতে। Profit কি হারে বেড়েছে। যেখানে profit ছিল ১৯৫৩ তে ৬·৮৫ কোটি সেটা বেড়ে গিয়ে দাড়াল ১৩·৩৩ কোটি। তাহলে দাড়াচ্ছে কি? না, এই সমস্ত ব্যাঙ্কের বড় বড় মালিক যারা তারা ৩৫ কোটি টাকা paid up capital নিয়ে ২৬৮ কোটি টাকার কারবার তারা করছে। বড় বড় capitalist যারা ব্যাঙ্কগুলি control করেছে তাদের share ১০% এর বেশী হবে না। এই যে ব্যাঙ্কগুলি, এই ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে পাঁচটা ব্যাঙ্ক হল ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ব্যাঙ্ক। আর সমস্ত banking systemটাকে control করে। সেই bank গুলি কি কি? United Commercial Bank, Central Bank of India, Punjab National Bank, Bank of India & Bank of Baroda এই পাঁচটা ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষের যতগুলি ব্যাঙ্ক আছে তাদের মধ্যে বৃহত্তম। এদেরে বলা হয় Pentagon of the Indian Banking system তাদের কি পরিমাণ share রয়েছে তার হিসাব যদি বলি তাহলে বুঝা যাবে কি পরিমাণ মুনাফা সেখানে তারা করছে। এই পাঁচটি ব্যাঙ্ক the total paid up 33% of capital 57% of deposits 58% of loan & advances, 57% of the bill discounted এই হারে বাকি ব্যাঙ্কগুলিকে control করছে। কাজেই আমরা দেখি এই banking systemটাকে মুষ্টিমেয় কয়েকটা লোক কিভাবে control করছে। Mr. R. K. Nigam of the company law Adminstration বলেছেন ২০টি leading bank-এর

১৮৮ জন Director ১৬৪০টি ব্যাঙ্কের directorship দখল করে আছে। Reserve Bank of India survey করে দেখেছেন 0·51% of the share holder control 56.45% of the total share value. তাহলে দাঁড়াল কি? 0·51% of the share holder 56·45% of the share value control করছেন। Banking system সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম যে মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের কাছে গিয়ে bank এর পুঁজি জমায়েত হচ্ছে এবং তারাই সমস্ত banking systemটাকে control করছে এবং সেই সঙ্গে তারা সমস্ত অর্থনৈতিক দিকটাও control করছে। এই চেহারার মধ্যে আমরা দেখি যে ভারতবর্ষের যে finance capital আছে সেটা কয়েকটি গোষ্ঠীর কাছে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তারা প্রকৃতপক্ষে ভারত গভর্ণমেন্টকে টেক্কা দিয়ে চলতে পারে এবং তারা টেক্কা দিয়ে চলছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে আমরা bank জাতীয়করণের কথা বলছি এই জন্য যে আজকে আমাদের production বাড়াতে হবে। production যদি বাড়াতে হয়, তাহলে আমাদের Govt. এর scheme নিতে হবে এবং সেই scheme যদি implement করতে হয় তাহলে টাকার প্রয়োজন। কাজেই আমি টাকা কোথায় পাব? আজকে যদি কৃষককে আমি বলি যে তুমি ক্ষেতে ফসল করতে যাও তবে তার হাল কিনতে হবে, তার বীজ কিনতে হবে, কিনতে হবে তার হাল-বলদ, তার টাকা চাই, আমাদের তাকে loan দিতে হবে, কিন্তু যদি তা আমরা তাদের না দিতে পারি তখন তারা যায় কোথায়? যায় মহাজনদের কাছে। যারা এক টাকায় এক আনা সুদ নেয় মাসে, সেখানে গিয়ে তারা ফসল বন্ধক রেখে দাদন নিয়ে আসে। ফলে কি হয়, কৃষক সেই ধানটা পায় না. যে ফসল পায় সেটা নিয়ে তারা মহাজনদের দিয়ে আসে। আমরা যদি কৃষকদের উন্নতি চাই, আমরা যদি ফসল বাড়াতে চাই, তাহলে এই যে পদ্ধতি, কৃষকদের এই যে আর্থিক অবস্থা, তাকে আটকাতে হবে, তাকে সাহায্য করতে হবে। এই জন্যই আমি বার বার বলছি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হোক্। আমি দেখিয়েছি যে ব্যাঙ্কগুলির ১৩ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে। আমরা যদি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করি এবং সেখান থেকে যদি ১৩ কোটি টাকা আসে মুনাফা হিসাবে, আমরা সেই টাকা Production এ utilise করতে পারি। কৃষকের যখন loanএর দরকার হয় তারা তখন loan পায় না, তাদের loan দেওয়া হয় না। যারা কৃষকের স্বার্থ বিরোধী, তারা bank থেকে টাকা নিয়ে মাল গুদামে মজুত করে রাখে। সমস্ত ফাটকাবাজেরা সেখান থেকে টাকা নিয়ে নেয়। কাজেই আজকে সে টাকা কৃষকদের স্বার্থে, ব্যয়িত না হয়ে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদি আমরা bank জাতীয়করণ করে নিই, তাহলে সেই অর্থ আমি কৃষকদের স্বার্থে ব্যয় করতে পারি। আমরা সেই অর্থ সেইখানেই কাজে

লাগতে পারি। সেই জন্য আজকে আমাদের bank জাতীয়করণ করা দরকার। এই হল bank জাতীয়করণ করার একটা দিক।

আর একটা দিক আমি বলছি যদি আমরা monopoly Capital এর উপরে হস্তক্ষেপ না করি, তাদের ক্ষমতা যদি আমরা খর্ব না করি, তাহলে তারা যে পরিমাণে সরকারকে টেক্কা দিয়ে চলছে সেটা আমরা দূর করতে পারব না। কাজেই monopoly Capitalকে যদি আমরা বন্ধ করতে চাই, তাহলে banking systemকে আমাদের হাতে নিতে হবে। Banking system এ হাত না দিয়ে finance capitalকে হাত করা যাবে না। সেই জন্য আজকে bank জাতীয়করণ করা আমাদের আশু প্রয়োজন। কাজেই বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে আজকে bank জাতীয়করণ একটা আশু এবং অনিবার্য্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই আমি এইটা মনে করি যে আজকে যদি আমরা দেশের অগ্রগতি চাই, যদি আমরা যে সমাজতন্ত্রের কথা বলছি তা কর্যে রূপায়িত করতে চাই—যদিও আমরা সেদিকে এগুচ্ছি না বরং ক্রমশ পিছনের দিকে চলে যাচ্ছি, যদি আমাদের বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা থাকে যে আজকে আমরা দেশের অর্থনীতির মোড় ঘুরাব, দেশকে আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাব তাহলে monopoly capitalist দের প্রথম আঘাত করতে হবে। আজকে যে অর্থেরজন্য আমরা চীৎকার করছি সেই চীৎকারকে আমরা বন্ধ করতে পারব। আর যে বলা হচ্ছে যে কৃষকদের আমরা ঋণ দিতে পারি না, সেই কথার যথাযথ জবাব দেওয়া যাবে। যদি আমরা bahkকে জাতীয়করণ করে নিয়ে আসি তাহলে অন্ততঃ food productionএ অর্থের কোন অভাব হবে না এবং grow more food plan সম্বন্ধে যে কথা আমরা বার বার বলছি তাতেও কোন ঘাটতি দেখা দিবে না। আজকে আমাদের দেশে প্রচুর black money বাজারে বাজারে ঘুরছে। ২/৩ হাজার কোটি black money ঘুরছে। কাজেই যদি আমরা আজকে bank জাতীয়করণ করতে পারি তাহলে অন্ততঃ দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে, যেটাকে নাকি সরকার আজকে সবচেয়ে বেশী priority দিচ্ছেন, food production সম্পর্কে বেশী বেশী কথা বলছেন—সেই problemটাকে solve করতে পারব। কাজেই food production এর জন্য, কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্য, আজকে monopoly capitalকে create করার খাতিরে, ফাটকাবাজেরা artificial crisis সৃষ্টি করছে, সেই ফটাকবাজী বন্ধ করার প্রয়োজনে আমাদের bank nationalise করা উচিৎ।

Mr. SPEAKER :— I call on Shri Manindra Lal Bhowmik, Deputy Minister.

SHRI MANINDRA LAL BHOWMIK (Deputy Minister) :— মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়, Bank nationalise করার যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য এখানে এনেছেন আমি তা সমর্থন করি না। কারণ আমাদের দেশে যে অর্থনীতি তা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে আছে। যদিও আমাদের অর্থনীতিতে ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, এই সমস্ত ব্যাঙ্কের finance capital এর, বিশেষ করে scheduled bank সম্বন্ধে বলেছে, তাদের একটা বড় অংশই Govt. এর কাছে invest হয় এবং এই যে invested sum, তিনি বলেছেন তা জনসাধারণের কোন কাজে লাগে না, আমরা কাজে লাগাতে পারি না। কারণ Reserve Bank যে credit capital দিচ্ছেন to Co-operative Bank, তার সাহায্য আমাদের জনসাধারণ, বিশেষ করে কৃষকরা পাচ্ছেন। আজকের দিনে এই যে আমরা Co-operative আন্দোলন করছি, সমবায় আন্দোলন করছি সেই আন্দোলনের, লক্ষ্যই হচ্ছে আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক কাঠামো, অর্থনৈতিক যে বুনিয়াদি তাকে শক্তিশালী করা এবং কৃষকদের, যারা উৎপাদন করছে, যাদের উৎপাদন আমাদের এই জরুরী অবস্থায় আমাদিগকে উৎসাহিত করছে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমাদের দেশে "কৃষি সেবা সমবায় সমিতি" গড়ে উঠছে। যারা কৃষক তাদের অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য সমবায় সমিতি ঋণ দিচ্ছে, এই ঋণ দিয়ে তারা হালের গরু কিনছে। কাজেই Co-operation এর যে অর্থ তা indirectly আমরা এই সমস্ত bank থেকেই পাচ্ছি। কাজেই এই যে ব্যাংক সমুহের গচ্ছিত অর্থ তা ব্যাংকের মালিকরাই খাচ্ছেন এই যে তাদের ধারণা, সেটা ঠিক নয়। আর মাননীয় সদস্য Profit এর যে অংক দেখিয়েছেন তার দ্বারা Private sector এ যে সমস্ত Industry গড়ে উঠছে, তাতে তারা সাহায্য করছেন। অনেক শিল্প যেটা Private sector এ গড়ে উঠছে তাতে এই ব্যাঙ্কগুলি সাহায্য করছে। এই শিল্প যে আমাদের অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদকে সাহায্য করছে সেটা মাননীয় সদস্য বুঝতেই পারছেন। এর দ্বারা আমাদের দেশ Industrially অনেক forward হচ্ছে। Private sector এ করলেও তাতে আমাদের দেশের উন্নতি হচ্ছে এবং অনেক লোক সেই শিল্পে নিয়োজিত হচ্ছে এবং জীবিকা নির্ব্বাহ করছে। (interruption) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, they are disturbing in my speech.

MR. SPEAKER :— I request the Hon'ble members not to disturb.

SHRI MANINDRA LAL BHOWMIK :— কাজেই ব্যাংকের গচ্ছিত অর্থ দ্বারা কেবল ব্যাংকের Managing Director রাই লাভবান হচ্ছেন, একথাটা ঠিক নয়। ব্যাংকের এই অর্থ দিয়ে দেশের শিল্প গড়ে উঠছে এবং দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, যেটা আমরা কো-অপারেটিভ ব্যাংক এর মাধ্যমে পাচ্ছি। এই ভাবে তারা আমাদিগকে সাহায্য করছেন। কাজেই আমাদের যারা growers, যারা উৎপাদন করছেন

তারা সাহায্য পাচ্ছেন। তিনি বলছেন যে এতে মাত্র ব্যাংকের মালিকেরাই লাভবান হচ্ছেন, দেশের লোক, কৃষক বা শিল্প তাতে উপকৃত হচ্ছে না, এই কথাটা ঠিক নয়। দেশের শিল্প ও গড়ে উঠছে এবং আমাদের যে উৎপাদক কৃষক তারাও উপকৃত হচ্ছেন। যদি আমরা আমাদের ব্যাংক জাতীয়করণ করি, সরকার যদি এ নীতি গ্রহণ করেন, সে সময় হয়ত এখনও আসেনি, দেশের অর্থ-নৈতিক বিশেষজ্ঞগণ যদি এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ করেন এবং সরকার যদি কোন Recommending Committee Constitute করেন তবে হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন এবং তখন দেশের প্রয়োজনে ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে জাতীয় করণ করা হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান অবস্থাতে ব্যাংকগুলিকে জাতীয় করণ করার মত অবস্থা এসেছে বলে আমরা মনে করিনা। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তা বর্ত্তমান সময়ে সময়োচিত বলে আমি মনে করিনা, কাজেই এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করিনা।

MR. SPEAKER :— I would call on Shri Bir Chandra Deb Barma.

SRI BIR CHANDRA DEB BARMA :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে Resolution এই হাউসের সামনে রাখা হয়েছে সেটার সমর্থনে আমি কিছু বলতে চাই। আজ এই Resolution এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এই জন্য যে আমাদের খাদ্যের ব্যাপারে Self sufficient হওয়ার প্রশ্নটা একটা জীবন মরণ প্রশ্ন। আমরা বর্ত্তমানে Pak aggression এর সম্মুখীন হয়েছি এবং ফলে এমন একটা situation এ এসে পড়েছি যে আজকে আমাদের বাঁচতে হলে food সম্পর্কে self sufficient হতে হবে। এটা শুধু আমার কথা নয়, এটা প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজির কথা। তিনি বারংবার একথা উচ্চারণ করেছেন যে আমাদের food এ self sufficient হতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি ভাবে আমরা self sufficient হব? আমরা কি ভেল্কিবাজী করে রাতারাতি self sufficient হতে পারব? আমরা কি আমাদের বাগান বাড়ীগুলিতে শাকসব্জী উৎপাদন করলেই self sufficent হব? আমি বলছিনা যে বাগান বাড়ীতে শাক সব্জী করোনা। কিন্তু কথা হচ্ছে এর demonstrative ফল যতখানি, তাতে actual production কতখানি বাড়বে? Actual Production যদি বাড়াতে হয় তবে এমন কতকগুলি plan নিতে হবে যার দ্বারা আমাদের কৃষকদের self sufficient করা যায়। যদি কৃষকদের self sufficient করতে না পারি তাহলে food এ আমরা self sufficient হতে পারবনা। আমাদের বাগানবাড়ীগুলির শাক সব্জীর উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকার করছি না. তার demonstration এর ফলও আছে। আজকে জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে গেলে আমাদের যে সমস্ত জায়গা অনাবাদী আছে সেখানে যদি আমরা আবাদ করি, জনসাধারণ উৎসাহিত হবে। কিন্তু একটা Moral Support দরকার। আমি economically যদি চিন্তা করি তাহলে যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের peasantry নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে

না পারবে ততদিন পর্য্যন্ত self sufficiencyর কথা একটা ভাওতা বা উড়া কথা মাত্র। কাগজে পত্রে তার কোন দাম নেই। কেননা আমরা পূর্বেই বলেছি যে কৃষকদের সমস্ত রকমে dependant হয়ে থাকতে হয়, তাদের মহাজনদের উপর dependant হতে হয়, যারা তাদের দাদন দেয় তাদের উপর dependant হতে হয়, যারা জমির মালীক তাদের উপর dependent হতে হয়, তার উপর প্রাকৃতিক খেয়াল খুসীত রয়েছেই। আমরা নিছক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আমাদের কৃষি ফলাই। যদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় দেখা দেয় তাহলে আমাদের ক্ষেত নষ্ট হয়ে যায়। যদি আমাদের প্রতি প্রকৃতি সদয় হয় তাহলে আমাদের ফসল হয়। কিন্তু আজকে যে সমস্ত forward State আছে তারা প্রকতির উপর নির্ভর না করে যাতে independantly উৎপাদন করতে পারে তার জন্য বহু পন্থা উদ্ভাবন করেছে এবং সে ভাবে সেখানে production চলছে। কিন্তু আজও আমরা সেই bullock cart এর ageএ। যেখানে এরোপ্লেনের age চলছে, আমাদের কৃষির ব্যাপারে আমরা সেই bullock cart এর age এ রয়েছি। আমাদের কৃষির ব্যাপারে কোন রকম অগ্রগতি আমরা আনতে পারিনি। কাজেই আজকের দিনে আমাদের self sufficient হওয়ার কথা, যেটা আমাদের জীবন মরণের প্রশ্ন, এর সঙ্গে আজকে কৃষি জীবণের একটা বিপ্লব নিয়ে আসতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে বর্ত্তমান আধুনিক যুগের যে যন্ত্রপাতি তা ব্যবহার দরকার, উন্নতধরণের সারের দরকার এবং তার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে আমাদের irrigation এর ব্যাপারে ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এগুলি কি করে হবে? এগুলির জন্য অর্থ দরকার, resource দরকার, আমাদের foreign capital এর জন্য হাত পাততে হয়। বড় বড় যে সমস্ত State আছে, যারা সমস্ত পৃথিবীর উপর তার market বিস্তার করবার জন্য লোলুপ হয়ে রয়েছে তাদের কাছে গিয়ে আমাদের baggers bowl নিয়ে যদি আমরা যাই তখন বলা হয় যে baggers should not be the chosers. তোমাকে যদি আমি অর্থ দেই, সাহায্য করি তা হলে আমার একটা কিছু সুযোগ সুবিধা তোমাকে করে দিতে হবে। It is the clear cut statent of U. S. A. যে আমি আমার নিজের সুযোগ সুবিধা না করে তোমাকে বিনা স্বার্থে টাকা দিব, সেটা হয়না। এবং তার দৃষ্টান্ত দেখা দিয়েছে আমাদের প্রত্যেকটি aid এর মধ্যে। Imperialist, Capitalist যে সমস্ত country আছে, প্রত্যেকটি aid এর মধ্যে তারা এই ধরণের condition create করতে চায় যাতে করে তারা আমাদের শিল্পের উপর কব্জা করতে পারে, যাতে তারা আমাদের শিল্পের উপর একাধিপত্য স্থাপন করতে পারে এবং তারই জন্য আজকে এই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। Bank nationalise করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কেন? আমরা জানি যে bank এর মালিক যারা তারা কতিপয় ব্যক্তি। যে ৫টী ব্যাঙ্কের কথা মাননীয় অতিকুল ইসলাম

সাহেব বলেছেন. আমরা যদি Board of Directorদের খতিয়ান নেই' তাহলে দেখব যে কতিপয় ব্যক্তি এই সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি পরিচালনা করছেন। তারা শুধু মাত্র ব্যাংক-গুলি পরিচালনা করেছেন না সঙ্গে সঙ্গে বে-সরকারী অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের directorship-এও তারা জড়িত। এই ব্যাংকগুলি পরিচালনার সাথে সাথে তারা বড় বড় private Sector-এ যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার directorship ও তারা নিয়েছেন এবং তাদের সংখ্যা হল—20 leading banks have about 188 Diricters who hold 1,640 directorship. তারা এতগুলি directorship নিজেদের কব্জায় নিয়েছে। তার ফলে হয় কি ? একচেটিয়া ব্যবসা, monopoly business grow করে। Monopoly business grow করলে পর আজকে জনতার স্বার্থে বা দেশের স্বার্থে যে অর্থের প্রয়োজন, কৃষির কার্য্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা পাওয়া যায় না। Director রা খেয়াল খুশীমত সেগুলি বিলি ব্যবস্থা করে। তিনি আরও বলেছেন যে Reserve Bank of India indicates that 0·51 percent of the share holders control 56·85 percent of thc total share value. কাজেই এই রকম একটা ব্যাপার চলছে। যাদের share capital এর মধ্যে—only 0·51 percent of the share holders আছে তারা more than 56·85 percent share value Control করছে এবং এরই ফলে নানা রকম ফাট্কাবাজি speculation grow করে। এর ফলে black money চলে, এর ফলে দেখি দেশের মানুষ যখন ক্ষুধার্ত, অন্ন বস্ত্র, খাওয়ার কথা মানুষের কাছে যখন সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, যখন আমরা টাকার জন্য হা-হুতাস করি. তখন কোটি কোটি টাকার black money চোরাই কারবারে খাটছে। কাজেই আজকে যে প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা যদি সমস্ত ব্যাঙ্ককে nationalise করতে পারি তাহলে এই যে অর্থ সেটা আমরা কৃষকের উন্নতির জন্য কৃষি কার্য্যের ভালর জন্য আমরা ব্যয়িত করতে পারি। আর একটা প্রশ্ন by the by আমার মনে আসছে। সেটা হচ্ছে এই যে বিড়লার Control এ U. S. A.র কতখানি Capital আছে ? Some newspapers, একটা বিরাট amount নানা রকম business এর মধ্যে খাটছে Mr. G.D.Birala. is one of the Directors, এতগুলি Amarican Capital he is controling. তার ফলে আমরা দেখি যখন U. S. A. সম্পর্কে দেশের সমস্ত জনসাধারণ একটা বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছে, যখন খাদ্য দ্রব্য নিয়ে তারা আমাদের সাথে দর কষাকষি করছে—তোমাদের খাবার দেব যদি তোমরা পাকিস্তানের সঙ্গে একটা মীমাংসা কর বা তাদের সাথে কিছু একটা আপোশের লেনদেনের মধ্যে আসতে চাও। তখন আমাদের পক্ষের বিড়লাকে বলতে দেখা যায় Amaricaর পক্ষে যে, না—না—না আমেরিকা সত্যি ভাল লোক, সে আমাদের P.L. 480 অনুযায়ী চাউল দেবে। কেননা তার

সেখানে স্বার্থে আঘাত লাগবে। আজকে আমেরিকার প্রতি বিরূপ হওয়ার ফলে যদি এরা সঙ্গে সঙ্গে বিরূপ হয়, এখানে যে Amarican Capital এই ভারতবর্ষে খাটছে এবং যাদের under এ সেটা খাটছে আজকে তারা মনে করে যে আমাদের খারাপ জিনিষ পড়বে। কেননা আমেরিকার কোটি কোটি টাকা, কোটি কোটি ডলার এই সমস্ত শিল্প পতিদের মাধ্যমে খরচ হচ্ছে। কাজেই আজকে শুধুমাত্র টাকা দিয়েই যে সমস্ত শিল্প তার উপর কব্জা করেনি। শিল্পপতি যারা, যারা capitalits businessmen তাদের পর্য্যন্ত আজকে তারা কব্জা করে নিয়েছে। আজকে যদি আমাদের জন্য তোমরা advocate না কর. আমাদের জন্য যদি ওকালতি না করি তাহলে তোমাদের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশ। কাজেই আজকে যে Resolution আমরা নিয়েছি তার প্রয়োজনের দিক থেকে কৃষির ব্যপারে যদি আজকে self sufficient হতে হয়, যেটা একান্ত ভাবে আমাদের দরকার সেটা শুধু মাত্র ভোজবাজিতে হবে না, সেটা শুধু মাত্র বক্তৃতার দ্বারাহবে না তার জন্য resource দরকার এবং সেই resource mobilise করতে হবে। সেই resource mobilise করার জন্য আমরা যদি ঐ সমস্ত Capitalistদের কাছে with begger's bowl যাই তখন তারা বলবে আমার এই স্বর্ত মেনে নাও, না হয় তোমাকে দেব না। কাজেই আজকে food এ self safficient হতে হলে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে আমাদের resourceকে যদি আমরা concepted না করি তা হলে "নান্য পন্থা বিদ্যতে অনয়ায়"। কাজেই আমার মনে হচ্ছে Bank nati onalisation is the only policy by which we can mobilise all the resources of our country for the production of food stuff which is most essential at this prescnt moment and which is our life and death question.

Mr. DEPUTY SPEAKER :— I wonld now call on Hon'ble Deputy Minister Sri B. Das.

SHRI B. DAS(DEPUTY MINISTER)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটি আমাদের মাননীয় সদস্য রেখেছেন এবং তার সমর্থনে যে সমস্ত যুক্তি তিনি রেখেছেন তার কিছু সারবত্তা অন্ততঃ আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কাজেই এই প্রস্তাবের আমি বিরোধীতা করছি। মাননীয় সদস্য ওনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে "ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত গাইলেন" হঠাৎ করে বলে বসলেন--এখানকার Dy. Minister দের কিনে নিতে পারবেন একথা ওনারা বলেছেন। কাজেই এটা তো ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত। Bank nationalise করবে সে কথাটী এলনা.... ....

(Interruption)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তবে এ কথাটার উত্তরে এ টুকুই বলতে হয় যে মাননীয় যে সদস্য এ উক্তিটি রেখেছেন উনি হয়ত নিজেকে নিয়ে অনেকের কাছে কথা বলতে

গিয়েছেন, নিজেকে হয়তো বেচতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু কেউ তাকে কিনতে চাইলে না। কিন্তু এখানকার যে Deputy minister কিংবা এখানকার যে অন্যান্য সদস্য আছেন তারা শুধু শিল্পপতি কিংবা Bankers কেন, সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে ও যদি উনাদের কথাটা বলেন, সেই কথাটা উনারা শুনেন এবং নিজের সম্বন্ধে উনার যা বক্তব্য সেটা সেখানে রাখতে পারেন। এ সম্বন্ধে আমি আর বাড়াবাড়ি করছি না। আমি শুধু এই টুকুনই বলে দিতে চাই যে, Bank nationalise করতে হবে, কেন না আমাদের আজকে যে grow more food, যে পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়েছি, কৃষকদের হাতে যাতে টাকা যায় এবং সেটা যে দরকার, তা অতি সত্যি কথা। সেখানে Bank nationalise করলেই নাকি সেখান থেকে টাকা চলে আসবে। এ ক্ষেত্রে আমি বলছি যে, সেখানে আমি একমত নই। এই ক্ষেত্রে এই টুকুন বলতে চাই যে Scheduled Bank বলে যখন উনি কথাটি উচ্চারণ করেছেন, তখন উনি নিশ্চয়ই এই কথাটি জানেন যে তাদের বিরাট একটা অংশ Reserve Bank এ রাখা হয় Security স্বরূপ। সেই টাকাটা Goverment-এর কাছে আসে। সেই টাকাটা থেকেও আমরা resource হিসাবে তার কিছু অংশ কৃষকদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করতে পারি। তাছাড়া সরকারের সে পরিকল্পনা আছে। সেই সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষকদের হাতে যথা সময়ে যাতে টাকা পৌঁছে দেওয়া যায় সেই জন্য পরিকল্পনা নিয়ে সরকার বরাবরই এগিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে কৃষি loan দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া যারা দুস্থ, গরীব তাদের মধ্যে বীজ কিংবা বলদ কিনার জন্য টাকা দেওয়া, সার কিনার জন্য টাকা দেওয়া, সেই ব্যবস্থা ও আছে। এর চাইতে সবচেয়ে বড় জিনিষ যেটি আছে এবং যেটি সাধারণ মানুষ, সাধারণ কৃষক নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন সেটি হচ্ছে সমবায়। সেই সমবায় Bank এর মাধ্যমে এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে সেই Bank থেকে সেই সমিতিগুলো টাকা নিয়ে সে নিজেদের membersদের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে সেই টাকা বিলি করছে। কাজেই সেখানে টাকা যাতে কৃষকদের হাতে পৌঁছুতে পারে, সেই ব্যবস্থা, সেই পরিকল্পনা সরকারের আছে। Bank আজকেই nationalise হউক, এই কথা এই মুহূর্তেই আসে না। Bank nationalisation এর প্রশ্ন যখন আসবে তখন নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে চিন্তা করা যাবে এবং সেখানে রয়ে গেছে আমাদের Central Govt. রয়ে গেছে সেখানে মানুষ এবং রয়ে গেছে সেখানে Parliament এবং আমরা ও যে নেই তা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে সব কিছু বাদ দিয়ে, সরকারী পরিকল্পনা বাদ দিয়ে Bank nationalise করে ফেল, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সমস্ত সম্পত্তি চলে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তার সারবর্ত্তা আমি বুঝি না। তার পর মাননীয় সদস্য এই উক্তি রেখেছেন যে Bank এ যারা টাকা রাখেন তারা হল মধ্যবিত্ত পরিবার,

কৃষক গরীব এবং সেই টাকা নিয়ে কিছু লোক, সেই শিল্পপতি যারা তাদের কাছে টাকাটা দিয়েছেন এবং নিজেরাও অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন এবং সেই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফাটা নিজেরা লুটছেন। কিন্তু এই ব্যাঙ্কটা কি জনসাধারণের কোন উপকারে আসছেনা ? যে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল সেত আমাদেরই দেশের। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোক কি সেখান থেকে লাভবান হচ্ছে না ? আমাদের দেশের জনসাধারণ, গরীব জনসাধারণ, তারাও সেখানে কাজ-কর্ম করেন, চাকুরী করে খেয়ে পরে বেঁচে থাকছেনা। কাজেই সেই দিকেও যে সরকারের চিন্তা ধারা নেই, তা আমরা বলতে পারছিনা তবে এখন যে জিনিষটি খুব বড় করে দেখার কথা, যেমন অধিক খাদ্য ফলাও যে আন্দোলন তার যে বিষয় বস্তু সেই সম্পর্কে সরকারের যে পরিকল্পনা তা আমি তুলে ধরছি। খাদ্যের ব্যপারে কি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব, সরকারের কি পরিকল্পনা আছে সেটা আমি তুলে ধরছি। বাগান বাড়ীতে কিংবা বাগানেতে এক কোনে খানিকটা সব্জি ফলিয়ে ধান ফলানোর একটা Demonstrative value আছে ; কিন্তু তার যে actual value সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মাননীয় সদস্য। সেখানে সন্দেহ প্রকাশের যে কি কারণ আছে তা আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের অধিক খাদ্য ফলাও যে আন্দোলন তাতে পরিকল্পনাই আছে যে, যে জমিতে এক ফসল হতো তাতে কি করে দুই ফসল করা যায়, তিন ফসল করা যায় এবং একটুকু জমিও আমরা খালি ফেলে রাখব না সে দিকে চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং বাগান বাড়ীতে বা পতিত জমি যে গুলি পড়ে আছে,সেই গুলিতে যদি আমরা চাষ না করি তা-হলে কি করে বলব যে আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছি ? সেইটুকুন ত আমরা করছি না। কাজেই সেই দিকেও তার যে শুধ Demonstrative value টাই উনি দেখতে পেলেন actual value টা কেন যে দেখতে পেলেন না সেটা আমার অন্ততঃ বোধগম্য হচ্ছে না। কৃষক সমাজ প্রয়োজনের সময় মহাজনের কাছে যায় এবং অধিক সুদে তাদের কাছ থেকে টাকা ধার নিচ্ছে এবং সেই নিয়ে এই হাউসে এর আগেও আলোচনা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে শুধু এইটুকুই তুলে ধরতে চাই যে সরকারের পরিকল্পনা আছে মহাজনের কাছে যাতে না যেতে হয়। সেই জন্য Co-operative movement এবং Agricultural Laon দেওয়ার ব্যপারে সরকার সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। Private sector এ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সেখানে আমাদেরই দেশের লোক লাভবান হচ্ছে। কাজেই একমাত্র পাঁচটি ব্যাঙ্ক কিংবা তাদের Director রাই একমাত্র লাভবান হচ্ছেন, সে কথাটার যৌক্তিকতা আমি পাচ্ছিনা। কাজেই এই প্রস্তাব এই মুহূর্ত্তে এখানে আসার কি যৌক্তিকতা আছে তা আমি বুঝতে পারছি না। এর বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. DEPUTY SPEAKER :— I now request the Hon'ble Member Shri Agbore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কেন আমরা ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণের প্রশ্ন এখানে এনেছি, তার কারণ দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা এবং জনসাধারণের চাহিদা দিনের পর দিন যেভাবে চলছে, এই অবস্থার মধ্যে যদি আমরা ব্যাঙ্কগুলিকে Nationalise না করি তাহলে আমরা সামঞ্জস্য রাখতে পারব না। অর্থাৎ একদিকে আমরা বলছি সরকারের তরফ থেকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে যে অনেক কিছু করা হচ্ছে, কথা সত্য, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে তার বিশেষ অভাব আছে। যেমন খাদ্য উৎপাদনের কথা খুব জোরভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে ; কিন্তু একটা কথা খুবই সত্য যে বর্ত্তমানে যদি খাদ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ন করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে সরকার পক্ষ থেকে সে পরিমাণে কৃষিখাতে ব্যয় করা হয়। সেই টাকা দিয়ে খাদ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যাবেনা। এটা সম্ভব নয়, কাজেই আজকে যদি ruling party একথা উপলব্ধি করে থাকেন বর্ত্তমান ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আমাদের খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। তাহলে আজকে কৃষিখাতে অর্থাৎ কৃষকদের আরো প্রচুর পরিমাণে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। যাদের হাল নাই, যাদের জমি নাই বা যাদের জমির মধ্যে জলের ব্যবস্থা করা দরকার—এগুলি ব্যপকভাবে আমাদের করা দরকার। এবং করতে গেলেই টাকার প্রশ্ন এসে যায়। কাজেই আজকে আমরা শুধু ১৮ বৎসর যাবতই সরকার পক্ষ থেকে শুনে আসছি "Grow more Production". মানে ঢাক ঢোল পিটানো, এটা বরাবরই আছে, এখন আরো একটু বাড়ছে এই হল কথা। কিন্তু দিনের পর দিন আমরা কি দেখছি সরকার এখন পর্য্যন্ত আমেরিকার যে PL 480 তা আমদানি করে চলছে। প্রথম আমদানি করে ১৯৪১ সালে। তখন দাম ছিল টন প্রতি ৩৭৬·৬৩ নয়া পয়সা। এটা ১৯৬২ সালে বাড়লো ৩৯৩·৭৭ নয়া পয়সা। আর ১৯৬৪ সালে তা বেড়ে হলো, ৪২৪·৬৩ পয়সা। এই হলো অবস্থা। আগে ছিল বৎসর চুক্তি, এখন হলো মাসিক চুক্তি। কাজেই এই সমস্ত ঘটনাগুলিতে আমরা দেখি, শুধু ঢাকঢোল পিটাইলেই হয় না। যদি প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষকে অর্থাৎ আমাদের খাদ্যের ব্যপারে স্বাবলম্বী করতে হয় তা হলে নিশ্চয়ই টাকার প্রশ্ন আসবে। কিন্তু যদি মুখে শুধু "খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করবো বা খাদ্য উৎপাদন বাড়াও" এই সমস্ত বলে যাই তাহলে কিছুই হবে না। এই আগরতলার বাস্তব অবস্থার দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে অনেকের হয়তো জায়গাই নেই। যাদের জায়গা আছে—আজকে যে ফসল উৎপাদন করবে শুধু মাটি কুপিয়ে সার দিয়ে একটা কিছু চারা লাগিযে দিলেই সেখানে হয় না। তার রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা করতে হয়, বাঁশের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাঁশের যে কি রকম দাম সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই সকলে ওয়াকিবহাল আছেন। কাজেই সমস্ত দিকটা আমাদের বিবেচনা

করতে হয় অর্থাৎ খাদ্যে যদি আমাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হয় তাহলে আজকে টাকার খুবই দরকার। ঐ টাকা আমরা কোথা থেকে পাব ? এক হতে পারে ৪র্থ পরিকল্পনার মধ্যে সে সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বা ঘাটতি মিটাইবার জন্য জনসাধারণের ঘাড়ে হয়তো আমরা আরো করের বোঝা চাপাতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমানে জনসাধারণ যে রকম অর্থ-নৈতিক দুর্গতির মধ্যে আছে তার উপর যদি আরো অধিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেশকে আমরা সবল, শক্তিশালী করবো না বরঞ্চ দেশকে আমরা দুর্ব্বল করার পথেই ঠেলে দেবো। অর্থাৎ কৃষক জীবনের মধ্যে একটা ব্যপক সঙ্কট আসবে। তার ফলে আমরা শক্তিশালী তো হতে পারবই না বরং ক্রমশঃ আমরা দুর্ব্বল হয়ে পড়বো। অতএব আজকে আমরা চোখে আঙ্গুল দিয়েই দেখাতে চাই যে টাকা আমরা কোথা থেকে পাব। একমাত্র ব্যাঙ্ককে যদি জাতীয় করণ করা হয় তাহলে ব্যাংকের ঐ টাকা দিয়ে আমরা কৃষকদের প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের জন্য সাহায্য করতে পারি। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারি শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠার ব্যপারে ঐ টাকাগুলি আমরা কাজে লাগাতে পারি। কাজেই আজকে ব্যাংক জাতীয়করণ করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা এই হাউসের মধ্যে অন্ততঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখতে চাই যাতে আমাদের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের দেশের জরুরী অবস্থার বিবেচনায়, খাদ্য সম্পর্কে বিবেচনা করে আজকে ব্যাংক জাতীয় করণ করা দরকার। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. DEPUTY SPEAKER :— I now request the Hon'ble Member Shri Krishnadas Bhattacharjee.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হলে ব্যাঙ্কগুলিকে সব Nationalise করতে হবে বলে এই রকম একটি অদ্ভুত কথা ও আজকে শুনতে হলো। যদি শুনতাম যে সমাজতন্ত্রের দিকে একটা বৃহৎ পদক্ষেপ দিতে হলে বা Banking প্রথাকে খুব ভালভাবে চালু করতে হলে National Interest এর দিক থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে Nationalise করা দরকার তাহলে একটা যুক্তি থাকত। কিন্তু এখানে প্রস্তাবটি এসেছে এবং বক্তারা ও বলেছেন যে খাদ্যে যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হয় তাহলে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয় করণ করে ফেলুন। চমৎকার, অদ্ভুত কথা। তাহলে যে সমস্ত দেশ এখন ও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, তারাও সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণ করে ফেলত এবং যে সমস্ত দেশ, খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ, তাদেরও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার আগে ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণ করতে হতো। খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার দরুণ যদি ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণ করার প্রয়োজন এতই হয়ে থাকে তবে তা অপরিহার্য্য। কারণ যে সমস্ত দেশ আজকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ, অনেক দেশ আছে খাদ্যে

স্বয়ং সম্পূর্ণ তাদেরও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে ব্যাঙ্কগুলিকে nationalise করে ফেলতে হতো। আজকে আমরা PL480তে যার সঙ্গে চুক্তি করছি তাদের ও তাহলে ব্যাঙ্কগুলিকে nationalise করে ফেলতে হতো। কিন্তু তা হয়নি। যাদের কাছ থেকে আজকে আমরা খাদ্য আনছি তাদের ও আজকে Bank nationalise করতে হয়নি। যারা আজকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় তাদের ও Bank nationalise করতে হচ্ছে না। কাজেই এই যে কথাটা, খাদ্যে যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হয় তাহলে bank nationalise করতে হবে, তা না হলে আমাদের কিছু হবে না সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে—এরকম একটা অদ্ভুত কথা house-এ এই প্রথম শুনলাম। Member থেকে এই Theory এই প্রথম আমি শুনলাম। জেনে রাখা ভাল। আমি জানলাম। সত্যি আমি উপকৃত তার জন্য। যদি ব্যাংকগুলি nationalise করার Policy কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। সরকার অনেক কিছু করেছেন, করতে পারেন। কিন্তু আমাদের অর্থ নীতি এমন ভাবে চলেছে যাতে Public sector ও Private sector এক সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করে যাচ্ছে। আজকে এই Private sector এর ব্যাংকগুলি কি করছে? তারা public sector এর সঙ্গে through Finance সহযোগিতা কি করছে না? কিন্তু private sector এ আমাদের যথেষ্ট Industry রয়ে গেছে। Public sector এ কয়টা Industry আছে? Private sectorএ প্রচুর Industry রয়ে গেছে এখনো যেগুলো nationalise করা হয়নি এবং private sector এই চলছে। তাদের যে resources, তাদের যে capital, তাদের যে loan সেটা আসছে এই যে private bank গুলো আছে তাদের কাছ থেকে। এখন আজকে বলা হচ্ছে সমস্ত ব্যাংকগুলিকে nationalise করে যত টাকা আছে সবগুলি এনে কৃষিতে ফেল। ভাল, সবগুলি ব্যাংককে nationalise করলাম। এখন যে টাকাগুলি সমস্ত private sector Industryতে invested রয়েছে, তা সব বন্ধ করে দিয়ে টাকা এনে কৃষিতে ফেলুক। চমৎকার যুক্তি, এখন কথা হচ্ছে যে ব্যাংক nationalise করলে ও এই private sector Industry গুলিকে চালু রাখতে হবে, private sector করেই হউক, natonalise করেই হউক। কারণ Industry বন্ধ করা চলতে পারে না। এই সমস্ত Industry দেশের যাবতীয় চাহিদা মিটাচ্ছে।

(Interruption)

Mr. Dy. SPEAKER :— The Hon'ble members are requested not to disturb the member speaking.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :— এই Resolutionটি আনা হয়েছে একটি অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে। খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হলে Bankগুলোকে nationalise

কর, যা নাকি আর কোথাও শুনা যায় নি। ওদেরই মুখে শুনা গেল। এখন কৃষির উন্নতি নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কৃষির উন্নতি হবে না, সেটা কোন কথা নয়। ভাল কথা। আজকে Bank management সম্পর্কে আর একটা কথা বলতে চাই। আজকে ফাট কাবাজীতে invest করে ওরা যদি বলেন যে হ্যাঁ ফাট্‌কাবাজীতে invest করবো সে ভাল কথা। আজকে ব্যাঙ্কের managementএ যে দুর্নীতি বা defect আছে সেগুলো control করার জন্য যথেষ্ট আইন প্রনয়ন করা হয়েছে বা হচ্ছে। Credit control করার জন্য যথেষ্ট আইন করেছে Reserve Bankকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে। Reserve Bank এর একটি লোক বসে রয়েছে credit control করার জন্যে। আজকে যদি Reserve Bank credit control করে, তবে ফাট্‌কাবাজিতে investment করতে পারে কোন ব্যাঙ্ক? ক্ষমতা নেই। আজকে যদি Company Lawতে এমন Restriction থাকে যে একজন Director এতগুলির বেশী Companyতে Director থাকতে পারবে না, তাহলে কি হতে পারবে ২০জন Director ১০৬৬টি Companyর Director? কিছুতেই পারবে না। সুতরাং There are so many ways, so many means by which this can be rectified. এই সমস্ত defect rectify করা যায়, যেগুলো অন্যান্য দেশে হচ্ছে। আজকে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশেরই Bank private sectorএ চলছে, Nationalise হয়নি। কি ভাবে চলছে? Banking company's Act ভালভাবে আমেরিকাতে এবং বৃটেনে চলছে। সমস্ত জায়গাতে চলছে! রাশিয়াতে বা চীনে না ও চলতে পারে। Their things are different.

আমি বলব সমস্ত দেশেই চলছে এই সমস্ত Banking system private sectorএ, এবং Banking system যাতে ভাল ভাবে চলে তার জন্য যথেষ্ট আইন করা হয়েছে এই systemকে উন্নত করার জন্য। ১৯৩৬ সনে যে Company's Act ছিল আজকে সেই Comyany's Act নেই। আগাগোড়া সমস্ত change হয়ে গিয়েছে। ১৯৩৬ সনে যে Banking Company's Act ছিল মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র বাবু জানেন যে আজকে সেই Company's Act নেই। Now the new law is to be enforced. এই যে law গুলো, এই যে rule গুলো সেগুলো enforce করতে হবে এবং enforce করলে সমস্ত systemটাকে control করে দেওয়া যায়। সরকারের যথেষ্ট আইন করার ক্ষমতাও রয়েছে। আইন রয়েছে এবং আইন করা যায়ও। সুতরাং এই অবস্থায় কৃষির উন্নতির জন্য Bank nationalise করা হউক এটা একটা অদ্ভুত যুক্তি। এখন কৃষির জন্য সরকার যথেষ্ট টাকা দিচ্ছেন। আমার কথা হল কৃষির উন্নতি হবে না কেন? আজকে আমাদের বাজেটে, Central Budget, State Budget সমস্ত budgetএ যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করা হয় আমার মনে হয় সেই সমস্ত টাকাগুলি যদি যথাযথ ভাবে খরচ করা

হয় তাহলে কৃষির উন্নতি হতে বাধ্য। Co-operative Bank এবং Reserve Bank থেকে যে সমস্ত ঋণ দেওয়া হয়, Reserve Bank এ একটা seperate Head ও রয়েছে Agriculturists দের ঋণ দেওয়ার জন্য এবং আরও অনেক পন্থা রয়েছে যার দ্বারা এগ্রিকালচারে এই delayed system টাকে অনেক smooth করে দেওয়া যায়। তার জন্য ব্যাঙ্ক nationalisation দরকার হয়না। সেই system গুলিকে যদি চালু করা যায় তাহলে easily সেটা হতে পারে এবং যে কোটি কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয় বৎসর বৎসর, প্রতি plan এ, সেই সম্বন্ধে আমাদের দেশে যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তারা এবং আমাদের কর্তৃপক্ষ যদি ভাল ভাবে লক্ষ্য রাখেন তাহলে, আমার মনে হয় difinitly আমাদের Agriculture এর অনেক progress হবে, এই private ব্যাংকগুলি nationalise করার কোনপ্রয়োজন হবে না। ব্যাংক nationalise করলে আমার কোন আপত্তি আছে একথা আমি বলিনা। যদি Central Govt এই Policy নেন তাহলে তা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের Govt. এর Policy হল যে private sector চলবে, Public Sector ও চলবে। Private Sector কে যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে Private Sector এর যে resources, তাদের যে source of capital সেটা ও রাখতে হবে। সেটা বন্ধ করা যাবেনা। যদি Private sector এর source of capital আমরা বন্ধ করতে চাই তাহলে private sectorকে ও আমাদের nationalise করতে হবে। তবে এখন এটা সম্ভব নয়, এক সঙ্গে সব করতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কৃষি ব্যবস্থার জন্য অন্যদিক দিয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার। অন্যভাবে যে সমস্ত অর্থ আমাদের হাতে আছে, বরাদ্দ আছে, বরাদ্দ হয় সেগুলোকে আমাদের যথাযথ ব্যয় করা দরকার এবং ভারতবর্ষের banking system এর যদি কোন defect থাকে তার জন্য Banking Companies Act রয়ে গেছে তা amendment করা যায়। Banking law রয়েছে সেটা amendment করা যায়। 0·56 percent of the total share holders যদি above 50,000 share value control করে সেটা law change করলেই হবে। আমাদের জনগণের যদি চেতনা থাকে তবে সেটা করতে পারে না, সেটা করা অসম্ভব। আজকের Co-operative এর ব্যাপারে কি দেখছি আমরা ? Co-operativeএর ব্যাপারে দেখছি বহু Member আছে,কিন্তু মুষ্টিমেয় কতগুলি লোক সেই সুবিধাটাকে ccntrol করছে। জনগণের যখন চেতনা আসবে তখন every body will go—প্রত্যেকে যাবে, গিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে কি হল। আমাদের জবাব দিহি করতে হবে। তখন 0·56 percent share holders can not control majority of the share capital—এটা হয়না। এ জন্যই যে একটা ব্যাংক natioalise করতে হবে তা নয়। Banking system এবং bankএর যে defect আছে সেগুলো শোধরানোর জন্য যথেষ্ট scope রয়ে গেছে, যথেষ্ট আইনের ক্ষমতা

রয়েছে সেগুলোকে enforce করার প্রয়োজন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— Now I would request the Hon'ble Member Shri Atiqul Islam to reply only in 5 minutes.

ATIQUL ISLAM :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য যখন উত্থাপন করি তখন আমি একজন কংগ্রেস নেতার নাম উদ্ধৃতি করেই আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম। বলেছিলাম যে those who oppose the bank nationalisation are politically fool-voice of K. D. Malavya. কাজেই those who are politically fool তাদের সঙ্গে কোন কথা চলেনা। আর যারা সিদ্ধান্ত করে বসে আছেন যে আমরা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করব তাদের পক্ষে একটা অজুহাত বের করা যায়, তাতে কোন অভাব বা কষ্ট হয়না। কাজেই খলের ছলের অভাব হয় না। কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে, bank nationalisation করব কিনা এবং bank nationalisation যদি আমরা করি সেটা আমাদের দেশের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হবে কিনা। Food এর প্রশ্ন যেটা আসছে সেটা আসছে এই জন্য যে আজকে food এর কথাটা সবচেয়ে বেশী বেশী করে বলছি। এবং Emergencyর সময় আমাদের অনেক টাকা পয়সার দরকার। তারজন্য বিভিন্ন State এ টেক্স বসানো হচ্ছে। বাজেট আসছে, তখনই টেক্সের কথা আসবে। কাজেই যাতে নাকি টেক্সের প্রশ্নটাকে avoid করা যেতে পারে সেজন্যই টেক্স না বসিয়েও কিভাবে food production এর জন্য টাকাটা পাওয়া যায়, সেই দিকে আঙ্গুলটা দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল। এই জন্য বলা হচ্ছে যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের যে ব্যাঙ্ক আছে তা যদি nationalise করে নেই তাহলে সেই ব্যাংকের অর্থ আমরা কৃষি খাতে নিয়োগ করতে পারব। কাজেই those who are politically fools, they are fools. আমি একথা জানি যে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিতে এ প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। তিনি যদি এরকম অদ্ভুত কথা না শুনে থাকেন, কৃষ্ণমেনন ও একথা বলেছেন বিভিন্ন public meetingএ, তিনি যদি তার এই কথা অদ্ভুত কথা বলে তুলনা করে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে যে সকলেই অদ্ভুত কথা বলছে কেবল অদ্ভুত কথা বলছেন না তিনি। তিনিই একমাত্র ব্যাক্তি যিনি সবকথা বুঝে বসে আছেন আর সবাই শুধু অদ্ভুত কথা বলছেন। কাজেই যারা মূর্খ বা যারা কোন কিছুই বুঝতে নারাজ তাদের সঙ্গে তর্ক করে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। কারণ বানরের গলায় কখনও মুক্তার মালা জুটে না। কারণ উলু বনে মুক্তা ছড়িয়ে কোন লাভ নেই। আমি একথা বার বার বলেছি যে ওনারা যদি না করতে চান সেকথা স্বতন্ত্র। আমি বলেছি যে ব্যাংক জাতীয়করণের পর অর্থটা কোথায় নিয়োজিত করা হবে। ট্যাকস না বসিয়েও যে একাজটা করা যায় সেটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একথা বলা হয়েছে।

যদি এই প্রশ্ন হয়ে থাকে যে এই অংশটুকু থাকার জন্য এটা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। তবে তিনি বলতে পারতেন যে ওখান থেকে এটা delete করা হউক এবং delete করলে পরে আমি প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারি। তাহলে বুঝতাম তার সদিচ্ছা আছে। তার ইচ্ছাটা সৎ নয়. ইচ্ছাটা অসৎ এবং সেই জন্যই তিনি চেষ্টা করেছেন কিভাবে, কোন ফাঁকে তা থেকে বেড়িয়ে যাওয়া যায়। কাজেই সেটা আসল কথা নয়। আজকে সমস্ত ব্যাঙ্ক আমাদের অর্থনীতিকে গ্রাস করে আছে এবং ব্যাঙ্কের যে টাকা আমরা দেশের অগ্রগতির কাজে, কৃষির কাজে বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারতাম একথা আজকে সবাই স্বীকার করছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে যে অর্থ কৃষকের পাওয়া প্রয়োজন, সে অর্থ সে পাচ্ছে না। যারা নাকি ফাটকাবাজী করে, তারা সেই অর্থ নিয়ে কৃষকের মাল গুদামজাত করে artificial crises create করছে এটা অতি সত্য। কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে কি করে এটা বন্ধ করা যায়। Bank nationalise করলে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রি গুলির finance Capital থাকবেনা একথা যে কি করে তার মস্তিস্কে আসে তা আমি বুঝি না। ব্যাঙ্ক nationalise যখন আমি করলাম তখন private Industry আর থাকল না। যারা নাকি এই ধরনের উদ্ভট চিন্তা করে, যাদের মস্তিস্কে এই ধরণের fertiliser ভর্ত্তি তাদের কথা স্বতন্ত্র। কাজেই তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আর কোন লাভ নেই। যারা কোন কিছু বুঝতে চাইবে না—তারা ঐ খানে থাকুক, পরে দেখা যাবে যে তারা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছেন। কাজেই আমরা সেখানে আঘাত দিতে চাই। উনারা বারবার আইনের কথা বলছেন। আইনত আছে। Gold Control আইন করা হয়েছে। কেহই সোনার গয়না তৈয়ার করতে পারবেনা Gold Control আইন করে কত ভরি সোনা পাওয়া গিয়াছে? পাওয়া যায়নি। সোনা আজও যাদের ঘরে আছে, তাদের ঘরে ঠিকই আছে। কিন্তু মাঝখান থেকে যারা ব্যবসা বানিজ্য করত তারা মরেছে। আর আজকে কি হয়েছে, আজকে সেই সোনা যারা মজুত করে রেখেছে তাদের আরও লোভ দেখিয়ে Cold bond বিক্রী করা হচ্ছে। তোমার সোনা নিয়ে এস, তোমার নাম ধাম কিছু বলা হবে না, তোমাকে দশ গ্রাম সোনার জন্য শতকরা দুই টাকা করে সুদ দেওয়া হবে। তুমি সব জিনিষ ফেরৎ পাবে, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি আসল সোনাটা দিয়ে তুমি একটা bond কিনে নিয়ে যাও। অর্থাৎ চুরি করলে পরে একটা punishment দেওয়া হয়। কিন্তু Gold bond এর ব্যাপারে একথা বলা হল যে যারা চুরি করে সোনা গুদামজাত করে রাখে তাদের কোন ভয় নেই। তাদের আবার আশ্বাস দেওয়া হল। অর্থাৎ যারা চুরি করল তাদের না ধরে তাকে আরও মুনাফা করার আরও concession পাওয়ার সুযোগ করে দিলাম। তাই করা হচ্ছে। শুধু আইন দেখিয়ে লাভ নেই কারা আইন করেন আর কারা স্বার্থের দিকে চেয়ে আইন করেন তা

বুঝতে আর আমাদের বাকি নেই। কাজেই bank nationalisation এর কথা শুনে হয়ত উনারা আশ্চর্য্য হচ্ছেন কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যই এ কথা আমরা বলছি। পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভায় অনেক আগেই এই প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে। এখানকার বন্ধুদের মগজে কিছু আছে কিনা, আমি জানি না।

কিন্তু সেই বিধান সভাতে Bank nationalisationএর প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছে। কাজেই আজকে আমি এই প্রস্তাবটা এখানে রাখছি, আমি জানি এই প্রস্তাবটা এখানে তারা পাশ করবেন না, কারণ এখানকার যারা কংগ্রেসী তাদের সঙ্গে রাজনীতির একটা বিশেষ সম্পর্ক নেই। দেশের কাজ করবার জন্য তাঁরা আসেননি, তারা এসেছেন নিজের স্বার্থটা কতটুকু বৃহত্তর করা যায়, নিজের পকেটে যাতে আরও বেশী অর্থ ভরা যায়, কিভাবে নিজের আত্মীয় স্বজনকে দরবার করে আরও বেশী সুখ সুবিধা করে দেওয়া যায় তাদের মূল লক্ষ্যটা সেখানে। সেজন্যই জনসাধারণের কাজকর্ম্মে তাদের বিশেষ পাওয়া যায়না। কিভাবে চা-বাগান করা যায়, কিভাবে আত্মীয় বন্ধুদের—সে কাহিনী আমি বলব, সময় আসবে, সেটি হচ্ছে মূল লক্ষ্য। এখানে দেশ সেবাটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। কাজেই এখানে এই প্রস্তাব পাশ হবে এটা আমি আশাও করিনা।

MR. SPEAKER :— The discussion is over. I would now put the question to vote. The question before the House is that whereas in view of the present National Emergency it is essentially necessary to be self sufficient in food, so in order to mobilise resources for the production of food grains and to stop speculation and to make cheap credit available to the peasant, this House requests the Central Govt. to take immediate measures to nationalise all banks.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice 'Ayes'

As many as of contrary opinion will please say "Nose".

Voice—"Noes".

"Noes" have it, "Noes" have it, the Resolution is lost.

The House is adjourned till 11 A.M. on Monday the 15th November, 1965.

APPENDIX— 'A'
UNSTARRED QUESTION NO. 18
BY SHRI AGHOR DEB BARMA, M. L. A.

QUESTION

১। গত ১৯৬৪—৬৫ ইং সালে বিশালগড় B. D. C এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য কতটা রাস্তার নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে।

REPLY.

সমষ্টি উন্নয়ন খাতে—৪টা

আদিবাসী উন্নয়ন খাতে—১টা

মোট—৫টা

QUESTION

২। বিশালগড় B.D.C মিটিংএর প্রস্তাবিত রাস্তাগুলির নাম এবং কোন রাস্তায় কত টাকা ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হইয়াছিল।

REPLY.

সমষ্টি উন্নয়ন খাতে যে সমস্ত রাস্তা বিশালগড় ব্লক ডেভালেফমেণ্ট অফিসার ব্লক ডেভালেফমেণ্ট কমিটির সাথে পরা-মর্শক্রমে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা 'ক' লিখিত সংগ্রথিত বিবরণীতে এবং অধি-বাসী উন্নয়ন খাতে সংশ্লিষ্ট রাস্তা 'খ' লিখিত সংগ্রথিত বিবরণীটিতে দেখান হইয়াছে।

QUESTION

৩। সেই প্রস্তাবিত রাস্তাগুলির মধ্যে Culvert এর জন্য কোন ব্যয় বরাদ্ধ ধরা ছিল কিনা।

REPLY.

হাঁ, সমষ্টি উন্নয়নে--৯০৫০ টাকা

QUESTION

৪। সেই Culvertগুলি কোন কোন রাস্তায় কতটি এবং স্থানের নাম সহ।

REPLY.

সমষ্টি উন্নয়ন খাতে

১। আমতলী (ব্রজপুর) লালসিংমুড়া রাস্তার উপর এস্ পি টি ব্রীজ—২টা।

২। বিশালগড় নূতন বাজার হইতে লক্ষীবিল রাস্তায় ড্রাম কালভার্ট—৬টা।

৩। বিশালগড় নরৌরা রাস্তায় আর সি পি কালভার্ট এবং ড্রাম কালভার্ট—৪টা।

৪। বরদোয়ালী বর্দ্ধিত রাস্তায় পুরাতন হাওড়া নদীর উপর এস্ পি টি ব্রীজ—১টা

আদিবাসী উন্নয়ণ খাতে

১। সেসরীমাই—বরজলা প্রথম ২ মাইল রাস্তায় এস্ পি টি ব্রীজ—২টা।

২। উক্ত রাস্তায় প্রথম মাইলে আর সি সি কালভার্ট—২টা।

৫। সেই প্রস্তাবিত রাস্তা ও Culvertগুলির মধ্যে কতটা করা হইয়াছে; না হইয়া থাকিলে কত দিনের মধ্যে কাজ আরম্ভ হইবে?

উক্ত ব্রীজ ও কালভাট এর কাজ এখনও করা হয় নাই।

সমষ্টি উন্নয়নের প্রগ্রাম সংশ্লিষ্ট (২) ও (৩) নং ড্রাম কালভার্ট ও আর সি সি কালভার্ট এর কাজ চলতি বৎসরে শেষ করা হইবে।

বিবরণ 'ক'

ক্রমিক নং	কাজের নাম	পরিমাণ
১।	(১০´ ফুট প্রশস্ত) এস, পি, টি, ব্রীজ নির্ম্মাণক্রমে আমতলী (ব্রজপুর) হইতে লক্ষী সিংমুড়া পর্য্যন্ত বিকল্প রাস্তার উন্নতি।	—৪৫৭০৲ টাকা।
২।	(১০´ ফুট প্রশস্ত) এস্ পি টি ব্রীজ নিম্মাণক্রমে পূর্ব্বোক্ত রাস্তার উন্নতি।	—৪১৪০৲ টাকা।
৩।	৬টি ড্রাম কালভার্ট নির্ম্মাণক্রমে বিশালগড় নূতন বাজার হইতে পশ্চিম লক্ষ্মীবিল পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নতি।	—৮৪০৲ টাকা।
৪।	২টি আর সি সি কালভার্ট ও ২টি ড্রাম কালভার্ট নিম্মাণক্রমে বিশালগড় হইতে নর্ব্বোরা রাস্তার উন্নতি।	—৩৬১০৲ টাকা।
৫।	১টি এস পি টি ব্রীজ নির্মাণক্রমে পুরাতন হাওড়া নদীর উপর বরদোয়ালী বর্দ্ধিত রাস্তার উন্নতি।	—৩৭৪৩৲ টাকা।
		মোট—১৬,৯০৩৲ টাকা

বিবরণ 'খ'

ক্রমিক নং	কাজের নাম	পরিমাণ
১।	সেসরীমাই বরজলা রাস্তার প্রথম ১ মাইলের উন্নতি	—৪০৩০৲ টাকা।
২।	উক্ত রাস্তার দ্বিতীয় মাইলে এস পি টি ব্রীজ নির্ম্মাণ	—৭৬৯০৲ টাকা।
৩।	উক্ত রাস্তায় প্রথম ১ মইলে এস্ পি টি ব্রীজ নির্মাণ	—৪৫৭০৲ টাকা।
৪।	উক্ত রাস্তায় প্রথম ১ মাইলে ২টি আর সি সি কালভার্ট নির্মাণ।	—৩৩৬০৲ টাকা।
		মোট—১৯৬৫০৲ টাকা

UNSTARRED QUESTION NO. 198
BY SHRI NIPENDRA CHAKRABORTY M. L. A.

QUESTION.	ANSWER.
1. Whether any Soil Survey Work was done in Tripura ;	Yes, Reconnaissance Soil Survey in 228 Sq. miles and details Soil Survey (land capability) in 7836·25 acres.
2. if so, whether the Soil was classified and mapped out with a view to properly planning the management and Agricultural use of the Soil resources ;	Soil has been classified and mapped out as per capability with a view to properly planning the management of soil in areas where soil conservation works were taken up.
3. if so, details of such classification ?	The following six classes of land have so far been noticed in the areas where detailed soil survey (Land capability) has been conducted.

Class I—The inhabitory factors are practically absent in this type of land. The soil is deep, levelled, permeable with a good texture and no erosion.

Class II—The inhabitory factors like shallow depth of soil sloppyness, poor or high permeability, coarse texture, presence of erosion etc. are present in this class of land to a slight extent.

Class III—The degree of presence of inhabitory factors are more in this class of land than that of class II.

Class IV—The degree of presence of inhabitory factors are more than that of class III land.

Class V—In this class of land the inhabitory factors are present to a further extent than that of class IV.

Class VI—Evaluation of this type of land is also being done over the degree of the presence of inhabitory factors than that of class V land.

—:—

UNSTARRED QUESTION NO. 200—BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY M. L. A.

QUESTION	REPLY
1. Total number of cattle treated for foot and mouth disease and Haemorrhagic septicaemia ;	2,384.
2. a sub-division-wise break up of the figure ;	

Name of Sub-divisions.	Total No. of cattle treated	Foot and Mouth		Haemorrhagic Septicaemia		Steps taken	
		Attack	Death	Attack	Death		
Amarpur	264	264	nil	8	8	945 animals were vaccinated against H. S.	
Belonia	1	1	nil	7	7	468	—do—
Dharmanagar	87	87	nil	nil	nil	199	—do—
Kailashahar	92	92	nil	nil	nil	1718	—do—
Kamalpur	20	20	nil	29	22	1579	—do—
Khowai	Annils were free from F. M.			13	9	955	—do—
Sadar	1823	1823	nil	20	20	9839	—do—
Sabroom	87	88	1	47	47	3255	—do—
Sonamura	10	10	nil	6	6	1119	—do—

QUESTION	REPLY
3. number of cattle succumbed to the attacks of these diseases ;	1 Foot and Mouth. 119 Haemorrhagic septicaemia.
4. steps taken against attack of these diseases ?	All affected animals are being treated against the Foot and Mouth disease measure to prevent spread are taken as far as practicable. Therapeutic measures for animals affected by the diseases and prophylectic measures to prevent and control the disease by vaccination are always taken. Regular vaccination in endemic areas are undertaken.

UNSTARRED QUESTION NO. 204.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORY, M. L. A.

QUESTION	REPLY Name of block	year of commencement
1. Names of blocks which adopted Rural work programme,	(1) a) Sadar East Stage II Block, Jirania.	1961.
	b. Dharmanagar Post Stage II Block, Panisagar	1962.
	c. Belonia Stage II Block, Bogafa.	1962.
	d. Kailashahar Stage II Block Kumarghat.	1963.
	e. Kamalpur Stage II Block, Salema.	1963.
	f. Khowai Stage I Block, Khowai.	1964.

2. what are the details of that programme.

(2) The Rural works programme is taken up for providing additional employment opportunities to agricultural labourers during the slack season, especially in the areas exposed to high incidence of unemployment and under employment. The cost of the whole scheme to be undertaken in a particular block should be within the ceiling of Rs. 2 lakhs for two years excluding public contribution. Generally the following items of work are undertaken under the Rural Works programme.

a) Construction of Irrigation channels bands etc.

b) Excavation of Irrigation tanks.

c) Reclamation of land.

d) Construction and improvement of market road etc.

3. total amount of money spent for the proposal;	(3) Name of block	Total expenditure incurred upto 31. 3. '65.
	a) Sadar East Post Stage II Block, Jirania.	Rs. 2,01,970/—
	b) Dharmanagar Post Stage II Block, Panisagar	Rs. 1,08,627/—
	c) Belonia Stage II Block Bogafa.	Rs. 61,278/—
	d) Kailashahar Stage II Block Kumarghat.	Rs. 58,886/—
	e) Kamalpur Stage II Block Salema.	Rs. 68,952/—
	f) Khowai Stage I Block, Khowai.	Rs. 24,000/—
		Rs. 5,23,713/—
4. Number of Villagers provided with employment in each Block.	4) Name of Block.	Number of Mandays.
	a) Sadar Last Post Stage II Block, Jirania.	96,735.
	b) Dharmanagar Post Stage II Block, Panisagar·	50,713.
	c) Belonia Stage II Block Bogafa.	40,852.
	d) Kailashahar Stage II Block, Kumarghat.	29,443.
	e) Kamalpur Stage II Block Salema	34,476.
	f) Khowai Stage I Block Khowai.	10,000.
		Total—2,62,219.

UNSTARRED QUESTION NO. 206 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY, M. L. A.

QUESTION.	REPLY.
1) Whether any programme of applied Nutrition has been taken up for implementation in any C. D. Block of Tripura with the assistance of UNICEF, FAO and WHO ;	NO.
2) If so, details of the programme:	Does not arise.
3) The Names of the Blocks where these programmes are being implemented.	Does not arise.

UNSTARRED QUESTION No, 265.

BY SHRI AGHORE DEB BARMA, M. L. A.

QUESTION.	ANSWER
1) Whether there Is a Development Committee for Agartala.	No.
2) If so, the sahome so far sdopted by the Committee for the Development of Agartala.	Dose not ariss,

UNSTARRED QUESTION No. 267 BY SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA, M. L. A.

QUESTION.	REPLY.
1) Names of different Tribal Development Block in Tripura.	1) Kanchanpur-Longai Tribal Development Block. ii) Sabroom Tribal Development Block, iii) Chamanu Tribal Development Block. iv) Dumburnagar Tribal Deveoplment Block. v) Amarpur Special Multi-purpose (Tribai Development Staggc II) Block.

2) Percentage of tribal population in each Block during the years of 1961-62, 1962-63, 1963-64 and 1964-65.	Name of Block.	Percentage. 1961-62.	1962-63. 1963-64. 1964-65.
	i) Kanchanpua Longai. T. D. Block	04.4%	
	ii) Sabroom T. D. Block	46.8%	
	iii) Chamanu T. D. Block	53.3%	Not available.
	iv) Dumburnagar T. D. Block.	89%	
	v) Amarpur Slp. Multi-pur pose (T. D. Stage II) Blpck.	62.5%	

UNSTARRED QUESTION NO. 275

BY SHRI BIR CHANDRA DEB BRMA. M. L. A

QUESTION.	ANSWER	
1. Numbers of S. C. and S. T.	Schebuled Castes.	Scheduled Tribes.
among the applicants for	For Class III posts—245	319
class III and class IV	For Class IV posts -274	322
services during the years of 1964-65.		
2. Number of such applicants	Class III posts—68	119
actually employed during the	Class IV posts—126	74
said year.		

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE GOVT. OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

November 15, 1965.

The house met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 15 th November, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the chair, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty two members.

Mr. Speaker—In to-days list of business, first item is Question, Starred Questions. I would call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—22.

Shri M. L. Bhowmik—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 22.

QUESTION	ANSWER
1) Number of Scheduled Tribes recruited in the Police Arm and Civil force during 1964-65.	28
2) Whether the provision under Constitution on the quota of scheduled Tribe is observed at the time of recruitment.	Yes.
3) Total number of persons recruited in the Police Arm and Civil during 1964-65.	346

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কন্‌ষ্টিটিউশান মতে এই রাজ্যের সিডিউল ট্রাইবদের কোটা কত ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক—থার্টি পারসেন্ট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—ট্রাইবেল যাদের নেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে পুলিশ আর্ম্ম'এ কতজন এবং সিভিল ফোর্সে কতজন বলতে পারেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক—I demand Notice.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ১৯৬৪-৬৫'এ ট্রাইবেলদের মধ্যে কতজন ইন্টারভিউতে এপিয়ার হয়েছিল ?

Shri M. L. Bhowmik—Number of persons who were interviewed ?

I demand Notice.

Mr. Speaker—Next I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—55

Shri M. L. Bhowmik—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 55.

QUESTION	ANSWER
১) ত্রিপুরা বাস সার্ভিসের ভাড়া কি ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে;	রাস্তার প্রকারভেদে মাইলেজ ভিত্তিতে ত্রিপুরা বাস সার্ভিসের ভাড়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।
২) একই রাস্তায় এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনের ভিত্তিতে বাস সার্ভিসের ভাড়া নির্দ্ধারণ করিতে সরকার রাজী আছেন কিনা ?	হ্যাঁ, রাস্তার প্রকারভেদে এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশন পর্য্যন্ত দূরত্বানুযায়ী মাইলেজ ভিত্তিতে বাস ভাড়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন আগরতলা-বিশালগড় রোডে, আমতলিতে একটা ষ্টেশন আছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে আগরতলা-বিশালগড় রোডে আমতলিতে একটা ষ্টেশন আছে এবং সেখানে টিকিট বিক্রী করা হয়, এবং টিকিট চেক্ করা হয়— একটা ষ্টেশনের যা কিছু করণীয় সবকিছুই সেখানে করা হয় ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক—ষ্টেশন থাকলেই করা হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন আগরতলা থেকে আমতলী তার জন্য কোন আলাদা ভাড়া নির্দ্ধারণ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক—সমস্ত রাস্তার ভাড়াই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই হারেই ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভাড়ার রেট্ কি হারে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে আমি হাউসকে তা জানিয়ে দিতে চাই।

মিঃ স্পীকার—ইয়েস।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক—পীচ দেওয়া রাস্তায় প্রতি আরোহীকে প্রতি মাইল পাঁচ পয়সা, পাকা রাস্তায় প্রতি আরোহীকে প্রতি মাইল ৬ পয়সা, কাঁচা রাস্তায় প্রতি আরোহীকে প্রতি মাইল ১০ পয়সা হিসাবে দিতে হয়। যে কোন রাস্তায় একজন পরিভ্রমনকারীকে ন্যূনতম বাস ভাড়া ২৫ পয়সা হিসাবে দিতে হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন আগরতলা থেকে শেকেরকোট পর্য্যন্ত দূরত্ব, আগরতলা থেকে আমতলি যে ষ্টেশন তার থেকে অনেক বেশী, তৎসত্বেও আগরতলা থেকে শেকেরকুট যে ভাড়া, আগরতলা থেকে আমতলি সেই ভাড়াই নেওয়া হয় কেন ?

শ্রীএম. এল. ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে পরে আমি হাউসকে জানাব।

Mr. Speaker :—What is the fare from Agartala to Sekerkote ?

Shri Atiqul Islam :—65 paise,

Mr. Speaker :—Alright, any more supplementary ?

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে বিভিন্ন রাস্তায় যে ভাড়া নির্দ্ধারণ করা হয়েছে সেগুলি ষ্টেশন ভিত্তিতে করা হয়নি এবং মালিক ইচ্ছামত কতগুলি ভাড়া নির্দ্ধারণ করেছেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাইলেজ এবং ষ্টেশন ভিত্তিতেই ভাড়া নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে আমতলীর ক্ষেত্রে ভাড়া নির্দ্ধারন সেই ভিত্তিতে কেন করা হয়নি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি আমতলীতে ষ্টেশন আছে কিনা আমি সঠিক জানি না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে রাণীরবাজারে একটি ষ্টেশন আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—রাণীর বাজারে এখন পর্যন্ত নেই বলেই আমাদের খবর।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে রাণীর বাজারে একটি ষ্টেশন আছে এবং ষ্টেশনে যা যা করণীয় কাজ তার সব কিছুই সেখানে করা হয় ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এটা যদি করা হয় তাহলে আন-অফিসিয়াল করা হয়ে থাকে। আমরা পরে খবর নিয়ে জানাব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে আগরতলা হইতে জিরানীয়া যে ভাড়া আগরতলা হইতে রাণীর বাজার সেই একই ভাড়া ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সেটা অবশ্য আমতলী বা সেকেরকোট সম্পর্কে যা বলছেন সেই একই কথা। অতএব আমি এটা খবর নিয়ে পরে জানাব।

শ্রীআতিকুল ইসালম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে যদি এই সমস্ত সামঞ্জস্য বিহীন কাজ হয়ে থাকে তাহলে এইগুলি সংশোধন করার জন্য তারা প্রয়োজনীয় ষ্টেপ নেবেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—যদি এইরকম ডিসক্রিপেনসী থাকে তাহলে সরকার নিশ্চয় ষ্টেপ নেবেন।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি আগরতলা থেকে যদি বাইখোড়া যেতে হয় তাহলে জোলাইবাড়ীর ভাড়া দিতে হয়।

মিঃ স্পিকার :—তারা নামতে পারে কিনা বাইখোড়াতে ?

শ্রীলুড়া আং মগ :—নামতে পারে। কিন্তু ভারাটা দিতে হয় জোলাইবাড়ীর।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইচ্ছা করলে তারা জোলাইবাড়ী পর্যন্ত যেতে পারেন তারপর হেঁটে বাকী পথটা বাইখোড়াতে যেতে পারেন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যে সব রাস্তাগুলিতে অন্ততঃ বাজার আছে সে সব জায়গায় ষ্টেশন খুলতে সরকার রাজী আছেন কি না ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—জনসাধারণের প্রয়োজন বোধে খোলা হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সব জায়গাগুলিতে বাস সিণ্ডিকেট কোম্পানী টিকেট বেচা কেনা করে সে সব জায়গাগুলিকে ষ্টেশন হিসাবে ঘোষণা করার জন্য এবং সেই ষ্টেশন ভিত্তিক ভাড়া নির্দ্ধারণ করার জন্য তারা প্রয়োজনীয় ষ্টেপ নেবেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—জনসাধারণের প্রয়োজন বোধে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যে সমস্ত বাস ষ্টপেজ করা হয়েছে সেগুলি কোন নিয়ম অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা ? বাস ষ্টপেজ যেখানে করা হয়েছে সেখানে উঠবে না রাস্তায় উঠবে লোক, এমন কোন আইন আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—যেখানে ষ্টপেজ আছে সেখানেই জনসাধারণ উঠবে। রাস্তার উপরইতো ষ্টপেজ থাকে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে বাস যেখানে সেখানে থেমে যাত্রীদের তোলা হয়ে থাকে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—যেখানে সেখানে থামাবার তো কথা নয়। বাস ষ্টপেজই থামাবার কথা এবং রাস্তার উপরেই ষ্টপেজ আছে বলে আমরা জানি।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—এই ব্যাপারে কোন আইন কানুন আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—এইরকম কোন আইন আমাদের নাই।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—বাইখোড়াতে কোন ষ্টপেজ নাই। তবে সাব্রুমগামী বাস বাইখোড়াতে থামে এবং সেখানে খাওয়া দাওয়ার জন্য বিশ্রামে ঘন্টাখানেক দেরী হয়ে যায় যাত্রীদের এবং যারা বাইখোড়া যায় তারা জোলাইবাড়ীর ভাড়া দেয়। এই সমস্ত কারণে সেখানে ষ্টেশন খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যারা সাব্রুম যাবেন তাঁরা বাইখোড়ায় হল্টেজ নিচ্ছেন। খাওয়ার যদি সময় হয়ে যায় তাঁরা নিশ্চয়ই সেখানে থাবেন। না খেলে পরে যাওয়ার সময়টা পার করে তো কেউ খেতে চান না, কাজেই খাওয়ার সময় সেখানে যাবেন। খেতে যে সময়টুকু নেবে সে সময়টুকু নেওয়া উচিত। নয়ত তাড়াহুড়া করে খাওয়াটা ঠিক হবে না।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—সেখানে ষ্টেশন খোলা হবে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—সেখানে বাস ষ্টপ আছে এবং এর আগেই আমরা বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রয়োজন বোধে জনসাধারণের সুবিধার্থে সেখানে খোলা হবে।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—আমার কথা হল প্রয়োজন বোধ করেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে ষ্টেশন খুলতে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—জনসাধারণের সুবিধার্থে প্রয়োজন বোধে সেখানে খোলা হবে এইটুকুই আমি বলছি।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে যেখানে সেখানে বাসযাত্রীদের তোলার ফলে রাণীর বাজার থেকে আগরতলা আসতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগে যায় যাত্রীদের ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাস যেখানে সেখানে থামে না। রাস্তা দিয়ে বাস চলে এবং বাস ষ্টপ যেখানে আছে সেখানে থামবার কথা।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে বাস যেখানে সেখানে থামে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাস ষ্টপেজেই থামে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে আগরতলা হতে সেকেরকোট বাস সার্ভিস রিটার্ণ টিকিট ইস্যু করে, কিন্তু আগরতলা হতে বিশালগড় তারা রিটার্ণ টিকিট ইস্যু করেন না কেন এবং করার ব্যবস্থা করতে তারা রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সিণ্ডিকেটের ব্যাপার। তবে সে সম্বন্ধে আমরা খবর নেব।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সাব্রুম গামী যে সমস্ত বাস থেকে বাইখোড়াতে যে যাত্রীগুলি নামে তাদের কাছ থেকে জোলাইবাড়ী পর্যান্ত ভাড়া নেওয়া উচিত কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—আইনে যে ভাবে আছে, সেই ভাবেই কাজ করা হয়ে থাকে।

Mr. Speaker—Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma—Starred Question No. 134.

Shri M. L. Bhowmik—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question no. 134.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Central Govt. has intimated the Tripura Government that the rank of the Radio Operators are the same as that of S. I. of Police;	No.
2) If so, what are reasons of not revising the pay scale of Radio Operators in the line of the revised pay scale of S. I. of Police.	Does not arise.
3) Whether Supdt. of Police has intimated the Chief Secretary of Tripura to revise the pay scale of Radio Operators as per recommendation of the Technical Recommendation Committee;	Yes.
4) If so, whether the pay scale of the Radio Operators have been revised? in accordance with the recommendation of the said Committee;	Not yet,
5) If not, the reasons thereof ?	The matter is under consideration of the Govt. of India.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, পেস্কেল যে রিভাইজ করা হয়েছে সেটি কিভাবে রিকমেনডেশন করা হয়েছে। What is the recommendation of the Supdt. as regards payscale of the Radio Operators ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক—As per recommendation of the Technical Recommendation Committee.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—What is the recommendation of the Technical Recommendation Committee.

শ্রীএম. এল. ভৌমিক :— এরই মধ্যে এটা বলা অসম্ভব, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি পরে জানাবো।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, সেটি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে কবে পাঠানো হয়েছে ফর কনসিডারেশন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—প্রায় ছয় মাস আগে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট সাহেব কবে chief secretary র কাছে লিখেছিলেন তাদের payscale revise করার জন্য as per recommendation of the Technical Recommendation Committee.

Shri M. L. Bhowmik—I demand Notice.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, Central Govt. 31st July 1959 একটা cercular দিয়ে জানিয়েছেন কিনা রেডিও অপারেটর ও S I. of police এর একই scale হবে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :——I demand notice.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, Technical Recommendation committee radio operator দের payscale Rs. 150/- to 300/- করার জন্য সুপারিশ করেছেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে কি হারে সেটি রিকমাণ্ড করা হয়েছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। So I demand notice,

মিঃ স্পিকার :—I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister. If the Hon'ble Minister is to give reply to the question put by the member, he need not give the promise to do so in future. some other day—promise not necessary.

Next I would call on Shri Bulu Kuki.

শ্রীবুলু কুকী :—Starred question no. 136.

Shri M. L. Bhowmik—Starred question no. 136.

QUESTION	REPLY
১। বীরগঞ্জ ও. সির বিরুদ্ধে এক বা একাধিক বিধান সভার সদস্য সরকারের নিকট যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, অভিযোগকারী সদস্য বা সদস্যগণ সহ তাহার পুনঃ তদন্ত হইয়াছে কিনা ?	"না"
২। না হইয়া থাকিলে কি কারণে হয় নাই ?	বিষয়টি সরকারের তদন্তাধীনে আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই হাউসে আমাদের Deputy Minister Mr. Bhowmik এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তদন্ত করার সময়ে যে সমস্ত M, L. A. রা complain করেছেন তাদেরকে নিয়ে তদন্ত করা হবে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছি, বিষয়টি এখনও তদন্তাধীন আছে। যারা অভিযোগকারী তাদেরকে ডাকা হবে, প্রয়োজন হলে সরকার তাদেরকে ডাকবেন।

শ্রী আতিকুল ইসলাম :—স্যার আমি আপনার attentionটা questionএর প্রতি draw করতে চাই যখন নাকি আমরা questionটা ঐ dateএ করেছিলাম তখন উত্তর দিয়েছিলেন "আমরা তদন্ত করেছি; তদন্ত করে দেখা গেছে যে অভিযোগটি সত্যি নয়।" তখন আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, যারা নাকি complain করলো সরকার তাদেরকে নিয়ে তদন্ত করলেন না। তখন তিনি, Mr. Bhowmik এই assurance দিয়েছিলেন যে আমরা আবার আপনাদিগকে নিয়ে enquiry করব। কাজেই তদন্তাধীন আছে এই প্রশ্ন এখানে আসে না। কাজেই আমরা এখন সেটা চাচ্ছি যে আমাদেরকে নিয়ে enquiry করার যে assurance Mr. Bhowmik দিয়েছিলেন এই হাউসে, সে enquiry তারা এখনও করলেন না কেন ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় fresh enquiry সেখানে হচ্ছে এবং হলে পরেই অভিযোগকারীদের সে enquiryতে সমবেত থাকার জন্য জানানো হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—Fresh enquiry হবার সময়েতে আমাদেরকে খবর দেওয়ার কথা, যারা নাকি complainer তাদেরকে খবর দেওয়ার কথা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—যখন সময় হবে তখন ডাকা হবে।

Mr. Speaker :—At such and such stage of the enquiry ?

Shri M. L. Bhowmik :—Yes, at such and such stage of the enquiry.

শ্রীআজিজুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, enquiryটা এখন কোন stageএ আছে এবং enquiry টা তারা কবে শুরু করছেন ?

Shri M. L. Bhowmik :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I demand notice.

Shri Ershad Ali Chowdhury :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন O/c. কি এখনও বীরগঞ্জ P. S. এ আছেন ?

Shri M. L. Bhowmik :—সম্ভবত তিনি এখন সেখানে নেই, transfer হয়ে গেছেন।

Mr. Speaker :—Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma—Starred question No. 292.

Shri B. Das (Deputy Minister)—Starred question No. 292.

QUESTION	REPLY
a) Whether the Govt. feels that stipends sanctioned for the students in the Boarding house at Agartala and other places of the Union Territory of Tripura is inadequate in consideration of the price index of the essential commodities ;	Not quite inadequate. But a slight enhancemene is considered necessary.
b) if so, whether the Govt. contemplates to increase stipends for the students of all Boarding houses ?	Yes, it is under consideration.

শ্রীসুধন্য দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, সাধারণতঃ কত করে Stipend দেওয়া হয়ে থাকে ?

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সাধারণতঃ ১৲। ১·২৫ পয়সা হারে দিয়ে থাকি।

শ্রীসুধন্য দেববর্মা ঃ—আমার কথা হচ্ছে ১ মাসের খোরাকি ছাত্রদের প্রথম advance দিতে হচ্ছে, এই কথা সত্য কিনা ?

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটি ছাত্রদের concern. কারণ boarding houseএ ছাত্ররা নিজেরাই management করে চলে। সাধারণতঃ আমরা ১ টাকা, ১'২৫ পয়সা per day per head দিয়ে থাকি। এইটুকু আমাদের জানা আছে। আর management‌টা ছাত্রদের নিজের।

শ্রীসুধন্য দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন মাসের শেষে টাকা কম পড়ে, তখন ছাত্ররা নিজেদের পকেট থেকে দিয়ে খেতে হয়, এইরকম ঘটনা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে ?

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) ঃ—আমি আগেই বলেছি যে stipendএর slight enhancement under consideration of the Govt.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই rateটা বাড়িয়ে কত করা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা একটা recommendation Govt. এর কাছে পাঠিয়েছি, সেটি এই মুহূর্তে আমি এখানে বলতে পারছি না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আপনারা একটা recommendation পাঠিয়েছেন, নিশ্চয় তাতে সমস্ত কিছু বলা হয়েছে যে কত হওয়া উচিত ? সেটাইতো আমাদেরকে বলতে পারেন ?

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় details আমার কাছে নেই। আমি শুধু এটাই বলছি যে slight enhancement দরকার, সেটি মাত্র আমরা recommend করে পাঠিয়েছি।

Shri Birchandra Deb Barma :—When that rate has been first fixed up and whether that has been enhanced from the date on which it has been first fixed up ?

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) ঃ—যখন করা হয়েছে তখন থেকে enhanced করা হয়নি।

Shri Birchandra Deb Barma—When that rate has been fixed up ?

শ্রীবি, দাস—সে তারিখটা আমার কাছে নেই এই মুহূর্তে।

শ্রীসুধন্য দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে কোন কোন সময়ে ছাত্ররা চাউল সংগ্রহ করতে না পেরে বাজার থেকে রুটি কিনে খেয়ে থাকে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা শুধু ছাত্রদের বেলাই নয়, অনেকে হয়ত রুটি প্রেফার করেন এবং ভাতের পরিবর্তে রুটি খেয়ে থাকেন ?

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Kr. Choudhury.

Shri Sunil Kr. Choudhury :—Question No. 264.

Shri M, L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 264.

QUESTION	REPLY
1) What is the number of persons arrested under Rule 41(5) and other rule than 30 (1) (b) of the D. I. R. since August, 1965 ;	125 persons.
2) in how many cases charge-sheets have been submitted ;	5 cases.
3) how many of them have been released ;	19 persons.
4) how many of them released on bail ;	53 persons.
5) will the rest be released in near future ?	It depends on the merits of the individual cases based on the results of the investigation.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৪ ?

মিঃ স্পীকার ঃ—ইয়েস, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৪। First question is that—'What is the number of persons ariested under Rule 41(5) and other rule than 30 (1) (b) of the D. I. R. since August, 1965.'

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—আমরা যেটা পেয়েছি সেটাতে এতসব কথা সেখানে নেই।

Mr. Speaker :—The thing is that, on this more than one Member submitted and we have edited together and put them here.

শ্রীআতিকুল ইসালম ঃ—সেই কোয়েশ্চানটা আমাদের কাছে থাকা দরকার।

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker Sir, I think the question Nos 264 and 331 has been braketted.

Mr. Speaker :—Yes, the question No. 331 has not been seperately shown.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker Sir, should I read out the question and replies again ?

Mr. Speaker :—Yes.

Shri M. L. Bhowmik :—Starred Question No. 264.

QUESTION	REPLY
1) what is the number of persons arrested under rule 41(5) and other rule than 30(1) (b) of the D. I. R. since August, 1965 ;	125 persons.
2) in how many cases charge sheets have been submitted ;	5 cases.
3) how many of them have been released ;	19 persons.
4) how many of them released on bail ;	53 persons.
5) will the rest be released in near future ?	It depends on the merits of the individual cases based on the results of investigation.

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রুল ৪১(৫)'এ কতজন অ্যারেষ্টেড হয়েছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিটেল্‌স আমার কাছে এখন নাই কতজন আণ্ডার রুল ৪১(৫) অ্যারেষ্টেড হয়েছে, কাজেই এটা এখন বলা সম্ভব নয়।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৪ তার মধ্যে একেবারে পরিষ্কার আছে যে ৪১(৫), ৭ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে কতজন অ্যারেষ্টেড হয়েছিল, সেখানে কংক্রীট দেওয়া আছে।

Shri M. L. Bhowmik :—But the question has not been put like that in this question.

Mr. Speaker :—Each and every question was sent to the Government just on receipt to this Assembly Secretariat and after a few days of passing order on one question, came another and so they were put in a braket. Now the government should have been prepared for individual question as well as the combined question.

Shri Birchandra Deb Barma—It is the Hon'ble Speaker to bracket the question, but they may answer both the questions simulteneously. The answer must be on individual question.

Mr. Speaker—The answer must cover all the points.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে পাঁচ জনের চার্জ্জসীট দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নামগুলি এখন আমার কাছে নাই, কাজেই এখন দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কবে রিলিজ্‌ড হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ—ডেট্ এখন বলা সম্ভব নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এখন যারা জেলে আছেন তারা সকলেই কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ—ডি, আই, রুলে যারা অ্যারেষ্টেড হয়েছেন তারা সকলেই কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য, একথা মাননীয় সদস্য কি করে বুঝলেন আমি জানিনা।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—যারা রিলিজ্‌ড হয়েছেন বা যারা রিলিজ্‌ড অন বেল্ হয়েছেন তাদের কেউ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য নন, হোয়েদার ইট ইজ এ ফ্যাক্ট ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন সেটা বলা সম্ভব নয়, তাদের কে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য, কে সদস্য নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথা সত্য কিনা যে এখন যারা জেলে আছেন যেহেতু তারা কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য সেহেতু তাদের জামিন দেওয়া হচ্ছেনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথাটা ঠিক নয়, কারণ শুধু কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যকে ডি, আই রুলে অ্যারেষ্ট করা হয়নি, অন্যকেও করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এখন যারা নাকি হাজতে আছেন তাদের কাহাকেও হায়ার ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—সেটা এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এখানকার চিত্ত চন্দ কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী, তার জন্য হায়ার ক্লাসিফিকেশান চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু অন্ দি গ্রাউণ্ড তাহাকে দেওয়া হয়নি যে তাকে ক্লাসিফিকেশান দিলে সমস্ত লোককে 'each and every person' কে ক্লাসিফিকেশান দিতে হবে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হায়ার ক্লাসিফিকেশান যে সমস্ত গ্রাউণ্ডে দেওয়া হয়, তিনি নিশ্চয়ই সে সমস্ত গ্রাউণ্ড ফুলফিল করছেন না, সেজন্যই তাকে হায়ার ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হচ্ছেনা।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—ফুলফিল করছেন বলেই আমরা চেয়েছি. but the decision of the D, M. is that if we give classification to this man, that Is Shri Chitta Chanda, we have to give classification to each and every one.

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এস, ডি, ও, এর ডিসিসান কি সেটা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের ধারণা যারা হায়ার ক্লাসিফিকেশান পাওয়ার যোগ্য তারা পাবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে যদিও ওঁদের প্যাট্রিওটিজম সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নেই, তবুও ওদের হায়ার ক্লাসিফিকেশন না দিয়ে তাদের হ্যারাসমেণ্ট করার উদ্দেশ্যেই তাদের আটকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএম. এল. ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট। চার্জ্জশীট দিতে হলে পর অ্যাড্জুডিকেশনের দরকার। এড্জুডিকেশন না হলে পর চার্জ্জসীট দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে তাদের চার্জ্জসীট করে দেওয়া হবে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ—No time limit can be given for the submission of charge sheet.

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীহেমন্ত দেব।

শ্রীহেমন্ত দেব :—৩১৯।

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টারড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সদর বিভাগের বড়জলা মৌজায় স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে ;	হ্যাঁ।
২) সত্য হইয়া থাকিলে কত পরিমাণ ভূমি খাস করা হইবে ;	৪৫০'৬৬ একর। তার মধ্যে ৪৩৩'৯৪ একর খাসের ভূমি ও ১৬'৬২ একর জোত ভূমি।

প্রশ্ন	উত্তর
৩) এবং কত সংখ্যক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ?	ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান অফিসার, আগরতলা হইতে জমির নকসা ও বিস্তৃত বিবরণসহ কাগজপত্রাদি পাওয়ার পরই ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলতে পারেন কি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নে, কত সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার উত্তরে বলেছি ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান অফিসার, আগরতলা থেকে জমির নকশা ও বিস্তৃত বিবরণসহ কাগজ পত্রাদি পাওয়ার পরই ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব, এর আগে আমরা বলতে পারছি না।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে যদি উচ্ছেদ করা হয় এবং যে যে কৃষক উচ্ছেদ হয়ে যাবে তাদের কোন জায়গায় পুণর্বাসন করার পরিকল্পনা আছে কিনা গভর্ণমেণ্টের ?

শ্রীবি, দাস ঃ—ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—জায়গা দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—সরকার তা পরে বিবেচনা করে দেখবেন।

Mr. Speaker :—Next I would call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 44.

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টারড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিশ্রামগঞ্জ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে জল সরবরাহ করার জন্য যে পাম্পিং মেসিন বসানো হইয়াছে, তাহা বর্তমানে চালু আছে কিনা ;	না।

প্রশ্ন	উত্তর
২) যদি চালু থাকে, স্কুল সংলগ্ন সরকারী চিকিৎসালয়ে এই জল সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	প্রশ্ন উঠে না ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি কেন এই পাম্পিং মেসিনটা চালু হচ্ছে না ?

শ্রীবি, দাস :—পাম্পিং মেসিনটা বর্তমানে চালু নেই। চালু করতে গেলে যন্ত্রপাতির অংশগুলি পরিবর্তন করা দরকার। সেই অংশগুলি যতদিন পর্যান্ত পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত চালু হবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই পাম্পিং মেসিনটা তা হলে নষ্ট হয়ে আছে নাকি ?

শ্রীবি, দাস :—কতগুলি যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করা দরকার সেকথা আমি বলেছি। চালু নয় বলেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে সেখানে টেকনিক্যাল স্টাফ নেই বলেই পাম্পিং মেসিনটা চালু হচ্ছে না, একথা সত্যি কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যতটুকু জানা আছে তাতে কয়েকটা যন্ত্রপাতির অংশ পরিবর্তনের দরকার, তাহলেই এটা চালু হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই যন্ত্রপাতি যেগুলি পরিবর্তন করা দরকার সেগুলি পরিবর্তনের জন্য আপনারা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

শ্রীবি, দাস :—আমরা যথা সম্ভব সেটা পরিবর্তনের ব্যবস্থা করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই পাম্পিং মেসিন চালু হওয়ার পর কতদিন চালানো হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্যটা এক্ষণে আমার কাছে নেই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, যে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে আছে সেগুলিকে পরিবর্তন করে আনার জন্য কোন অর্ডার আপনারা কোথায়ও প্লেস করেছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আগেই বলেছি যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।

Mr. Speaker :—The question is that whether orders have been placed ?

ব, দাস ঃ—এই তথ্যটুকু আমার কাছে নেই। তবে আমি চেষ্টা করছি যাতে যথা সম্ভব চালু করতে পারি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—স্যার, আমি একটা অ্যানসার চাই, অর্ডার দেওয়া হয়েছে কি দেওয়া হয় নি। তা না বলতে পারলে তিনি বলবেন "আই ডিমাণ্ড নোটিশ।"

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত যন্ত্রপাতির কথা সেখানে বলা হয়েছে এইগুলি লোকাল মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এইগুলির জন্য আমরা অন্য জায়গায় অর্ডার প্লেস্ করেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—এই কথা ঠিক যে এই পাম্পিং মেসিনটা আরম্ভ থেকেই পরিত্যক্ত

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—এর উত্তর এখন দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—কতদিন যাবত এই মেসিনটা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—এটাও বলা সম্ভব নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই মেসিনটা তৈরী করতে কত খরচ পড়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—এটাও বলা সম্ভব নয়।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা ঃ—He should say 'I demand notice' বলা সম্ভব নয়, এটা বলা উচিত নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে এই ধরণের পাম্পিং মেসিন বসানোর অর্থ হল অর্থের অপচয় করা ?

শ্রীএম. এল, ভৌমিক :—এটা জলসরবরাহের জন্যই করা হচ্ছে। মেসিন মাত্রই নষ্ট হতে পারে। অপচয়ের উদ্দেশ্যেই এই মেসিনটা বসানো হয়েছিল, আমার মনে হয়, এই জাতীয় প্রশ্ন করাটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পিকার ঃ—আই উড কল অন শ্রীলুড়া আং মগ।

Shri Hlura Aung Mog :—Starred questson No. 43.

Shri B. Das (Deputy Minister)—Starred question No. 43.

QUESTION	REPLY
১। বগাফা আশ্রম স্কুলে বিদ্যোনিয়ায় শিক্ষক সংখ্যা বর্ত্তমানে কত ?	১৫ জন
২। ঐ সংখ্যা পর্য্যাপ্ত কিনা।	হাঁ

Shri Hlura Aung Mog ;—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, সেখানে কোন Asstt. Headmaster নেই, এই কথা সত্য কিনা ?

Shri B, Das. (Deputy Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে ১৫ জন শিক্ষক ছাড়া আরও একজন graduate teacher কে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker :—Whether there is an Asstt Headmaster ?

Shri Hlura Aung Mog—এই আশ্রম স্কুলের ছাত্ররা সংখ্যায় বর্তমানে কত ?

Shri B. Das (Dy Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাপর্ষদের নিকট Higher Secondary School এর হিসাবে অনুমোদন জন্য আবেদন করা হয়, তখন এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬৭ জন। কখনও কখনও ২/৩ জন এদিক সেদিক vary করছে। কাজেই আজকের figure টা আমরা এখন বলতে পারছি না।

Shri Hlura Aung Mog—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, আশ্রম স্কুলে কোন history-র teacher নেই, subject teacher নেই, এটা সত্যি কিনা ?

Shri B. Das (Dy Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই question টা আমি follow করতে পারিনি।

Mr. Speaker—Subject teacher আছে কিনা ?

Shri B. Das (Dy. Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এই মুহূর্তে কিছু নেই. so I demand notice.

Mr. **Speaker**—I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri **Atiqul Islam**—Starred question No. 153.

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister) :—Starred question No. 153.

QUESTION	REPLY
1. Whether it is a fact that Sri Nripendra Chakraborty & Sri Saroj Chanda, two detenues of Tripura now detained in the Dunka Jail, Bihar have been, suffering from serious illness.	No.
2) if so, the names of disease.	Does not arise.
3) Whether it is a fact that their treatment is not being property done due to lack of specialist doctors ;	No.
4) if so, what steps have been taken in the matter ?	Does not arise.

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, চন্দ ও নৃপেন চক্রবর্তী এবং দশরথ দেব M. P. কে চিকিৎসার জন্য রাঁচি রাজেন্দ্রপ্রসাদ Medical College এ transfer করা হয়েছে কিনা ?

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister)—হাঁ হয়েছে, general treatment এর জন্য transfer করা হয়েছে।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, চন্দ ও নৃপেন চক্রবর্তী কি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং শ্রীদশরথ দেব কি রোগে অক্রান্ত হয়েছেন ?

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister)—নৃপেন চক্রবর্তী is suffering from Partial deafness on the right ear, chronic dysentry and error of refraction আর সরোজ চন্দ is suffering from কেরিজ অব টুথ।

Shri Atiqul Islam—আর দশরথ দেব ?

Shri M. L. Bhowmik :—শ্রীদশরথ দেবের নাম তো আপনি বলেন নি। আপনি শুধু দুই জনের নামই বলেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—তিন জনের কথাই আমি বলেছি।

Shri M. L. **Bhowmik** :—I demand notice regarding the health and disease of Shri Dasarath Deb.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—Last Session এর question টা এখন আসছে। এই questionটা আমাদের গত session এ ছিল unfortunatly সেটা তখন আসে নি সময়াভাবে কিন্তু that might have been answered.

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, that was not in his question. He wanted to know the present disease of M. P. Shri Dasarath Deb.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমি শুধু দশরথ দেবের প্রশ্নটা এই Session এ করছি। আর এই questionটা last Session এর pending question ছিল, এটা এখন আসছে তাতে দশরথদেবের উপর প্রশ্ন ছিল না। এখন সেই প্রশ্নটা জানার কথা, না জানার কোন কারণ নেই।

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় question টা এসেছে শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এবং শ্রীসরোজ চন্দের উপর তার উত্তর ও আমরা দিয়েছি এবং শ্রীদশরথ দেবের question এর উত্তরে আমরা বলেছি যে "I demend notice"

Mr. Speaker ;—This question is carried over to the present Session from the last Session. As this question could not be answered at that time this has come in this form in which they are submitted, In the meantime another M. P. was detained and he was seffering. He is to say that though in his question the name of Shri Dasarath Deb has not been mentioned but at the present moment he may be eager to know the condition of Shri Dasarath Deb.

If you are not in a position of the materials of the answer, you may say so.

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জন্য আমরা বলেছিলাম যে materials আমাদের কাছে নেই, so I demand notice.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমরা যখন Chief Minister এর কাছে শ্রীদশরথদেব সম্পর্কে repersentation দেই, তখন তিনি বলেছিলেন যে এই সম্পর্কে পরে আপনাদিগকে আমি জানাবো এবং তিনি অসুস্থ হওয়ার পর medical college এ transfer হয়েছেন যখন তখন তিনি (মুখ্য মন্ত্রী) স্বীকার করেছেন। তখন আমাদের Deputy minister Mr. Bhowmik ও সেখানে ছিলেন। তিনি (মুখ্য মন্ত্রী) বলেছিলেন যে আমরা একটা খবর পেয়েছি, কিন্তু তিনি (মুখ্য মন্ত্রী) এখন নেই। কাজেই যিনি নাকি ওনার charge এ আছেন তিনি তো খবরটা আমাদিগকে দিতে পারেন। সেখানে আমিও ছিলাম, তখন তিনি বলেছেন যে খবরটা নিয়ে বলব দশরথদেব কি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কাজেই তিনি এই হাউসে বলতে পারেন (দশরথদেব) কি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

Shri B. Das (Dy. Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কি রোগে তিনি ভুগছেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ডাক্তারের কাছ থেকে report না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা কি করে জানাবো। কি রোগে ভুগছেন তা আমাদের জানা নেই।

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম ঠিকই। তবে তখন উনি যে ব্যারামের কথা বলেছিলেন, এখন তিনি সেই ব্যারামে ভুগছেন না। আমরা যতটুকু information পেয়েছি তিনি Sciatica রোগে ভুগছেন। সে জন্যই বলেছিলাম medical report পেলেই ঠিক মত বলতে পারতাম। সেটি বাত জাতীয় রোগ।

Shri Atiqul Islam—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা কি সত্য নয় যে তিনি bone T. B. তে আক্রান্ত হয়েছেন ?

Shri M. L. **Bhowmik** (Dy. Minister)—This is not a fact. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, he is not suffering from bone T. B.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্য নয় যে দশরথ দেবকে pluster-ing করে হাসপাতালে রাখা হয়েছে গত ২ মাস ধরে।

Shri M. L. Bhowmik :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, plustering করলেই bone T. B. হবে এটা আমি এই প্রথম শুনলাম। সামান্য disease এ plustering করা হয়ে থাকে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেই বলুন না, কি disease ?

Shri M. L. Bhowmik :—বললাম তো sciatica.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি সত্য নয় সরোজ চন্দের সামনের ৬টি দাঁত তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

Shri M. L. Bhowmik :—দাঁত কয়টি তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে কিনা তা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। যদি কেরিজ অব টুথ হয়ে থাকে তবে সাধারণতঃ দাঁত extract করা হয়ে থাকে, number of tooth extracted আমার পক্ষে এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি সত্য নয় যে সরোজ চন্দ phistulla রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং ২টি opertion করা হয়েছে "ভগন্দর"।

Shri M. L. Bhowmik :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি phistulla রোগে ভুগেছেন বলে এমন কোন খবর আমার কাছে এসে এখন পর্যন্ত পৌছায়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি সত্যি যে সরোজ চন্দ piles রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ?

Shri M. L. Bhowmik :—তা piles রোগে অনেকে ভুগে থাকেন। more than 80 % of people এই রোগে ভুগছেন and I am also suffering from piles.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী paralysis রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী paralysis রোগে আক্রান্ত হননি। তিনি chronic dysentryতে ভুগছেন এবং error of refraction, চক্ষুর errors খানিকটা হয়েছে, তাতেই তিনি ভুগছেন। আর খানিকটা deafness in right ear.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি সত্যি নয় যে দুমকা জেলের অব্যবস্থা এবং সেখানকার hot climatic conditionএর জন্যই এই সমস্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, আমাদের detenueরা।

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথাটা সত্যি নয়, কেননা ঐখানে ওনাদের স্বাস্থ্য improve করেছে এবং আমরা specialistএর সাথে consult করেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—তাদের স্বাস্থ্য যদি improve হয়েই থাকে. তাহলে তাদিগকে চিকিৎসার জন্য রাঁচিতে পাঠানো হ'ল কেন ?

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) ঃ—তাদেরকে Specialist treatment ও তো দেওয়া হতে পারে। আমাদের সে specialist আছে তাদের সাথে সাধারণতঃ আমরা consult করে থাকি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, তাদেরকে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে transfer করা হবে কিনা for better treatment and better facilities ?

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) ঃ—For better treatment and better facility. সেটি তো অন্য প্রশ্নে দাঁড়িয়ে যায়। আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে তাদের যে অসুখ হয়েছে সেগুলি serious ailment বলে কিছু নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে শ্রীদশরথ দেবকে paroleএ মুক্তি দেওয়ার কথা আপনারা বিবেচনা করছেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস (ডেপুটি মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীদশরথ দেব সম্পর্কে কিছুক্ষণ আগেই বলেছি যে, সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে আসে নাই। সেজন্য আমরা notice demand করেছি।

শ্রীসুধন্য দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, যে তাঁরা কারাবিভাগে বন্দির জন্য চীফ্ কমিশনারের কাছে কোন দরখাস্ত পেশ করেছেন কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক (ডেপুটি মিনিষ্টার) :—তা করতে পারেন।

শ্রীসুধন্য দেববর্মা :—তার result কি হয়েছে।

Mr. Speaker :—There is a separate question on this which will come later on.

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, যে weight বাড়লে স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে, একথাটা বুঝা যায় কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক (ডেপুটি মিনিষ্টার) :—সাধারণতঃ আমরা বুঝে থাকি, যে weight বাড়লেই স্বাস্থ্য ভাল হয়।

Mr. Speaker :—Question hour is over, answer to the remaining starred Questions and answer to the Unstarred Questions may be laid on the table.

(Replies to the starred questions and unstarred questions are appended at Annexure 'A' and 'B' respectively.)

Mr. Speaker—Next Business of the House, the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 6 of 1965) is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

CALLING ATTENTION

Shri Birchandra Deb Barma :—Hon'ble Speaker Sir, there is a calling attention notice.

Mr. Speaker :—Yes, Yes. I have received a Calling Attention Notice from Shri Atiqul Islam on the subject 'Death of Manindra Deb, Lecturer, B. K. Institution, Belonia, and the manner of his treatment'. I have given consent to this. I would request the Hon'ble Minister in-charge to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for statement.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker Sir, ১৭ তারিখে আমি এই সম্বন্ধে বলব।

Mr. Speaker :—17th ? The Hon'ble Minister will give reply on 17th.

GOVERNMENT BILLS

Mr. Speaker :—Yes, now we come to the Government Business—Legislation—Consideration and passing of the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 6 of 1965).

Mr. Speaker ;—Next business of the House, the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 6 of 1965) is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri M. L. Bhowmik :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 6 of 1965) be taken into consideration at once.

Mr. **Speaker**—Is there any Member to raise a discussion ? Then I am to put the question. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 6 of 1965) be taken into consideration at once.

As maney as are of that opinion will please say 'AYES'.

AYES.

As many as are of contrav opinion will please say 'NOES'

Mr. Speaker—AYES have it.

The Motion is passed.

I would now put the Bill clause. by clause.

Clause 2 do stand part of the bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

AYES.

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

AYES have it ; AYES have it.

Mr. Speaker —The Motion is passed.

Cl. 3 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please sav 'AYES'

AYES.

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

Mr. Speaker—AYES have it ; AYES have it ;

The Motion is passed.

Cl. 4 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

AYES.

As many as are of contrary opinion will please 'NOES'.

Mr. Speaker—AYES have it ; AYES have it ; The Motion is passed.

Cl. 1 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say AYES.

AYES.

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

Mr, **Speaker**—AYES have it : AYES have it.

The Motion is passed.

The title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say AYES.

AYES.

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

Mr. Speaker—AYES have it ; AYES have it.

So the Bill is passed.

Mr. Speaker—Consideration is over. The Next business is passing of the Bill. I would request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for Passing of the Bill.

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Police (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 6 of 1965) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker—As there is no objection, I put the Motion to vote.

The question befor the House is that the Police (Tripura Amendment) Bill (No. 6 of 1965) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

AYES.

As many as are of contracry opinion will please say 'NOES'.

Mr. Speaker—Ayes have it ; Ayes have it.

The Bill is passed.

Next item is consideration & passing of the Tripura Tiibal Inhabitants (House Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965).

The next Business of the House, the Tripura Tribal Inhabitants (House Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965) is to be taken into consideration. I shall request the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister) :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Tribal Inhabitants (House Tax) Bill, 1965 (Bill No 7 of 1965) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker—I have received a Notice of amendment from the M. L. A, Shri Birchandra Deb Barma to this. The amendment is that the Tripura Tribal Inhabitants (House Tax) Bill, 1965 (Bill No. 7 of 1965) be referred to a Select Committee of the House. I would call on mover of the amendment.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ত্রিপুরার ট্রাইবেল ইনহ্যাবিটেন্টস হাউস ট্যাক্স বিল যেটা কনসিডারেশনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মোশন এনেছেন তার একটা অ্যামেণ্ড-মেন্ট নিয়ে এসেছি যে The inhabitants house tax bill 1965 be referred to the Select Committee from the House. কেন সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া দরকার সেই সম্পর্কে আমার যে রিজনিং সেটা হাউসের সামনে রাখছি। পূর্বে যেটা ছিল পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি সংশোধনী আইন সেটা রিপিল করে এই ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইনহ্যাবিটেন্টস বিল, ১৯৬৫ সেটাই নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে কতগুলি বিষয় বলা হয়েছে যেগুলি কনষ্টিটিউশান বিরুদ্ধ এবং বর্তমানে চেঞ্জ ইন্ অ্যাড-মিনিষ্ট্রেশান অ্যাণ্ড সোসিয়াল ষ্টেটাসের দরুণ এইগুলি নিয়ে আসা হয়েছে। সর্বপ্রথম আমি এই যে ট্রাইবেল ইনহ্যাবিটেন্টস এর জন্য হাউস টেক্স বিল যেটা রাখা হয়েছে, আমি সেটার নো মেন ক্লেচার-পরিবর্তন করতে বলছি। It should be House Tax or Ghar Chukti or Jum Tax Bill, জুম ট্যাক্সটা কি ? যারা জুম করে তাদের উপর ট্যাক্স আদায় করতে হবে। It should be the very title of the Act. কারণ আমি মনে করি যে, বর্তমানে যারা জুম করে, it is not only the tribals, it is non-tribals also are accustomed to Juming. সেটা অনেকে নিজে করে, অনেকে ট্রাইবেল লেবারার দিয়ে করায়। কাজেই ট্রাইবেল ইনহ্যাবিটেন্টস হাউস ট্যাক্স বিল যদি হয়, only the tribals will be liable to pay this tax. কিন্তু যদি কেউ, নন্-ট্রাইবেল জুম করে তাহলে কেন they will not be liable to pay this tax ? এখানে আমি কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

কোয়াইট অ্যাট হ্যাণ্ড আমি বিশ্রামগঞ্জ তহশীল থেকে কয়েকজন লোকের নাম করছি। শ্রীসুখলাল দাস, son of late Jadab Chandra Das, Jogendra Ch. Nath, S/o late Gobinda Ch. Nath, Banka Ch. Nath, Nitai Ch. Sarma S/o late Ishan Ch. Sarma, Nagendra Ghosh, father's name is not known, Nandalal Dey, S/o late Gopal Ch. Dey, Paritosh Ghosh, father's name is not known. এরা জুম চাষ করে। আর হাওয়াইবাড়ীর হরেন্দ্র দেবনাথ বলে একজন নন-ট্রাইবেল, তিনি জুম চাষ করেন। তিনি নিজে পার্মেন্যান্ট জুম চাষ করেন। এখন জুম চাষটা, অনেক সময় জমিটা, যখন নাকি ফার্ষ্ট রিক্লেম করতে হয় যেমন টিলা ল্যাণ্ড, এটা যখন ফার্ষ্ট রিক্লেম করতে হয় তখন জুম চাষ করেই সেটা রিক্লেম করতে হয় এবং প্রথম কয়েক বছর জুম চাষ করে এবং সেটা উপযোগী হলেই সেখানে অন্যান্য কিছু ফলানো যায়। কিন্তু কোয়েশ্চনটা অ্যারাইজ করেছে এই যে অন্লী ট্রাইবেলস্ উইল বী লায়াবল্ ফর জুম ট্যাক্স। এই হাউস ট্যাক্স যেটা ঘরচুক্তি ট্যাক্স বলে বাংলায় বলা হত, হাউস ট্যাক্স সেটার ইংরেজী ঠিক হয় কিনা জানিনা তবে ঘর চুক্তি সকলেই। আমার মনে হয় ইট ইজ মোর ওয়াইডার, 'ফ্যামিলী ট্যাক্স'। হাউস ট্যাক্সটা ঠিক নোমেনক্লেচার হয় কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। যাক আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই যে ট্রাইবেল জুম চাষ করলে ট্রাইবেলকে ট্যাক্স পে করতে হবে কিন্তু যদি নন্-ট্রাইবেল জুম চাষ করে হোয়াট উইল বি হিজ পজিশান সেটা বর্ত্তমান আইনে নেই। পূর্ব্বে সেটা ছিল না। কিন্তু সেটাকে যখন নাকি পূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রজাদের মধ্যে ক্লাসিফিকেশান ছিল তখন অনেক পার্ব্বত্য প্রজাদের দিতে হত না অপর কারো কারো দিতে হত। তার মধ্যে একটি হোদা সম্প্রদায়, জোলাই প্রজা ইত্যাদি নানা রকম আছে। কোন্ সম্প্রদায়ের প্রজা, কাকে কাকে দিতে হবে, কাকে কাকে দিতে হবেনা তার একটা ক্লাসিফিকেশান ছিল। যা হোক সোশ্যাল ষ্টেটাসের পরিবর্ত্তে আজকে যদি বলা হয় যে সমস্ত পার্বত্য প্রজাদের দিতে হবে এবং ট্রাইবেল ইনহ্যাবিটেন্টস আর লায়বল টু ট্যাক্স তাহলে আমি বলব যে কেন Non-tribals who are making jum cultivation they will not be liable to tax. কাজেই এই ট্রাইবেল ইনহ্যাবিটেন্টসদের জন্যই পার্টিকুলারলী পেয়েবল্ বাই ট্রাইবেল ইনহ্যাবিটেন্টস্ ফর প্র্যাকটিজিং জুম আমার মনে হয় ইট উইল নট বি ভেরী জাষ্টিফাইড। যদি কেউ জুম চাষ করে হুয়েভার হী মে বী, যদি কেউ জুম চাষ করে হী উইল বী লায়াবল্ টু ট্যাক্স। সে কেবলমাত্র ট্রাইবেল জুম চাষ করতে পারবে, ট্রাইবেল হলেই ট্যাক্স দিতে হবে, নন-ট্রাইবেল হলে দিতে হবে না, দিস শুড নট বি ফলোড কাজেই এই সম্পর্কেও একটা চিন্তা করে দেখা দরকার যে এটা আমাদের কিভাবে এই আইনটাকে অল কমপ্রেহেন্সিভ করতে পারি যাতে করে আইনের যে উদ্দেশ্য সেটা বজায় থাকে এবং তার উপর জাস্টিস, ইকোইটি আণ্ড গুড সেন্স সকলের উপরে ইকোয়েলী উই ক্যান অ্যাডমিনিষ্টার। কাজেই আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এই যে যারা জুম চাষ করবে, জুম চাষ করবে কি করে, কর্ষণ না করে, নট প্লাউয়িং, যারা শিফটিং কালটিভেশন করবে তাদের জুম ট্যাক্স

দিতে হবে বা ঘর চুক্তি ট্যাক্স দিতে হবে বা হাউস ট্যাক্স দিতে হবে। কাজেই এই যে ট্রাইবেল ইনহ্যাবিটেন্টস হাউস ট্যাক্স বিল এই নোমেনক্লচারের ভেরী টাইটেল অব দি অ্যাক্ট সম্পর্কেই আমার প্রথম আপত্তি হচ্ছে ইট ডাজ নট কাভার অল। যেমন আজকে দেখতে হবে যে অনেক খানি জুম করা একটা প্রফিটেবল ব্যাপার অনেকে বাই টেকিং ট্রাইবেল লেবারার দে টেইক জুম চাষ। জুম কালটিভেশান তারা করে আর অনেকেই তারা নিজেরা নিজেরা যে সমস্ত জংগল থাকে সেগুলি পুড়িয়ে চাষ করে। কাজেই আইনটা অল কম্প্রিহেন্সিভ করতে গেলে আমার মনে হয় যে যারা জুম চাষ করে সকলের উপরেই এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে ইর্‌রেস্পেকটিভ অব দি ফ্যাক্টস্ দ্যাট হোয়েদার ট্রাইবেল ইনহ্যাবিটেন্টস্ অর নন-ট্রাইবেল অর সামওয়ান এলস্। কাজেই এই ভেরী টাইটেল অব দি অ্যাক্ট এবং তারপরে যে চলে আসছে সে পেয়েবল্ বাই ট্রাইবেল ইনহ্যাবিটেন্টস্ অন্লী, আমার মনে হয় it is not just and it is not in consonant with the fact that is available here because we find all nontribals also are now making jum cultivation because they think that it is profitable one. তারপরে আর একটি জিনিষ দেখতে হবে জুমিয়াদের মধ্যে এই জিনিষটা জুমিয়ার কোয়েশ্চান নয় অন্লী কোয়েশ্চান জুম কালটিভেশান। জুম কালটিভেশান যে করে তাকে দিতে হবে। এখন কেউ কেউ আছে যে অন্লী হী ইজ ডিপেন্ডেণ্ট অন জুম কালটিভেশান। তাদের আমরা জুমিয়া বলি। তাদের আর কোন কিছু প্রি-অকুপেশান নাই, কোন কিছু তার সাবসিসটেন্স নাই, একমাত্র জুম কালটিভেশানের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। আবার কেউ কেউ আছে যারা সেটেল্ড তারা কৃষিকার্য করে আবার ধারে কাছে জুম চাষও করে। তারা শিফটিং করে খুব বেশী নয়। যেখানে শিফট করে জুমিয়া, তারা একবার সেখানে করে এবং তারপর আবার অন্য ডিভিশনে গিয়ে আবার কেউ কেউ জুম চাষ করে যেমন আমার নিজের বাড়ী আছে, আমার নিজের বাড়ীতে জুম চাষ করবার উপযোগী জায়গা আছে সেখানে আমি জুম চাষ করি। কিন্তু আমার যে ঘর সেটা ফিকস্‌ড। আমি প্লাও কালটিভেশনও করি। কাজেই এই দিক থেকেও ডিফারেন্সিয়েশানটা রয়েছে এবং পূর্বে যে আইন সেই পূর্বের আইনে সেই ডিফারেন্সিয়েশানটা রক্ষা করা হয়েছিল কিভাবে যে পূর্বের আইনটা হচ্ছে পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি সম্পর্কীয় আইন। তার মধ্যে বলা হয়েছে, সেকসান ১৭ এবং ১৮ বলছে যে পার্বত্য প্রজা জুম এবং হলকর্ষণ উভয়বিধ প্রণালী অবলম্বনে কৃষিকার্য করলে যে কাল পর্যন্ত সেই প্রজার চাষের ভূমির খাজনা ঘরচুক্তি করের তুল্য না হবে সেই কাল নিমিত্ত অর্দ্ধহারে ভূমির রাজস্ব এবং ঘরচুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে। অথচ সে ভূমি চাষও করে, প্লাও চাষ করে আবার জুম চাষও করে। এখন যে প্লাও কালটিভেশান করে তার যে খাজনা সেই খাজনাটা ঘরচুক্তি করের নীচে যদি হয় তাহলে আমি যে গভর্ণমেন্টকে রেভেন্যু দেব আর ঘরচুক্তি কর আমার যে দিতে হবে, ঘরচুক্তি কর যদি বেশী হয়, রেভেন্যু বা রেন্ট সেটা যদি কম হয় তাহলে ঘরচুক্তি কর আমার হাফ দিতে হবে আনটিল অ্যাণ্ড আনলেস ইট বিকামস ইকোয়েল। ইকোয়েল যদি হয় যতদিন পর্যন্ত, যে কাল পর্যন্ত কোন

প্রজার চাষের ভূমির খাজনার ঘর চুক্তি করের তুল্য না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ঘরচুক্তি করের অর্ধাংশ দিতে হবে। আর যদি বেশী হয়ে যায় চাষের ভূমির কর ঘরচুক্তি করের তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক হওয়ার পর যে পার্বত্য প্রজা, জুমিয়ারা পরিত্যাগ না করিবে সে প্রজা ভূমি রাজস্বের অতিরিক্ত নির্দ্ধারিত হারের ⅓ অংশ পরিমাণ ঘরচুক্তি কর প্রদান করিবে। যদি তাদের rentটা ঘরচুক্তি করের বেশী হয়ে যায়, যে জমির জন্য আমি খাজনা দিচ্ছি, সেই জমির rent যদি আমি যে ঘর চুক্তি কর দেব তা থেকে বেশী হয় তবে আমি ঘরচুক্তি করের ⅓ অংশ দেব। কাজেই that the different between who are permanently Jumias. একমাত্র জুম চাষের উপর নির্ভর করে চলতে হবে. আর যারা হাল চাষ করবে, জুমের কৃষিকার্য্যও করবে এই রকম একটা different relation তাদের মধ্যে আছে এবং সেই different থাকার ফলে সুবিধা হচ্ছে এই perfect জুমিয়া কারা আমরা বুঝতে পারি। কেননা, perfectly জুমিয়া যারা তাদেরকে full amount ঘরচুক্তি কর দিতে হবে, আর যারা partially হাল cultivation করে, তাদের যদি খাজনার হার ঘরচুক্তি করের কম হয় তাদের দিতে হবে half of the amount of the ঘরচুক্তি। কাজেই এর মধ্যে আমরা differentiation পাই, যাদের classification হচ্ছে, যাহারা exclusive জুম চাষে অভ্যস্ত, the entire amount ঘরচুক্তি তারে দিতে হবে। আর partially যারা জুম চাষও করে আবার হাল চাষও করে তাদের খাজনার হার যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরচুক্তি হারের সমান হচ্ছে, until and unless it will become equal তা হ'লে তাদের ½ ভাগ হারে দিতে হবে, আর যদি equal এর চাইতে একটু বেশী হয়ে যায়, অর্থাৎ আমার যদি এত জমি থাকে তাহ'লে খাজনার হার ঘরচুক্তি করের বেশী হয়ে যায়, আমাকে দিতে হবে one third of the rate of ঘরচুক্তি tax. কিন্তু বর্তমান আইনে সেটি একেবারেই উঠে যাচ্ছে। তার ফলে হচ্ছে কি? আমার দখলে যদি আমি একটি জুমও করি তাহ'লে আমাকে equal quantity of Jhum tax দিতে হবে। তাহ'লে একটা অসুবিধা দাঁড়াচ্ছে এই যে perfectly Jhumia কে, আর কে জুমিয়া নয় তার একটা গোলমাল এসে যাচ্ছে। কারণ আমরা জানি Jhumia settlementএর জন্য ঘরচুক্তির যে আদায় পত্র বা রসিদ, (it is one of the document) যে হারে যার জন্য জুম ঠিক করা হয় যা করে জুমিয়াদিগকে rehabilitation দেওয়া হয়। কাজেই বর্তমান আইন অনুযায়ী every one যার বহু জমি আছে, ৩/৪ দ্রোণ, আমি সেটি হাল কার্য করি, আর একটি হয়তো টিলা landএ আমি জুম করি আমার বাড়ীর কাছেই। I am also a Jhumia because I pay the full rate of Jhum tax for the purpose of Jhum. এই যে differenceটা উঠে যাওয়া কি ভাল হবে? আমার মনে হয় এটা উঠে যাওয়া ভাল নয়, কেননা তাদের কে জুমিয়া, কে জুমিয়া নয়, it is the partinent question, আমাদের জুমিয়া settlementএ আমরা অনেক সময়ে দেখি যে those were not jumia they are taking the facilities of the jumia rehabilitation। কাজেই

এই যে differentiationটা সেটা পূর্বেও ছিল যে জুমিয়াদের full rate দিতে হবে। কিন্তু যারা হালচাষ করে জুম কৃষিকাজ যারা করে তাদেরকে differentiationটা দিতে হবে in some cases half. যতক্ষণ পর্যন্ত equal না হয় আর তাদের দিতে হবে one third. কিন্তু বর্তমান আইনে we are taking away this differentiation and making a flat rate of Rs. 3/- in cases of jumias. হারটার কথায় এখন আমি আসছি না, হারটার কথায় পরে আসব। আমি কেবল classificationটা পড়ে যাচ্ছি। এই classification না থাকার দরুণ আমাদের একটা অসুবিধা হবে যে জুমিয়া কে, কে জুমিয়া নয়। আমরা সেটি realise বা স্থির করতে পারব না। কেবল perfectly সে জুম জুমিয়া জুমের উপর নির্ভর করে যাদের একমাত্র চলতে হচ্ছে, সেও ৩৲ টাকা ঘরচুক্তি দেবে আর যে partially জুম settlement করে, তাকে ও ৩৲ টাকা ঘরচুক্তি কর দিতে হবে। কাজেই আমাদের পক্ষে কে জুমিয়া, কে জুমিয়া নয়, সেটা ঠিক করা কঠিন কাজ হবে এবং সে জিনিষটা প্রকাশ করছে সেই সমস্ত differentiation থাকা সত্বেও অনেক সময় যারা perfectly jumia নয় তারাও জুমিয়া rehabilitation পাচ্ছে। আমাদের ব্যাপারে এগুলি আরও complicated হয়ে দাঁড়াবে বলে আমি মনে করি, যদি তার মধ্যে আমরা কোন রকম differentiation না রাখি। আর একটা কথা হচ্ছে এখানে যে হারটা আছে তা ঐখানে নেই, যে হারটা এখানে বলা হয়েছে পার্বত্য rule 14 of old ঘরচুক্তি আইনে পার্বত্য প্রজাগণের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় নির্বিশেষে ঘরচুক্তি করের বিধানে হার নির্ধারিত আছে অনুরূপ বিধান না হওয়া পর্যন্ত তাহারা সেই নির্ধারিত হারে ঘরচুক্তি কর প্রদান করবে। কাজেই it presumes that there is another notification or order of the Maharaja যেখানে ঘর চুক্তি করের বিধান স্থির করা আছে। এখানে repeal এর মধ্যে আমি পাচ্ছি যে একটা ১৩৪৭ T. E যেখানে top of Dumboorএ যাদের ৪৲ টাকা করে addl. tax দেওয়ার একটা বিধান আছে former Ruler of Tripura dated 16. 12. 1347 T. E. সেখানে ডম্বুরের উপর যারা আছেন তাদের addl.

tax of Rs. 4/- for the area situated on the top of Dumboor and Dumboor hills সেটা repeal করার provision হয়েছে। কিন্তু এই আইনে দেখতে পাচ্ছি সে আইনের পূর্বেও একটা হার ছিল এবং বর্তমানের এটা সেই পুরানো আইনের sec. 14এ বলে গেছে যে সেই নিদ্ধারীত হারে ঘরচুক্তি কর প্রদান করিতে হবে। কাজেই কি হারে এই ঘরচুক্তি করের orderটা ছিল সেটা দরকার সেখানে repeal করতে হবে। কেননা এই আইনটা, it is not by it self sufficient. এই আইনে দেখা যায় আরও একটা ঘরচুক্তি করের হারের notice ছিল by the ruler এবং সেই হার অনুযায়ী ঘরচুক্তি কর আদায় করা হবে। সেটি sec, 14 of the ঘরচুক্তি কর. পার্বত্য প্রজাগণের ঘরচুক্তি কর সম্বন্ধে আইন। কাজেই আবার যদি repeal করতে হয় তবে সেটিও repeal করতে হবে। I am not as present আমি সেটি দেখেছি imposition order of the ruler যার দ্বারা

ঘরচুক্তি করের বিধানে হার আছে। তবে asper as I collecteed ঐ বিধানে হার আছে কোন খানে ৬ টাকা দিতে হয়, আবার কোন খানে সম্প্রদায় বিশেষে বিধানে হার আছে। কিন্তু সেই আইনটা, সেই order টা repeal করতে হবে। সেটা আমরা repeal করছি না, কিন্তু আমরা repeal করছি কোনটা ? Act 4 of 1329 TE. আর একটা repeal করছি order of former ruler dated 13/16. 12. 1347 TE. এটা হচ্ছে 1329 এর আইন এবং 1347এ মহারাজার একটা আদেশ আছে সেখানে ডম্বুরে যারা আছেন তাদের জন্য addl. tax এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। We are repealing only two—one law anther order। কিন্তু আমি দেখছি 1339 এর পূর্বেও একটা order ছিল যে order এর অনুবলে ঘরচুক্তি করের একটা হার নির্দ্ধারিত ছিল এবং Sec. 14 of ঘরচুক্তি আইন বলছে যে ঐ order অনুযায়ী সে হার দেওয়া আছে, সেই হার অনুসারেই ঘরচুক্তি কর আদায় করা হবে। কাজেই that order of the Maharaja will also be repealed এবং সেই orderএ আমাদিগকে দেখতে হবে যে কি কি diffrentiation করা হয়েছে। কাজেই এখানে আমরা দেখছি ঘরচুক্তি করের orderটা আমরা repeal করছি। কাজেই এখানে আমরা দেখছি ঘরচুক্তি করের যে অর্ডার, সেই অর্ডারটা আমরা রিপীল করছি। সেটা যদি রিপীল না করি তাহলে ইট ষ্ট্যাণ্ডস গুড। কাজেই আমাদের যে অর্ডার যে অর্ডারের বলে বিভিন্ন হার প্রবর্তিত ছিল, সে অর্ডারটিকে রিপীল করা হবে, কেননা এই যে আইন ইট ইজ নট বাই ইটসেলফ সেল্‌ফ কন্টেণ্ড। সেক্‌শান ১৪ রেফারেন্‌স টু ঘাট অর্ডার হুইচ ইজ বিফোর ১৩২৯ টি, ই, সেখানে ঘরচুক্তি আইনের বিভিন্ন হার নির্ধারিত আছে। কাজেই আমাদের সেই অর্ডার যে অর্ডারের বলে মহারাজা বিভিন্ন হার নির্ধারিত করেছেন সেটাকে রিপীল করতে হবে। কাজেই আমি বলছি যে এটা রিপীল না করলে পরে আমরা সেটাকে রিপীল করতে পারবনা। এই হল আমার সেকেণ্ড কন্টেনশান। থার্ড কন্টেনশান হল এসেসমেন্ট। এসেসমেন্টের একটা প্রভিশান আছে, এখানে পুরান কাগজ পত্রে দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা খানসুমারী হল সরকারের প্রাপ্য। (সেকশান ১২) ঘরচুক্তি করের পরিমাণ নির্দ্ধারনার্থে পার্বত্য প্রজাগণের খানার সংখ্যা নির্ণয় করিয়া যে করের তালিকা প্রস্তুত করা হয় তার নাম খানাসুমারী। পার্বত্য প্রজাগণের একান্নভুক্ত স্বতন্ত্র পরিবারকে খানা বলা হয়। এখানে অনেকটা ফেমিলির যে ডেফিনিশান তার মধ্যে থেকে কিছুটা নেওয়া হচ্ছে। Family means relation to a person, wife and husband or such person as his children, grand-children, parent and brothers. শুধু ব্রাদার্স বা কেন, সিষ্টারা কোথায় যাবে ? যদি ব্রাদার বলতে আনমেরিড ব্রাদার বুঝায়, তাহলে আনমেরিড সিষ্টাররা কোথায় যাবে, তারা কি পরিবারের বাইরে চলে যাবে ? তার পর আছে in case of a joint Hindu family any number of such family. কেবল হিন্দুদের বেলায় কেন, আমি জানি অনেক খৃষ্টান আছে, অনেক ট্রাইবেল আছে, বুদ্ধিষ্ট আছে, জৈন আছে—জৈন হিন্দু ফেমিলি হলে এনি মেম্বার অব্‌ সাচ্‌ ফেমিলি। হাউ ইট ইজ পসিবল। হিন্দু হলে এনি মেম্বার এসে যাবে। কিন্তু যদি খৃষ্টান হয়—তাদের একান্নভুক্ত পরিবার আছে।

পূর্বে যেটা ছিল একান্নভুক্ত স্বতন্ত্র পরিবারকে খানা বলা হয়, ইট ওয়াজ মোর বিফিটিং। সেখানে বলেছে যে একান্নভুক্ত পরিবার লিভিং ইন এ কমন মেস্ যারা থাকে তাদের সকলকেই একটা পরিবার বলতে হবে। এখানে আমরা করলাম কি—ফেমিলি ইন রিলেশান টু এ পার্সন. ওয়াইফ এণ্ড চাইল্ড্রেন, অর সাচ পার্সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড চিলড্রেন, প্যারেন্ট এর পরে একটা ব্রাদার নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু সিস্টাররা কোথায় যাবে এবং এর পরে বলা হচ্ছে যে in case of Hindu joint family any member of such family. সেটা কেন? হিন্দু জয়েন্ট ফেমিলি শুধু থাকতে পারে, খৃষ্টান অনেক একান্নবর্তি পরিবারে আছে ট্রাইবেলদের মধ্যে তাদের অবস্থা কি হবে? কাজেই এই যে ফেমিলির ডেফিনিশান, ইট ইজ নট পারফেক্ট। আমার মনে হয় পুরাতন ডেফিনেশান যেটা ছিল যে পর্বতা একান্নভুক্ত পরিবারকে খানা বলা হয়, ইট ওয়াজ মোর অ্যাপ্রপ্রিয়েন্ট। এখন আমি বলছিলাম মীনস্ অব এসেস্মেন্ট—কি করে সেটা করতে হবে। এখানে খানাসুমারী বলে একটা কথা আছে কিন্তু খানাসুমারী কিভাবে হবে আমি এই পুরানো আইনের মধ্যে কিছু পাচ্ছিনা। এখানে একটা কথা আছে যে এসেস্মেন্ট করতে হবে—ভাল, কিন্তু এসেস্মেন্ট করে হবে তার ঠিক নেই। আজকে আমি টিলায় জুম চাষ করতাম, কিন্তু পরে যদি আমি জুম কালটিভেশন অ্যাবাণ্ডান্ করি তাহলেও আমাকে ঘরচুক্তি কর দিতে হবে। আমার নাম একবার এসেস্মেন্টে উঠলে পরে কি করে এসেস্মেন্ট থেকে বাদ যাবে তার কোন প্রভিশন আমি এটাতে পাচ্ছিনা। একটা কথা বলা হয়েছে যে Collector may any time amend the assesment list. কিন্তু আমি একবার জুম চাষ করে তারপর আর করলাম না—আমার নাম একবার লিষ্টে উঠল (যা সাধারণত: হয়ে থাকে) সেটা বাদ দেওয়ার কোন প্রভিশন নাই, সব সময়েই আমাকে ঘরচুক্তি কর দিতে হবে। কাজেই সেটার ইম্প্রুভমেন্ট দরকার। কাজেই এসেসমেন্টটার একটা টাইম লিমিট থাকা দরকার। আমি বলি যে সেটা অ্যানুয়েলি এসেস্মেন্ট হওয়া দরকার, বছর বছর দেখা দরকার যে তারা সেখানে জুম করছে কিনা? এবং যদি না করে থাকে, অন্যত্র কোথাও যদি তারা জুম করে তাহলে সেটা অ্যাসেস্মেন্ট করে নিতে হবে। কাজেই এই যে প্রভিশন যে এই ডেফিনিট টাইমের মধ্যে অ্যানুয়েল এসেস্মেন্ট করতে হবে সেটার জন্য একটা প্রভিশান থাকা দরকার এবং যেখানে যেখানে এসেস্মেন্ট করা হয়েছে—লিষ্ট নাম তোলা হয়েছে সেখানে সেখানে তারা যদি জুম চাষ না করে, কি করে তাদের নাম তোলে নিতে হবে সেটা দেখা দরকার। এটা শুধু এই ব্যাপারেই নয়, ফরেষ্ট ভিলেজারস যারা টাংগিয়া সিষ্টেমে জুম করে, সেটা সরকারী কাজ কিন্তু সেখানেও—সো ফার ইনফর্মেশন আমি কালেক্ট করেছি, তাদেরও ঘরচুক্তি কর দিতে হচ্ছে। এখানে আমরা দেখছি যে হদার এবং জুলাই প্রজা যে সকল প্রজা রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে সরকারের কার্য্য করবার নিমিত্ত ঘরচুক্তি কর থেকে বর্জিত থাকে তাদেরকেই হদার বলে। উক্তবিধ কার্যকে হদার কার্য বলে। There are some exemption; সরকারী কার্য করবার নিমিত্ত রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে যারা কাজ করে তাদের হদার বলা হয় এবং তারা ঘরচুক্তি কর থেকে বর্জিত থাকে। কাজেই যারা ফরেষ্ট

ভিলেজাস , ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অর্ডারের বলে জুম চাষ করে এবং জুম চাষ করার সংগে সংগে ফরেষ্ট প্ল্যানটেশন করে। ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশন হয়ে গেলে তারা সেখানে জুম চাষ করেনা, কিন্তু তাদেরও ঘরচুক্তি কর দিতে হয়। কাজেই আমি বলি there should be some sorts of exemption. আমাদের যে এক্সাম্পশানের প্রভিশন আছে তার মধ্যে আছে, if the family occupying Jhum cultivation or house abandones Jhum cultivation of that land or abandones that house should be exempted from that tax, যদি আমি জুম কালটিভেশন ছেড়ে দেই তাহলে আমাকে জুম ট্যাক্স দিতে হবেনা। কিন্তু যদি আমি সরকারের কাজের জন্য কোন জুম চাষ করি যেমন টাংগিয়া সিষ্টেমে ফরেষ্ট ভিলেজাস', ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের অর্ডারে—আমার যতটুকু মনে হয় তারা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা পয়সাও পেয়ে থাকে, আমি জানিনা what is the actual position, যদি তারা জুম চাষ করে তাহলে কেন তাদের জুম ট্যাক্স দিতে হবে, কিন্তু তাদের বর্ত্তমানে দিতে হচ্ছে। কেননা এখানে পূর্বে যে এক্সাম্পশান ছিল ঠিক হদার মধ্যে তারা পারেনা কিন্তু তারা রাজ প্রজা, রাজ সরকার ভিন্ন রাজ পরিবার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী কার্য করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত পার্ব্বত্য প্রজা নিয়োজিত থাকে তাদের জুলাইয়া প্রজা বলা হয়। হদা বা জুলাইয়া প্রজা তারা নয়। টাংগিয়া সিষ্টেমে তারা জুম চাষ করে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যারা সরকারী কার্যের জন্য সরকারী লোকের দ্বারা নিযুক্ত হয় এবং জুম চাষ করে জাষ্ট আজ ফরেষ্ট ভিলেজাস'—they should be exempted from 'GHAR CHUKTI' tax.

Shri M. L. Bhowmik :—ফরেষ্ট ভিজেলাস' যারা তাদের ঘরচুক্তি কর দিতে হয়না।

Shri Birchandra Deb Barma :—Where is that exemption clause ? 'Every one who is to make jhum cultivation is liable to pay House-Tax', There is no exemotion that the forest villagers would not be liable to give House-Tax. There is no such exemption clause. আমি বলছি একটা একসাম্পশান থাকা দরকার যে যারা সরকারী কার্য্যে জুম কালটিভেশান করবে—কেননা ফরেষ্ট পরিস্কার করতে গেলে ফার্ষ্ট ইয়ারে জুম করতে হয় এখানেও তাদের একসামম্পশান থাকা দরকার, কিন্তু এখানে একসাম্পশান নাই। কেননা এখানে বলা হয়েছে যে 'প্র্যাকটিজিং জুম' যে কেউ, shall be charged for every year House-Tax at the rate of Rs. 3 per annum for each family for taking Jhum caltivation of any land at any time during the year. যেকোন জায়গা যদি আমি জুম কালটিভেশান করি যে কোন সময়ে বছরে আমাকে ঘরচুক্তি কর বা হাউস ট্যাক্স দিতে হবে। ফরেষ্ট ভিলোজাস' যারা ফরেষ্ট ল্যাণ্ডে জুম কালটিভেশান করবে তারা যে এক্সামপটেড হবে তার কোন প্রভিশান এখানে নাই কিন্তু আমার মনে হয় they should be exempted. ছৈতুল হচ্ছে অলাদা। গমনাগমন উপলক্ষে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে সংগীয় জিনিষপত্র পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য পথ প্রদর্শক হিসাবে পার্ব্বত্য প্রজাকে সংগে নেওয়া হয় তাকে ছৈতুল বলে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে

যে যারা সরকারী কাজে জুম চাষ করবে তাদের জন্য একটা একসাম্‌শান থাকা দরকার—there should be some short of exemption—তাদের যাতে জুম ট্যাক্স না দিতে হয় তার জন্য একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার।

তারপর আর একটা বলেছি যে ডিফারেনসিয়েশান থাকা দরকার। আর পার্টিকুলারলী জুমিয়া যারা, এক্সক্লুসিভলী জুমিয়া যারা তাদের ক্ষেত্রে বর্তমানে যেটা তিন টাকা করা হয়েছে আমি বলব যে এটা কমেছে। পূর্বে বেশী ছিল। এখন কমেছে কিন্তু ঐ ডিফারেনসিয়েসানটা ভাল হয় নাই। কাজেই পূর্বে যারা ভাল চাষ করত তাদের একটা ডিফারেন্সিয়েসান আছে। পারফেক্টলী জুমিয়া যারা তাদের ফুল ঘরচুক্তি কর দিতে হয়। যারা পার্শিয়ালী জুমিয়া, পার্শিয়ালী কালটিভেটরস তাদের ঐযে হাফ পর্যন্ত ইকোয়াল না হওয়া পর্যন্ত তাদের হাফ দিতে হবে এবং ঘরচুক্তি করের বেশী হয়ে গেলে তাদের ওয়ান থার্ড দিতে হবে।

Mr. Speaker :—While appreciating the systematic ways which the Hon'ble Member is giving in the subject I would request him to avoid repeatation so that we may save some time.

Shri Birchandra Deb Barma :—Of course I will be abided by the rulings of the Speaker. আর একটা কথা আমি বলছিলাম যে সাব সেকসান 3 of sec. 8 সেটার ওয়ার্ডিংএর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the Assembly while it is in session for a total period of not less than 14 days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions aforesaid the Assembly makes any modification in the rule or beside that the rule shall not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified foim orbe of no effect, as the case may be so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validatity of anything previously done under that rule. এখন দুইটা সেসনে যদি হয় কারণ আমাদের সেসনগুলি একটু অল্প দিনের জন্য হয়। নট লেস স্থান ফোরটীন ডেজ তাকে রাখতে হবে। এটা টু অর মোর সাকসেসিভ সেসানেও রাখতে হবে। এটা ঠিক প্রভিশনটা কিভাবে হচ্ছে, সেকশান 8 এর সেকশান থ্রি সম্পর্কে আই হ্যাভ সাম সর্ট অব ডাউট। এটা আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আর একটা কথা সবশেষে আমি বলতে চাই। আই হ্যাভ স্পোকেন অলমোষ্ট অল দি কনট্রোভার্সিজ যেটা উঠতে পারে। কাজেই আমার মনে হয় ইন ভিউ অব অল দিজ ম্যাটারস এটা ফট করে আইন না করে এটা যদি আমরা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাই এবং আমরা যদ টেক্ এভিডেন্স এই সম্পর্কে যে সমস্ত বিষয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে এটাকে মোর কম্প্রিহেনসিভ করার চেষ্টা করি আই থিনক যে আমরা মোর কম্প্রিহেনসিভ ভাবে এবং মোর কনসিসটেনটলী উই থিংক এই আইনটাকে তৈরী করতে পারব। ঠিক সেজন্য before considering at once and passing it, I think that this bill should be referred to the Select

committee of the House and after the recommendation of the select committee to which all these inconsistencies may be looked into and attempt may be made to perfect the bill so that all these inconsistencies may be removed তাহলে এটা সবচাইতে ভাল হবে বলে আমার মনে হয়। So saying I move that this Tripura Tribal Inhabitants House-Tax Bill, 1965 referred to here be referred to the Select Committee of the House.

Mr, Speaker—Any other from the left ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এখানে মুভ করেছেন ইহা অত্যন্ত যুক্তি সংগত। কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই আইনটা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে যদিও আগে মহারাজার আমলে বিভিন্ন ট্রাইবস্ বিভিন্নভাবে অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তহশীলদারেরা নিজেদের ইচ্ছামত বিভিন্ন ট্রাইবসের উপরেই এই ঘরচুক্তি খাজনাগুলি আদায় করছে, সেগুলি খুব অসম ব্যবস্থা ছিল। তার একটা সমান ব্যবস্থা করার জন্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই আইনটা, তা যদি সুষ্ঠু ভাবে ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের চালু করতে হয় তাহলে তার সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করেই আইনটা উপস্থিত করা দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ একটা কথা পরিষ্কার, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে যে সমস্ত নন-ট্রাইবেল যারা কোনদিন জুম দেখে নাই, এখানে এসে তারা হয়ত জীবনধারণের প্রয়োজনে, তারাও কোন কোন ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি প্রায় সর্বত্র, অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাই, তারাও বাধ্য হয়ে জুম করতে আরম্ভ করেছে; কাজেই এই আইনের দিক দিয়ে, যেটা আমরা আইন হিসাবে এখানে উপস্থিত করেছি, শুধু জুম করাটাই এই ঘরচুক্তি আদায়ের যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে যারা জুম করবে, শুধু ট্রাইবেল না রেখে যারা যারা জুম করবে তাদের উপর এই আইনটা প্রযোজ্য হওয়া দরকার। কাজেই ঐ দিক দিয়ে বিবেচনা করে যাতে আইনটা নিখুঁত হয় এবং সামগ্রিক বা সার্বজনীন ভাবে যাতে আমরা এটা করতে পারি বিশেষতঃ একটা ট্রাইবস্ বা সম্প্রদায়ের উপর না করে যাতে আইন হিসাবে ব্যবহার করা যায় সে জন্য আমরা তাড়াহুড়া না করে এই আইনটা যাতে বিশেষ ভাবে বিচার বিবেচনা করবার জন্য সুযোগ পাওয়া যায় সেই জন্য এই বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হউক। এই জন্য এই অ্যামেণ্ডমেণ্টটা আমি সমর্থন করি।

Mr. Speaker—Any other member from the right ?

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে যে আজকে আদিবাসী অর্থাৎ ট্রাইবেল হাউস ট্যাক্স বিল সম্বন্ধে যে বিরোধী দল থেকে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে সেটার পক্ষে আমি মত দিতে পারছি না। তাঁরা যে যুক্তি দেখিয়েছেন এটার বিপক্ষে আমি দুয়েকটা কথা বলব; তাঁরা যে নন-ট্রাইবেল সম্বন্ধে দুয়েকটা কথা বলেছেন যে নন-ট্রাইবেলরাও জুম করে কিন্তু ট্রাইবেলদের উপরই ট্যাক্সটা ধরা হয়েছে নন-ট্রাইবেলকে ধরা হয় নি, এটা ঠিক নয়। নন-ট্রাইবেলরা

জুম করে না। তবে তাদের যে জোত আছে, জোতের সঙ্গে যদি কোন টিলা বা লুঙ্গা থাকে সেটা জোতেরই অংশ। সেটা তারা হয়ত কোন কোন আবাদ অনুষ্ঠান করে হয়ত ফসলাদি করে। কিন্তু তাদের খাজনা দিতে হয়, গভর্ণমেন্টকে খাজনা দিতে হয়। তার জমিটা খাসের নয়। তাছাড়া যারা জুম করে তাদের বেলা যে ট্যাক্সটা ধরা হয়, যারা জুম করে না সেটা যাদের জোত ল্যাণ্ড আছে, তাঁরা যে যুক্তি দেখিয়েছেন যে যারা হালচাষ করে বা জুম খানিকটা করে তাদের বেলায় এটার পার্থক্য হয় কিনা। আমি বলব যাদের জায়গা জমি আছে তাদের সেই তৌজিপত্র এবং সরকারের ঘরে তাদের রেকর্ড পত্র থাকে। অতএব তাদের বেলায় জুম ট্যাক্স ধরা হবে এ কোন যুক্তিসংগত কথা নয়। যারা জুম করে তাদের বেলায় আগে ছিল ৫ টাকা না কত, এখন তার থেকে আমি দেখছি অনেক কম। আর যে আইনটা এখানে আনা হয়েছে আমি বলব ট্রাইবেলদের পক্ষে খুবই ভাল হয়েছে। তারা বরং সুবিধা পেয়েছেন, কেন না আগে আদিবাসীরা যে জায়গায় বাস করত তাদের বাড়ীর জায়গাটা কখনও তাদের জোতের মধ্যে ছিল না, বেশীর ভাগ দেখছি আমি সেটা একটা মস্ত বড় টিলায় হয়ত ২/৪ ঘর বাস করত। সেখানে তাদের এটা খাস জয়গা ছিল। তারা কোন ট্যাক্স দিত না। কিন্তু জুম তারা করত। যারা জুম করত তারা একটা ট্যাক্স দিত মহারাজাকে। কিন্তু এখন তাদের রাইট এসে যাচ্ছে। সেই টিলার অধিকার তারা পেয়ে যাচ্ছে। সেটেলমেন্টের পরে সেটা তাদের জোত সাব্যস্ত হচ্ছে। তাদের বেলায় জুমিয়া ট্যাক্স আসতেই পারে না। আবার উনি বলেছেন ফরেষ্ট ভিলেজারদের বেলায় ট্যাক্স নেই। এটা কিন্তু ঠিক নয়। ফরেষ্ট যে জায়গাটা নেয় বাগান করবার জন্য, বিভিন্ন জায়গা থেকে জুমিয়া কেন বিভিন্ন ট্রাইবেলরা সেখানে কাজ করতে যায়, সেখানে তাদের জুম ট্যাক্স দিতে হবে, হাউস ট্যাক্স দিতে হবে, এটা কোন কথা নয়, কেননা তারা এসে কাজ করে চলে যায়। বরং ফসলটা তারা নিয়ে নেয়। ফরেষ্ট থেকে তারা একটা সুবিধা পায়। আর যে বছরটা তারা সেখানে ফসল করে সেই ফসলটা তারা নিয়ে যায়। তাদের বেলায় ট্যাক্স আসতে পারে এটা আমি ভাবতেও পারি না। (এ ভয়েসঃ আইন দেখুন) আইনের কথাই আমি বলছি। যেটা বাস্তব সেটাই আমি বলছি। তাছাড়া যারা জুম করে, জুম করতে চায় তাদের বেলায় একটা ট্যাক্স ধরা হয়। তাছাড়া এখন যে আইনটা আমাদের এখানে এসেছে সেটা ট্রাইবেলের পক্ষে কোন অংশেই আমি অতিরিক্ত বলে মনে করি না। মনে করি না এইজন্য যে এখানে উনারা বলেছেন ভাগাভাগি তারতম্য করতে হবে। তারতম্য করার কোন যুক্তিই এখানে নাই, যেহেতু জুম সেটেলমেন্ট দেওয়াটার পক্ষে সরকার নয় এবং তাঁরাও স্বীকার করছেন আস্তে আস্তে জুমিয়া পুনর্বসতি দিয়ে জমির সংগে ওদের সম্বন্ধ করা হচ্ছে। অতএব এখানে আমি বলছি, যারা জুম করে তাদের বেলায় যে ট্যাক্সটা ৫ টাকা থেকে ৩ টাকা ধরা হয়েছে, কেউ হয়ত ১ দ্রোণ জুম করে, কেউ হয়ত ২ দ্রোণ করে আবার কেউ হয়ত ১০ কানিও করে—ওদের বেলায় একই হারে ৩ টাকা ধরা হয়েছে। সেটা তাদের পক্ষে অতিরিক্ত কিছুই হয় নাই। আর উনি যেভাবে সেখানে বলছেন সেটা বরং

তাদের পক্ষে অসুবিধা হবে যে খানিকটা অমুকে করছে, কারো হয়ত জোত জমি আছে আদিবাসী ভাইদের আমি দেখেছি। তারা হয়ত পাশাপাশি একটা জঙ্গলে তরীতরকারী, শাক্ সব্জী ইত্যাদি করে। কিন্তু তাঁরা যেভাবে এই বিলটার আলোচনা করছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ওদেরও জুমিয়া বলে ধরবার একটা পথ তাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তবে আমি বলব সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর জন্য যে প্রস্তাব তাঁরা করেছেন এটা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের মোটেই যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। এই বলেই আমি এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri M. L. Bhowmik.

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি যে বিলটি এই হাউসে উত্থাপন করেছি তার আলোচনা চলছে। এই বিলটি ত্রিপুরার পার্বত্য প্রজাগণের স্বার্থের জন্যই উত্থাপন করা হয়েছে। কারণ, মহারাজার আমলে, প্রাক স্বাধীনতার যুগে ত্রিপুরায় ঘরচুক্তি সম্পর্কে যে আইন প্রচলিত ছিল তা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। কারণ উপজাতীয়দের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিভিন্ন হারে কর দিতে হ'ত। এটাকে আমরা যদি ঘরচুক্তি সম্বন্ধীয় Act of 1929 দেখি তাহ'লে দেখতে পাব, সে সম্প্রদায়, বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন হারে সেই ঘরচুক্তি কর দিত। এই যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, প্রজাসাধারণের কর সম্বন্ধে ছিল সেটা ভারতীয় সংবিধান বিরোধী। মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র বাবু বলেছেন যে বর্তমানে এখানে শুধু পার্বত্য প্রজা-গণের জুম চাষ করে না, যারা non-tribal তারাও জুম চাষ করে, এবং তিনি ২/১টী লোকের নামও এই সভাতে উল্লেখ করেছেন, তারা tribal labour নিয়োগ করে জুম চাষ করাচ্ছেন। কিন্তু ব্যবস্থাটা ঠিক তা নয়, সেই non-tribal লোক জায়গাটা settlement থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছেন। টিলা ভূমি, সেই টিলাকে reclaim করার জন্য তিনি tribal labour engage করেছেন, to reclaim the land তিনি জুম চাষ করছেন to bring the whole land under plough, কিন্তু he is not making Jum cultivation but he is trying to reclaim the land by this progress। সেই জন্যই exemptionএর প্রশ্ন এখানে নেই, তাকে land revenue দিতেই হবে। আপনারা জানেন যে বর্তমানে আমাদের যে Land Reform Act হয়েছে, landএর classification অনুসারে তাকে খাজনা দিতে হবে। সে খাজনা তাকে দিতেই হবে, সে ঘরচুক্তি কর থেকে অব্যাহতি পায় আর না পায়, তাকে সেই land revenue দিতেই হবে। সেই আইনে এই কথাটা সুস্পষ্ট আছে যে প্রজা খাস land বন্দোবস্ত নিলো, তাকে সে জায়গাটা reclaim করার জন্য জুম প্রথা অবলম্বন করছে, তাকেও জুম কর দিতে হবে না তা নয়, তাকে land revenue যা দেওয়ার আইন অনুসারে তাকে তা দিতেই হবে। তিনি জুম করুন আর না করুন কিন্তু reclaim করছেন তো। আমি গোড়াতেই বলেছি, তিনি জুম চাষের উদ্দেশ্যে তা করেন না, তিনি জায়গাটা reclaim করার উদ্দেশ্যে তা করেছেন, কাজেই যারা non-tribal তাদেরকে

tribal এর পর্যায়ে ফেলা, তাদেরকে একই ভাবে আইনের আওতার মধ্যে আনবার চেষ্টা করছেন সেটি ঠিক নয়। তিনি যা করেছেন সেটি হচ্ছে reclamation for land. He is not entitled to any exemption তারপর তিনি বলেছেন যে এই রাজ্যে আমরা কি করলাম, যে হারে প্রবর্তন করলাম তাতে আগে যে অসুবিধা ছিল partially সে জুম করত তার যে খাস জুম ছিল তার বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন হারে দিতে হত। যেমন একটি জায়গায় উনি বলেছেন যে একজন একটা জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তার পাশাপাশি যদি লুঙা জায়গা থাকে এবং সে জায়গাতে তিনি যদি জুম চাষ করেন, তার যে জুমকর সেটা তিনি যে খাজনা দিবেন তার সমতুল্য না হওয়া পর্যন্ত তাকে ২ ভাগ দিতে হবে এবং বেশী হয়ে গেলে তাকে ৩ ভাগ দিতে হবে। এখন আমরা জানি নির্ধারিত করা আছে ৩৲ টাকা। এখন যদি যে হারে খাজনা দিচ্ছে তার থেকে যদি বেশী হয়, জুমের খাজনা, তাতে তার যে কি অসুবিধা, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। Practically যে সামান্য জায়গা যেটা তার খাস land বা খাস জোত যা তিনি for reclamation করার জন্য জুম পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন, সেটাকে প্রকৃতপক্ষে জুম চাষ বলা চলে না। যিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন সেটাও exemption করা হবে না।

Mr. Speaker :—The discussion will be continued after the recess.

The House stands adjourned till 2 pn.

Mr. Speaker —Consideration motion was being discussed. I would request the Deputy Minister Shri Bhowmik to continue his Speech.

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক (ডেপুটি মিনিষ্টার) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছিলাম যে Non Tribal যে প্রজা তারা পার্শ্ববর্তী জায়গার উপর—যে জায়গা তার বন্দোবস্তীয় তা যদি তারা জুম প্রথায় Reclaim করেন তাহলে পর তাকে জুম কর দিতে হবে না। কারন তিনি তার জোতের রাজস্ব দিচ্ছেন। কাজেই Non Tribal প্রজারা জুমিয়া প্রজার সংখ্যায় পড়ে না। কারণ তিনি দুরকম খাজনা, একটা Land Revenue এবং আর একটা জুম কর দিতে পারেন না। কাজেই মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র দেববর্মা যে বলেছেন, যে তাকে Doubly দিতে হবে—একবার জুম Tax এবং আরেক বার Land Revenue তা ঠিক নয়। আর তিনি বলেছেন যে Forest Reserveএ Forest villagers যে জুম করবে তার জন্য কোন রকম exemption এর ব্যবস্থা এই বিলে নেই। এই প্রশ্নটা এখানে আসেই না। কারণ Forest Reserve এর ভিতরে Plantation এর উদ্দেশ্যে তারা জুম করছে এটাও হচ্ছে reclamation of the Forest for Plantation purpose কাজেই যারা Forest villagers তাদের House Tax দেওয়ার প্রশ্ন এখানে আসে না। এবং এই জন্যই exemption এর কথা এই বিলে নেই। তারপর এই যে বিল এই বিলে আরেকটি বিশেষ প্রথা এই রাজ্যে চালু ছিল, সেট হচ্ছে পূর্বে পার্বত্য প্রজা যারা ছিল, যারা রাজসরকারে কাজ করত, রাজবাড়ীতে পারিশ্রমিকের কাজ করত, তাকে শ্রমের বিনিময়ে এই House Tax থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো।

এই যে প্রথা, এটাও এই বিলে রহিত করা হয়েছে। তারপর আরেকটি প্রথা—যে প্রথায় পার্বত্য প্রজারা যদি কোন সরকারী কর্মচারীর গাইড্ হিসাবে কাজ করত, যেমন পূর্বে রাজার আমলে করতেন, সেই গাইড পার্বত্য প্রজাকে জুম tax থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো। এই প্রথাটাও এই বিলে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই যে কয়েকটি আমাদের সংবিধান বিরোধী ব্যবস্থা, সেই সমস্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটানো হয়েছে এই বিলে। সেটা আমাদের পার্বত্য প্রজাদের স্বার্থের অনুকূলে। সর্বোপরি এই যে সমান একটি হার প্রবর্তন করা হয়েছে পার্বত্য প্রজাদের জন্যে. Tribal Inhabitantsদের জন্যে সেটা অত্যন্ত সময়োচিত। কারণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় খাজনার তারতম্য থাকতে পারে না। কোন করের তারতম্য থাকতে পারে না। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সকলকে যাতে একই হারে কর দিতে হয় তার জন্যে এই বিলে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেটা according to the Constitution. মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র বাবু বলেছেন যে সকলে মিলে সেই ঘরচুক্তির অংশ গ্রহণ করছেন। আমার মনে হয় এই কথাটার interpretation তার ঠিক হয়নি। কারণ Head of the family যিনি তাকেই এই Tax দিতে হবে। সকলে মিলে দিবে না। কাজেই সর্বদিক বিবেচনা করেই Tribal inhabitantsদের মঙ্গলের জন্য তাদের কল্যাণের জন্য এই বিলটি আমরা উত্থাপন করেছি। আশা করি এই বিলটি House গ্রহণ করবেন। তবে তিনি বলেছেন যে এটা select committeeতে দিয়ে তার পর যেন এই বিলটি আনা হয়। সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে এই বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পরেও আমাদের Assembly এই আইন amend করতে পারেন। কার্যাক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পর যখন আমরা কোন রকম anomaly বা error উপলব্ধি করব তখনও আমরা আইনকে amend করতে পারবো। তখনও আমাদের সুযোগ রয়েছে। অতএব বর্তমান অবস্থায় এটা select committeeতে পাঠিয়ে তারপর বিল House এ আনা ঠিক হবে না বলে আমি মনে করি। তারপর আরেকটি বক্তব্য আমি এই প্রসঙ্গে রাখছি যে collectorও ইচ্ছা করলে পর এই যে assessment তা যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে তিনি rectify করতে পারেন। সে ক্ষমতা এই বিলে আমরা তাকে দিয়েছি। অতএব after passing of this Bill when it will be enacted তখনো আমরা তার দোষত্রুটি যদি কিছু থাকে তা দেখতে পাব। অতএব তখনই মাননীয় সদস্যরা এই আইন amend করার জন্য প্রস্তাব আনতে পারেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Speaker :—Any one else from this side.

Sri Monchar Ali :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমাদের সামনে যে বিল আনা হয়েছে তা আমি সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের দুই একজন যে বিরোধীতা করছেন তার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলব। মাননীয় বীরচন্দ্র বাবু বলেছেন যে যারা non-tribal যারা জুম করবে তাদের নাম এখানে নাই এবং তাদের জন্য কিছু করার মত provision এই বিলে নাই। এইটা ঠিক নয় কারণ আজকে আমাদের ভূমিহীন যে প্রজা আছে তাদেরই জমি দেওয়ার মত জমি নাই। কাজেই সেই সব বিষয় চিন্তা করলে আজকে খাস জমিতে একমাত্র জুমিয়া ব্যতীত অন্যে চাষ করতে পারে

এমন কোন ক্ষমতা নাই। কারণ কেহ যদি সেই রকম জুম করে তবে সে আইনতঃ দণ্ডনীয় হবে। আজকে জমি যেভাবে settlement হচ্ছে তাতে যারা ভূমিহীন তাদের জমি দেওয়ার জন্য খোজ খবর নেওয়া হচ্ছে। সেইদিক থেকে চিন্তা করলে যারা non-tribal তারা জুম করবে অথচ তাদের থেকে tax আদায় হবে না একথা আসেনা। উনি আবার বলেছেন যে যারা নাকি জুম করে এবং জমি আছে তাদের যদি জুমের থেকে জমির খাজনা বেশী হয় তবে তাদের দুই ভাগ দিতে হয় এবং তার জন্য এখানে একটা provision রাখা উচিত ছিল। আজকে দেশের যে অবস্থা সেখানে যে যেরকম কাজ করবে সেই পরিমাণ খাজনা তাকে দিতে হবে। এটা সর্বত্রই আজকাল চলছে। এবং অতিরিক্ত যে জুম করবে তারজন্য আলাদা যে ঘরচুক্তি সেই জমিতে খাজনা দিবে। কাজেই আজকে এই দিকটা চিন্তা করলে দেখা যায় যে একজন দুইটা কাজ করবে অথচ একটার জন্য খাজনা দেবে সেইটা কোন দিনই চলা উচিত নয় এবং চিরকাল এইভাবে থাকা উচিতও নয় বলে আমি মনে করি। সেইজন্য আমি বলি যে, উনাদের যে বক্তব্য সেটা যেভাবে রেখেছেন সেইভাবে রাখা ঠিক হয়নি এবং আমার মনে হয় শুধু বিরোধীতা করার জনাই এইভাবে বক্তব্য রাখছেন। আজকে যদি বিশেষ কোন অসুবিধা হয় তার জন্য বিশেষ provision আছে যেটা D.M. বা Collector সংশোধন করতে পারেন। জনসাধারণের তরফ থেকে যদি কোন অসুবিধার কথা আসে এবং জনসাধারণ কোন অসুবিধা মনে করেন তবে D. M. & Collector এর নিকট যেতে পারেন। যদি জনসাধারণকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এই আইন করা হতো তবে D. M. & Collector কে এই ক্ষমতা দেওয়া হতোনা। যেহেতু সংশোধন করার Provision রয়ে গেছে সেই হেতু এই বিলটাকে Select Committee তে পাঠানোর কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করিনা। এই আমার বক্তব্য।

Mr. Speaker – Any one else other than the mover? No. Then I would call on the mover of the amendment Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma.—আমি বিলের merit সম্পর্কে যা বলা দরকার সেইটা House এর সামনে রেখেছি। Select committee তে প্রেরণ করার অর্থ বিরোধিতা নয়। এখন আমাকে যদি বলতে হয় যে Select Committee তে প্রেরণের অর্থ আইনের বিরোধিতা করা হচ্ছে। এইগুলির কোন অর্থ হয় না। কাজেই এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ারও দরকার হয় না। একটা প্রশ্ন arise করেছে যদি খাস land এ জুম করা হয় তারজন্য tax দিতে হবেনা। Where is the provision? তাতো আমি খুঁজে পেলাম না। Section 3 Sub-section I বলছে subject to other provision of this Act there shall be charged for every year—House tax at the rate of rupees three per annum on each family for taking part in Jhum cultivation of land at any time, during the year এই land এ এমন কোন কথা নেই যে এটা খাস land. কাজেই যদি কারো জোতের জায়গায় কেউ জুম করে তাহলে তাকে খাজনা দিতে

হবে না এটা আইনে আমি পাচ্ছিনা। এবং এর পরবর্তী সময়েও এমন কোন কথা নেই—একটা কথা আছে exemption এর মধ্যে Sub clause হচ্ছে, যেটা বলছে—"So long as House tax is payable under this Act in respect of any land occupied by a family, such a land shall not be liable to payment of land revenue to the Government. যদি House tax কোন land সম্পর্কে দেওয়া হয় সেই land এর land revenue দিতে লাগবে না। কাজেই Land Revenue দিলে তার house tax দিতে হবে না। এইসব কথা নয়, কথাটা হচ্ছে,—যদি home tax—ঘরচুক্তি কর কোন land সম্পর্কে দিতে হয়, সেই land সম্পর্কে তাকে খাজনা দিতে হবে না, this is the position; কাজেই এই কথার উল্টা এইটা নয় যে যাকে land revenue দিতে হচ্ছে, তাকে ঘর চুক্তি দিতে হবে না। এই কথাটা তা নয়। কথাটা পরিষ্কার যে ঘরচুক্তি কর যদি কোন land সম্পর্কে কেউ দেয়, সেই land সম্পর্কে তাকে land revenue দিতে হবেনা। He is exempted from Land Revenue to the Government in respect of the land for which he is liable to pay house tax. কিন্তু এর উল্টোটা সত্য নয় He is not liable to pay house tax in respect of land for which Land Revenue is payable, this is not true কথাটা হচ্ছে এই. যে Land সম্পর্কে Land Revenue দিতে হবে না—He will be exempted from paying Land Revenue of that plot of Land for which house tax is levyable কিন্তু এই কথাটা যদি উল্টায়ে বলা হয়। He is not be liable to pay house tax for this land for which Land Revenue is payable. This not true. কাজেই আমার কথা হচ্ছে whether in Khash Land or in jote Land of any one practice Jhum cultivation he will be liable for giving house tax. But if he once pay house tax in respect of any land for which he is cultivating Jhum taking two cultivation he will not be liable to pay revenue to the Government for that plot of land. সে Land Revenue দিতে থেকে exempted হল কিন্তু House tax থেকে Exempted হ'ল না। Jhum Cultivation করতে গেলেই House Tax দিতে হবে। But he will be exempted from paying Land Revenue to the Government. কাজেই এই সম্পর্কে যারা বলছেন যে reclamationএর জন্য লাগবে না, Khash land এর জন্য লাগবে না, আইনের মধ্যে এমন কোন provision আমি পাই নাই যদ্বারা he will be exempted. আর একথা বলা হয়েছে যে D. M. করতে পারবেন। D. M কি আইন বাহিরেকে কিছু করতে পারবেন? D. M. কি করতে পারবেন? D M. শুধু assesment এর listটি verify করতে পারবেন, কারো নাম কেটে দিতে পারবেন, কারো নাম add করতে পারবেন, insert করতে পারবেন। কিন্তু আইনে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তার বাইরে এক পাও যাওয়ার ক্ষমতা D. M. এর নেই। কাজেই "D. M. এর ক্ষমতা আছে, যে তিনি অনেক কিছু করতে পারবেন"—this is not true. He can not go beyond the Act. He is to do

every thing within the four corners of this Act. কাজেই এই সম্পর্কেও কোন কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই আমি আমার বুদ্ধি বিবেচনার ভিত্তিতে যে সমস্ত inconvenient দেখেছি, সেগুলি Houseএর সামনে তুলে ধরেছি এবং আমি মনে করি আমি যা বলেছি সেগুলির যৌক্তিকতা আছে এবং I shall try my level best to put it before the House. আর একটি কথা সম্পর্কে যা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে উনি বলেছেন যে একই Khash Landর উপরে যদি plough cultivation করে Land Cultivation করে তবে তাকে tax দিতে হবে না। দিতে হবে না কারণ তখন আইন ছিল না। কিন্তু এখন তাকে পুরাপুরি দিতে হবে। এখন একটা inconvenience দেখা দিবে যে pure Jhumia করো আর Partial Jhumia করো সেটা এখন আমরা Ascertain করতে পারবো না। আগে সেটা ascertain করার সুবিধা ছিল কারণ half tax যারা দিত না তুই যারা দিত তাদের automatically আমরা ধরে নিতাম they are not pure Jhuias কারণ তার একটা remetions সে পাচ্ছে because he is making one cultivation. কিন্তু Under the present Act. ঢালাওভাবে আমরা যখন সকলের কাছ থেকে tax নিয়ে নিচ্ছি, তখন এই যে Classification—যে pure jhumiaকে আর Partial Jhumiaকে তা আমরা ধরতে পারব না। কাজেই এর দ্বারা আমাদের jhumia settlement সম্প্রতি একটু গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে সেটা আমি House এর সামনে তুলে ধরেছি। কেননা কে pure Jhumiaকে parttial Jhumia তা আমরা ধরতে পারবনা। কাজেই এই দিকথেকে আইনের যে leakage আছে তা আমি House এর সামনে তুলেছি। I think the House will do what is needful for the benefit of the people. এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion on the Consideration motion is Over. I would now put the amendment to vote. Then I shall take up the main motion. The amendment was put and vote of lost.

Mr. Speaker :—I wonld now put the main motion to vote. The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Minister in charge that the Tripura Tribal Inshabitant (House-Tax) Bill, 1965, Bill No. 7 of 1965 be taken into Consideration at once··· ··· The main motion was put to vote and Carried.

I would now put the clauses of the Bill. Clause 2 do stand part of the Bill.

The motion was put to vote and carried.

Clause 3 do stand part of the Bill,

The motion was put to vote and carried.

Cluse 4 do stand part of the Bill,

Mr. Speaker.—The motion was put to vote and Carried.

Clause 5 do stand part of the Bill.

The motion was put to vote and Carried.

Clause 6 do stand part of the Bill.

The motion was put to vote & Carried.

Clause 7 do stand part of the Bill,

The motion was put to vote and Carried.

Clause 8 do Stand part of the Bill.

The motion was put to vote and carried.

Clause 9 do Stand part of the Bill.

The motion was put to vote and carried.

Clause 1 do Stand part of the Bill.

The motion was put to vote and carried.

The title do stand part of the Bill.

The motion was put to vote and carried.

Next business is the passing of "The Tripura Tribal Inhabitants (House-Tax) Bill, 1965. (Bill No. 7. of 1965.)

I would request the Hon'ble Minister-in-charge to move his motion for passing of the Bill.

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister)—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that 'The Tripura Tribal Inhabitants (House the Tax) Bill 1965—(Bill No. 7 of 1965.) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is that ' The Tripua Tribal Inhabitants (House-Tax) Bill, 1965. (Bill No. 7 of 1965) as satled in the Assembly be passed.

The Bill is passed.

Next item-presentation of the Report of the public Accounts Committee.

Next item in the list of business is the presentation of the Report of the Public Accounts Committee.

I would call on Shri Krishnadas Bhattacherjee, the Chairman of the public Accounts Committee to proved to present before the house the Report of the Public Account Committee.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker Sir before presenting the Report of the Committee on Public Accounts I beg to move in pursuance of provision under Rule. 183 of the Rules of procedure that the time for presentation of the Report of the Committee on Publice Accounts on the Audit Report of 1962, 1963 & 1964 of the erstwhile Tripura Territorial Council be extended upto the 15th November, 1965.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মোশনটি আমি রাখছি। আমাদের রিপোর্টটা প্রেজেন্ট করার যে টাইম ছিল তা দেরী হয়ে যায় কারণ আমরা আমাদের মিটিংগুলি ঠিক টাইম মত করতে পারিনি; কারণ আমাদের যে মিটিং হয় তাতে একাউন্টেন্ট জেনারেলের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাকে ঠিক সময়মত পাওয়া যায়না বলে টাইমটা extend করতে হয়েছে। আমি এই মোশানটি হাউসের সামনে রাখছি। আশা করি হাউস সেটি বিবেচনা করে পাশ করবেন।

Mr, Speaker :—I would now put the motion for extending the time to vote.

The motion was passed and so the extention was granted. I would now put the question. The question before the House is that time for Presentation Accounts Committee of the Report of the Public on audit report of 1962 1963 and 1964 of the erswhile Tripura Territorial Council be extended upto the 15th November 1965, which has been passed.

The report may be presented before the House,

Shri Krishnadas Bhattacharjee placed the report of the Public Accounts Committee on audit report of 1962, 1963 and 1964. of the erstwhile Tripura Territoial council before the House.

Mr. Speaker—Next item in the list of business is the presentation of the Report of the Committee on Estimates. I would call on Shri Krishnadas Bhattacherjee' Chairman of the Committee on Estimates, to proceed to present before the House the Report of the Committee on Estimates.

Shri Krishnadas Bhattacherjee presented the report of the Committee on Estimates before the House.

Mr. Speaker—The Report on the Committee of Estimates is closed. Now we pass on to the next item—. Private Members' Business (Resolution) Next item in the List of business is Private Members' Resolution I would

call on Shri Birchandra Deb Barma M. L. A. to move his resolution that—
"Where in the Tripura Land Reforms and Land Revenue Act. there is no provision for any right, title & interest of the non-agricultural land holder this, House is of opinion that necessary legilation should be made immediately for conferring right, title and interest upon non-agricultural land holder".

Shri Birchandra Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার, স্যার এই বিষয়টা সম্পর্কে আমি এই Houseএর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি by moving a Resolution. It is purely a legal matter তবে I feel it my responsibility to draw the attention of the House. এই সম্পর্কে একটা anomaly হয়ে গেছে। সেই anomaly quote করা হচ্ছে। Questionটা arise করছে যে এখানে non-agricultural land holderদের right title and interest সম্পর্কে এখন first I will refer to definition of Rayot has been given in Section 2(x).

Section 2(x) states that a person who wanted land for purpose of agriculture paying land revenue to the Government & includes his successors in the interest of such person. এখন রায়ত বলতে কি বুঝাবে সেটা define করে দিয়েছে, রায়ত হচ্ছে তারাই যারা for the purpose of agriculture, চাষের উদ্দেশ্যে জমি যাদের আছে সেই land revenue to Govt. the and includes the successors in the interest of such person অর্থাৎ চাষের জন্য জমি যাদের আছে একমাত্র তারাই হচ্ছে রায়ত এবং তাদের successor যারা তাদের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে যারা successor হবে তারাও রায়ত। কাজেই the definition of রায়ত is quite clear. Agricultural purpose এ যারা land own করবে তারাই রায়ত। এখন agricultural purpose ছাড়াও purpose আছে, non-agricultural purpose, dweling house এর purpose এ যারা land own করেন, manufacturing purpose এর জন্য land own করেন what will be their position? তাদের possition টা কি হবে? তাদের possition এর যারা so far the definition Rayat is concerned they are not included in it; কেননা particularly this question arises mostly in case যারা town area-র মধ্যে রয়েছেন তারা mainly for dwelling purpose land owned করেন, not for agricultural purpose. আমরা যারা town এ বাড়ীঘর করে আছি we own land for dwelling purpose, not for agricultural purpose. কাজেই রায়তের যে definition রয়েছে তাতে agricultural purpose ছাড়া অন্য purposeএ যারা যারা land own করবে তারা রায়ত হচ্ছেন না। এর জন্যই আমাদের দেখতে হবে এর পরের part II. Chapter 9, rights of Rayot in land, Section 99. Section 99এ

রায়তের কি কি right হবে সেটা সেখানে declare করা হয়েছে। For removal of doubts সন্দেহ অপনোদনের জন্য it is hereby declared that subject to other provision of this Act the rights of the Rayots in his land shall be permanent heritable and transferable. রায়তের যে right সেটা স্থায়ী হবে, সেটা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ওয়ারিশদের যারা heritable হবে তারা সেটার মালিক হবে and will be transferable, এবং সেটা বিক্রয় যোগ্য হবে, অন্যের কাছে হস্তান্তর যোগ্য হবে। এখন এই right টা হচ্ছে রায়তেদের। কাদের right রায়ত as defined as Section 2(x). রায়তের যে definition রয়েছে সেই defination হিসাবে যারা ভূমি দখল করে আছে বা যারা ভূমিদখলের মালিক তাদের কতকগুলো right দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে কি, রায়তদের যে right হবে সেটা permenent হবে, সেটা স্থায়ী হবে, সেটা heritable হবে সেটা ওয়ারিশান ক্রমে ভোগ দখল করবে এবং it will be transtrable, এটা হস্তান্তর যোগ্য। কিন্তু what will be the case of those who are hoding land for non agricultural purpose? যারা non agricultural purpose এর জন্য ভূমি দখল করে আছে তাদের অবস্থাটা কি হবে? তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমি আগেই দেখালাম যে তারা রায়তের যে definition দেওয়া হল সেই definition এর আওতায় পড়েনা। Because we are not holding land for agricultural purpose. আমি বাড়ীঘর করবার জন্য যদি জমি দখল করে থাকি, আমি agricultural purposeএ জমি দখল করিনা। It is a simple fact. আমি যদি agricultural purpose এ জমি দখল না করে থাকি that I am not a Rayot is difined in section 2 (a) of land revenue & land reforms Act, আমি যদি rayot না হই আমার যে right non agricultural purposeএ যারা জমি দখল করে আছে তাদের permanent heritable, transferable যে কথা সেগুলি apply করছেনা। কাজেই আমার right কি, সেটা কি permanent কিনা আমি বুঝতে পারছিনা। আমার right কি heritable কিনা আমার ছেলেপিলে সেটা পাবে কিনা তা ও বুঝতে পারছিনা। কাজেই এখানে রায়তের যে definition আছে সেই definition অনুসারে যারা agricultural land hold করে আছে তাদের এই যে right parmanent heritable, transferable এগুলো তাদের উপর আসছেনা, বর্ত্তায় না। Rayot shall be entitled by himself, his servant under Ravot, Agent or other representatives to errect farm building, কি কি করতে পারবে? Agricultural purpose, যেমন agriculture এর জন্য agriculture এর farm building যেটা সেটা করতে পারবে গোলাঘর তৈয়ারী করতে পারবে, will Construct tank and make other inprovement. They are all for the betrer cultivation of the land for its convenient and profitable use. Agriculture এর জন্য সেখানে tank করতে পারবে improvement করতে পারবে for better cultivation of the land. সেই land টাকে যাতে আরো ভালভাবে চাষোপযোগী করতে পারি

তার জন্য ব্যবস্থা করতে পারব। কাজেই improvement বলতে যদি কেউ বলেন পাকা করলেই সেটা improvement হয়, তা হয় না। So far as the language of the section is concerned, সেখানে for the better cultivation of the land. Landএর ভালরকম চাষ যাতে করা যায় তারজন্য সেখানে improvement সে করতে পারে। The Rayot is likely to plant trees on his land occupied or to fell or utilise or dispose of timber of any tree on the land. গাছগাছড়া লাগাতে পারবে এবং সেগুলি to fell utilize, dispose ও করতে পারবে। এটা এখন অনেকখানে apply করা হচ্ছে না কোন কোন জায়গায় applied হচ্ছে। Not withstanding in Sub-section 1 shall not be entitled by law to use this land to the detriment of the adjoining land which is not his or in contravention of the provision অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী জমির অসুবিধা করে কোন রকম জমির use আমি করতে পারব না, to the decriment of the adjoining land তা আমি করতে পারব না, কাজেই একথাটার অর্থ হল এই রায়তের যে definition এবং তার যে সমস্ত incident দেওয়া হয়েছে, it is permanent, it is heritable, it is transferable, non-agricultural land সম্পর্কে এইগুলি পড়ছে না, এইগুলির আওতায় আসছে না, কাজেই we can not understand what is the fate of those persons holding land not for agricultural purpose but for dwelling purpose or for other purpose, say manufacturing purpose. What will be their fate, what interest they will have in their own land whet her it is permanent, whether that land is transferable, whether that land is heritable we can not undeistand. Because this difinition of Rayot makes it quite clear that those who hold land for non-agricultural purpose they are not Rayots only those who hold land for agricultural purpose, they are Rayots. কাজেই যারা non-agricultural purposeএ land hold করছে তারা Rayot নয়। এবং যদি তারা রায়ত না হয়ে থাকে তাহলে রায়তের যে সমস্ত interest আছে, Permanent, heritable, transferable তাদের উপর সেগুলি বর্ত্তাবে না। এর পরে আর একটা ব্যাপার আসছে, যেগুলি intermidiary তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, জমিদার, তালুকদার intermediary যারা তাদের হচ্ছে? কি Their right will vest to the Govt. তালুকদারের তালুকী স্বত্ব আছে from the passing of the vesting date, the Talluki right will vest in the Govt. এবং তালুকদার যারা তাদের সম্পর্কে বলছে যে তালুকদাররা কি করবে, নিজের যে land

Intermidiary which entitled to retain possesion of any land under sub-section I shall hold such land directly under the govt from the vesting date as a rayot, they are liable to pay land revenue at the full rate which would be applicable in similar lands in the locality. তালুক যাদের আছে তাদের ব্যাপারে বলছে কি—তালুকের যে তালুকি সত্ব সেটা govt কে vest করবে এবং তারা রায়ত হিসাবে govtকে revenue দেবে। কাজেই তালুকদারদের সম্পর্কে একটা কথা বলে দিল, তালুকদারের যদি dwelling purposeএ land থাকে তাহলেও এটা তারা rayot হিসাবে নিতে পারবে। Though the landlord in the definition does not speak so. তালুকদারের যে তালুকি সত্ব govtএ চলে যাবে এবং তালুকদার যেটা তার নিজের possessionএ retain করতে পারবে, যেমন dwelling houseএ retain করতে পারবে, এবং কিছু জমি upto the extent of 25 acres সে retain করতে পারবে। সেগুলি করবে কি, he will hold land as rayots direct from the govt. তালুকদার সম্পর্কে একটা বলে ছিল যে তালুকদাররা রায়ত হিসাবে govtএর কাছে যেতে পারবেনা। Rayot এর definitionএ এটা পড়েনা। still যখন আইনে কথা রয়েছে তখন তালুকদার are saved কেননা তালুকদাররা govt এর রায়ত হয়ে যায় কিন্তু যারা জোত সত্বে আছে বা যারা নূতন জোত সত্ব নেবে for dwelling purpose. for non-agricultural purpose তার rate সম্পর্কে কোন কিছু নেই। কাজেই এখানে এই আইনগুলি রয়ে গেছে আর একটা জিনিষ রয়ে গেছে। I will place every thing before the house. সেটা হচ্ছে ceilings. Ceilings দ্বারা দেখাচ্ছে যে পূর্বে যে সমস্ত আইন চালু ছিল সেই আইন বলে যদি কারো কোন সত্ব উপার্জিত হয়ে থাকে, সেই সত্ব নষ্ট হবে না by introduction of the said Act. এখানে আরেকটা clause এসে পড়ল যার বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারা পূর্ব থেকে, পূর্বের আইনে অবশ্য জোত সত্ব বলে তেমন কিছু ছিলনা কিন্তু still সেখানে আমাদের যা তৌজী আছে, তৌজীতে জোত বলে একটা word তারা use করে আসছে। আইনে কিন্তু ঠিক সেই রকম নেই, তবু যদি কোন right, any right, privilege, obligation, liability accrued or incurred under such an amendment. পূর্বের amendment এ যদি কোন right, privilege, obligation arise করে থাকে সেগুলি নষ্ট হবেনা। কাজেই এর দ্বারা যারা পূর্বেই যা right পেয়েছে সেই right accrued যদি হয়ে থাকে, বর্ত্তমান আইনের দ্বারা সেগুলি নষ্ট হবে না, এটাও পরিষ্কার কথা নয়। পূর্বে কি right ছিল, সেই right সম্পর্কেও we are not sure. কারণ পূর্বের যে প্রজার ভূম্যাধিকারী আইন তাতে ইহা পরিষ্কার নয়। তাতে চাষী প্রজার definition আছে কিন্তু dwelling houseএ যারা আছে তারা কি শ্রেণীর প্রজা হবে এই সম্পর্কে there is not clear definition. তবে by convention একটা right চলে আসছে। যে right, পূর্বের right অনুযায়ী তৌজি বসেছে, তৌজি হবার পর সেগুলি any how হয়ে আসছে এবং

জোত স্বত্বে ছিল যে কোন জোতদার মরার ছয় মাসের মধ্যে যদি নামজারি করতে না পারে this rights will be extinguished. যদি সে সম্পত্তি কেউ কেনে তালে ও ছয় মাসের মধ্যে নামজারি করতে হবে, ইত্যাদি নানারকম provision সেখানে ছিল। কাজেই জোতদারের একটা provision ছিল খুব restricted ; কাজেই সেই provisionএ যে right আমরা পূর্ব্বের আইন বলে পেয়েছি সেই rightটা extinguished হবে না। কিন্তু সেই right টা কি? আগের যে আইন ত্রিপুরার প্রজা ভূম্যাধিকারী আইন it is not clear in this respect. Heritable or transferable কিনা? অবশ্য heritable এবং transferable হয়েই আসছে। কিন্তু there is ruling যে তালুকদারের permission ছাড়া কেউ কোন জোত স্বত্ব হস্তান্তরিত করতে পারবে না। There some provision in ত্রিপুরা প্রজা ভূম্যাধিকারী আইন এটা পূর্বে ছিল। কাজেই আমাদের জোত স্বত্ব পূর্বের আইনে কত খানি ছিল এবং কতখানি restricted ছিল it is controviersal. যাহা হউক, যদি কোন right accrued করে থাকে পূর্বের আইন বলে that right will not be effected by the introduction of Tripura land Revenue and land Reforms Act. কাজেই আমরা পূর্বের যারা আছি তারা any how will get a restricted Right. কেননা যে Right পেয়ে এসেছি তার বেশী পাব না। আমাদের ত্রিপুরায় পূর্ব্বের প্রজা ভূম্যাধিকারী আইনে যে restricted Right আমরা পেয়েছি সেই Rightটি retain করবে বর্তমানে যেমন heritable এবং permanent transferable যে Right আছে সেই Right আমরা পুরাপুরি পাব। পূর্ব্বে প্রজা ভূম্যাধিকারী আইনে যে Restricted Right আমাদের ছিল সেই Rightটা retained হবে, It will not be effected by the introduction of Tripura land Revenue and land Reforms Act, কিন্তু as a hole রায়তের Rights যেটা যে Rights সম্পর্কে part (11)এ বলা হয়েছে যে It is permanent heritable transferable. that is only confined to Rayot and Rayots is defined in Section 11 Sub-section 'F' of Land Revenue and Land Reforms Acts, সেখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে that those who owned land only for agricultural purpose they will be termed as Rayot. তাই যদি হয়ে থাকে যারা non-agricultural land holder আছে তাদের right সম্পর্কে কি হবে we are not quite clear about it. এবং it is the thing যে এখন attestation হচ্ছে। Attestation হওয়ার সময় আমরা দেখেছি প্রথম প্রথম আমাদের 'পরচাটা' দেওয়া হয়েছিল, এতে ছিল রায়তি। এখন attestation হওয়ার পরে সেই রায়তি কেটে দখলকার প্রজা, they are using the term "দখলকার প্রজা"। সেটা কিভাবে তারা লিখে আসছে জানি না, সেটা কোথায় আছে? কিন্তু তারা লিখছে দখলকার প্রজা। এ সম্পর্কে অবশ্যই —we have enquired into the department concerned. তারা বলল, "বেশত, দেখুন

আপিল টাপিল করুন কি কি আছে। আমরা ত রায়ত লিখতে পারি না। কারণ রায়তে এটা apply করে না। কাজেই আমরা রায়ত কেটে দখলকার প্রজা করছি ; কাজেই this is the position, এই positionটা আমি হাউসের সামনে এই উদ্দেশ্যেই নিয়ে আসছি, যে that is to be clarified. This should be clarified. এই সম্পর্কে পত্র পত্রিকাতেও নানা রকম article বেরিয়েছে, নানা রকম প্রবন্ধ ও news বেরিয়েছে, তারাও সেই সম্পর্কে concerned about the fate of rayots who are holdidg lands for non agricultural purpose. কাজেই আমরা এইদিক থেকে House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে that there should be clear legislation as regards my points, যাতে আমাদের কোন রকম uncertanty র মধ্যে না পড়তে হয়। আমরা land hold করি। এখানে আমরা এসেছি, বাইরে থেকেও অনেকে এসেছেন, তারা ঘর বাড়ী করেছেন, building করছেন and they know it is permanent, it is transferable. তারা সব কিছু জেনেই ঘরবাড়ী করেছেন, building erect করেছেন। সেখানে ঘরবাড়ী আমরা করেছি on the understanding that is permanent, it is heritable, it is transferable, কিন্তু আইনে যা provision, সেই provision এ দেখি যে actually this is not so এবং সেই গুলি it is going to be more strengthened. বর্তমানে আমাদের যে attestation কাজ চলছে, যে Survey Settelment oparation চলছে তাতে আমরা দেখি যে রায়ত শব্দটা পূর্বে প্রচার উঠেছিল, সেটা এখন omit করে দিয়ে সেখানে দখলকার প্রজা বলে তারা mention করছে। কাজেই we are in a fix, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, যে আমাদের যে rights for non-agricultural land holders whether they will be exicted just as other persons holding land, Govt. Khas land section 15 apply of Land Revenue & Land Reforms Act. অনুসারে নোটিশ দিয়ে ১৫ দিনের যারা খাস landএ আছে তাদের rights সম্পর্কে যদি আমাদের পরিষ্কার ধারণা না থাকে ; কাজেই mis-understanding আমাদের আসতে বাধ্য যে যারা খাস land দখল করে আছে তাদের অন্য ব্যবস্থা হবে কিনা, কাজেই আমি মনে করি for the sake of clarification. এই সম্পর্কে notification হওয়া দরকার যাতে defination টাকে not only for agricultural purpose but also for non-agricultural purposeএ যারা land hold করে তারাও যাতে রায়তের definitionএ আসে এবং তাদের যে right সেই rightএ যাতে permanent heritable ও transferable হয়। এটা সবখানেই আছে। ত্রিপুরাতেও ছিল কিন্তু restricted formএ ছিল। আমি পূর্বে আমাদের যে প্রজা ভূম্যাধিকারী আইন ছিল সেটাতেও transferable ও heritable সম্পর্কে, rights সম্পর্কে কিছু ছিল না, restricted right ছিল। যেমন Heritableএর portionএ আছে যে ছয় মাসের মধ্যে যদি নামজারী নাও হয়, সেই জন্য তার যে right তা নষ্ট হবে না। Transferableএর

বেলায় আমাদের পূর্বের আইন ছিল যে ভূম্যাধিকারীর অনুমতি না নিয়ে হস্তান্তর করা চলবে না। transferable ছিল না। কাজেই পূর্বেকার আইনে আমরা যে right পেয়েছি সেটা affective হবে না, কিন্তু that right is not the full fledged right of Rayot সেটা heritable সেটা heritable এবং transferable ছিল না। কেননা heritable হলে নামজারী না করলে আমার নাম খারিজ হয়ে যাবে, আমার right নষ্ট হয়ে যাবে—সেটা সেখানে ছিল না, এবং transferable এর বেলাতে আমাকে ভূম্যাধিকারী Permission নিয়ে বেচতে হবে এটা ছিল না, কাজেই আমার মনে হয় এই সমস্ত doubt দূর করার জন্য non-agricultural land holder যারা তাদের right সম্পর্কে আমাদের একটা clear cut legislation হওয়া দরকার। রায়তের definition এ আছে in Section 2, in sub-section F. এখানে not only agricultural purpose but for non-agricultural purpose also those who hold land will be termed as Rayot. তাহলে আমার মনে হয় সমস্ত কিছু যে doubt রয়ে গেছে, সেই doubt গুলি পরিষ্কার নিরসন হয় এবং আমরা বুঝতে পারি আমাদের নিজেদের অবস্থাটা কি, এর পূর্বেই বলেছি যে এই অবস্থাটা আরও confusing হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই হিসাবে যে আমরা দেখছি আমাদের attestation এর সময় আমাদের পরচাতে লেখা আছে দখলকার প্রজা ; not rayot, রায়তের জোত। কাজেই এই সম্পর্কে যে mis-understanding আসছে, আমি মনে করি a legislature should be made that the Rayot titled for non-agricultural land holders অর্থাৎ যাতে heritable হয়, transferable হয়, এবং Permanent right তারা acquire করতে পারে, there should be legislation for this matter I am moving this resolution for the approval of the House.

Mr. Speaker :—I call on Shri Manoranjan Nath

Shri Monoranjan Nath —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এই House-এর সামনে যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাবের আমি বিরোধীতা করছি। তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফরমস্ এ্যাক্ট এ non-agricultural land holder-দের কোন রকম right, title interest নাই। সুতরাং অবিলম্বে একটা legislation করা হউক যাতে non-agricultural land holder-দের একটা right acquire করেন। এই Act এ Land Revenue & Land Reforms Act এ non-agricultural land holder-দের সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই একথা ঠিক নয়। আমি বলব এই যে Land Revenue & Land Reforms Act হয়েছে সেটা কি উদ্দেশ্যে হয়েছিল। এই Act হওয়ার পূর্বে ত্রিপুরার চাষী বলেছিল যে "লাঙ্গল যার মাটি তার"— চাষ যারা করবে তারাই জমি পাবে। সেই উদ্দেশ্যে Agricultural Land purpose এ Land Reforms Act এর condition থাকবে না। এখন আমরা যদি Land Reforms Act দেখি তাহলে দেখব যে এই Act প্রযোজ্য হওয়ায় ত্রিপুরার যে সমস্ত non-Aricultural land holder ছিলেন বা আছেন

তাদের কি affect হয়েছে, তাদের কি ক্ষতি হয়েছে, তাদের right extinguished হয়েছে কিনা। আমরা যদি Section 199 clause 2(b)—যিনি এই Resolution House এর সামনে এনেছেন তিনিও সেই sectionটা পাঠ করেছেন, আমি বলব তাতে উল্লেখ আছে যাদের যে right acquire করা হয়েছে, যাদের যে right accrued হয়েছে সেই সমস্ত right এই Land Reforms Act এ প্রযোজ্য হওয়ায় কোন রকম right extinguished হয়নি। বরং আমি বলব non-agricultural land holder-দিগের right এ safe guard দেওয়া হয়েছে। Section 199 clause—2 that the bill of any enactment or part thereof by sub-section 1 shall not affect any right, previlege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under such enactment. সুতরাং এই যে right, এই Land Reforms Act প্রযোজ্য হওয়ার আগে আমরা যে right acquire করেছি সেই right extinguished হয় নাই। বরং সেটা safe guard দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই Act এর মধ্যে non-agricultural land holder দের কোন right নাই এবং তাতে affected হয়েছে non-agricultural land holder বা একথা বলা চলে না। বরঞ্চ আমি বলব মাননীয় সদস্য তিনি একজন learned lawyer, তিনি জানেন right, title, interest once vested cannot be diverted. সুতরাং এই সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করার কোন আবশ্যকতা আছে বলে আমি মনে করিনা। তিনি বলেছেন যে non-agricultural land holder-দের বর্তমান settlement operationএ যাহা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাতে অন্য রকম আছে। আমি যা দেখেছি, বা আমি যতটুকু জানি, যেমন non-agricultural land, দোকান— দোকানকে কি লেখা হচ্ছে? দখলকার চান্দিয়ানা এবং home stead কে non-agricultural land বলা চলে। Home stead-কে দখলকার বসত প্রজা বলা হয়েছে। সুতরাং তার দ্বারা তাদের right, title নাই একথা বলার কোন কারণ নাই এবং এই সমস্ত জোত, এই সমস্ত non-agricultural land তা governed হচ্ছে T. P. Act দ্বারা। সুতরাং আমাদের non-agricultural land holder দের জন্য এতটুকু চিন্তা করার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং আমি বলব ত্রিপুরার এমন কোন লোক নাই যাদের কেবল non-agricultural land আছে, প্রত্যেকেরই বাস্তুর সংলগ্ন, ভিটার সংলগ্ন বাস্তু জমি আছে। আমার মনে হয় ৯৯%. লোকের তা আছে। হয়ত টাউন এলাকাতে কারো না থাকতে পারে, কেবল একটি ভিটি নিয়ে আছে। যদি এই রকমভাবে ত্রিপুরার সর্বত্র ধর্মনগর, কৈলাসহর ইত্যাদি বিভিন্ন sub-division এ municipality হয় অন্যান্য State এর মত যেমন পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ইত্যাদি জায়গাতে আছে। Land Reforms Act এ non-agricultural land holder-দের কোন রকম provision নাই। আছে non-agricultural Tanancy Act এ। আমরা যদি দরকার মনে করি প্রত্যেক sub-division-এ যখন Municipality form হবে তখন আমরা এই Act করে নিতে পারব। সুতরাং বিরোধী পক্ষের সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারছিনা। তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Sri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটা আইনের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যত সহজে অপরপক্ষ এটাকে নাকচ করে দিতে চাইছেন, ঠিক তত সহজে এটা নাকচ করার মত বিষয় নয়। বিষয় নয় এই জন্য যে আইনে রায়ত সম্পর্কে সব কিছু বলা আছে। সবটা আইনই হচ্ছে রায়তের যে অধিকার আছে বা অধিকার নাই সে সম্পর্কে। আমরা যারা শহরে আছি, আমরা যারা নাকি non-agriculturist যারা চাষ আবাদ করিনা তারা রায়ত কিম্বা রায়ত নই সেটা হচ্ছে মূল বিচার্য বিষয় এবং according to the Act আমরা রায়ত নই। শহরে নাকি আমরা যারা non-agriculturist তারা রায়ত নই। মহারাজার আমলে আমাদের যে right বা privilege ছিল আমরা, 199(B)তে যে reference দিয়েছেন সেটা যদি আমরা ধরে নেই তা হলে সেই আমলে আমাদের যেটুকু সুযোগ সুবিধা ছিল, বড় জোর সেটুকু থাকতে পারি। কিন্তু এখনকার আইনে যেসমস্ত Rights and privilege সেটুকু আমরা পেতে পারি না। পারিনা এই জন্যে যে আমাদের রায়ত স্বীকার করছে না। মহারাজার আমলে যে রায়ত ছিল তার জমি বিক্রী করতে হলে Permission লাগত, ছয় মাসের মধ্যে নামজারী করতে হত। এখন বড় জোর সে সমস্ত অধিকারগুলি থাকতে পারে, এর চেয়ে বেশী আমরা পেতে পারি না। কাজেই সেই কথাটা মনে রাখতে হবে। নূতন আইন আসার ফলে, নূতন Land Reform Act চালু হওয়ার ফলে আমরা যারা সহরবাসী, যারা নাকি non-agriculturist তারা কি অধিকার পেলাম ? কাজেই সেই জিনিষটা আমাদের খুব seriously চিন্তা করার বিষয়। নূতন যে Land Reform Act, সেই আইনে আমাদের যদি সেই অধিকার না দিয়ে থাকে, তাহলে সেই অধিকার আমরা পেতে পারি। কারণ একই রাজ্যে একদল citizen এক রকম অধিকার ভোগ করবে আর একদল citizen আর এক রকম অধিকার ভোগ করবে তা হতে পারে না। কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের সবটা জিনিষ বিচার বিবেচনা করা দরকার, তা নইলে পরে এখানে এই প্রস্তাবটা আমাদের আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই সম্পর্কে Minister Concernedএর attention draw করাই হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই এইসব বিবেচনা করে মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করি কারণ আইনটাকে সংশোধন করা প্রয়োজন। কারণ যাতে সহরে যারা non-agriculturist তারাও একই রকম সুযোগ সুবিধা পান।

Mr. Deputy Speaker :— I would now call on Shri Sunil Chandra Dutta, M. L. A.

Shri Sunil Chandra Dutta—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা মহোদয় যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি তাহার বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব

উত্থাপন করেছেন এবং তার সমর্থনে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তিনি নিজে তার বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যেমন—বলেছেন যে, এই আইনে আছে যে মহারাজার আমলে যে সব অধিকার এই রাজ্যের আদিবাসীরা ভোগ করতেন সেই সব অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হন। মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে কৃষি প্রজা ছাড়া, অর্থাৎ কৃষি প্রজাদের ভূমি সম্পর্কে রেকর্ড তৈরী করার সময় বর্তমান Survey Settlement Operation তাদেরে রায়ত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য-দের বেলায়-যেমন town এর অধিবাসী এবং যারা নাকি শুধুমাত্র বাড়ীর মালীক তাদের বেলায় রায়ত শব্দটা লেখা হয় নাই বা কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বে লেখা হলেও পরে তা কেটে দখলকার আর প্রজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য আইনের বিভিন্ন ধারার উল্লেখ করে এই সংশয় প্রকাশ করেছেন যে তাতে সহরের অধিবাসী বা শুধুমাত্র বাড়ীর মালীক যারা তাদের স্বার্থের হানি করে। এই আইনেরই বিভিন্ন ধারায় উল্লেখ আছে এবং বর্তমানে যে survey settlement operation হয়ে গেল তাতে দেখা যায় যে Records ও rights যে ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। এই আইনের section 2(j) এ উল্লেখ আছে Holding means a portion of land seperately assessed to land revenue. কৃষি প্রজার দখলের ভূমি ছাড়া অন্য জমি সম্পর্কে এই provision আছে। তা ছাড়া এই আইনের section 38(3)(b) তে উল্লেখ আছে—"Regard shall be had in the case of agricultural land to the profits of agriculture to the consideration paid for bases, to the sale prices of land and to the principal money on mortgages, and in the case of non-agricultural land, to the value of the land for the purpose for which it is held" তা হলে আইনে এ কথা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে যে non-agricultural land ছাড়াও এই রাজ্যের অধিবাসী যারা আছেন তাদের অন্য land আছে এবং এই land গুলি সম্পর্কে এই আইনের ৪২ ধারাতে Records of rights প্রস্তুত করা হয়েছে। অন্যান্য ধারায়-যেমন মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন Section 199 যেখানে আছে যে মহারাজার আমলে যে সব অধিকার এই রাজ্যের প্রজাদের ছিল বিভিন্ন holding সম্পর্কে সেই সব rights কোন অস্থায়ই title. right interest, নষ্ট হবে না। আইন প্রণয়নের সময় পার্লামেন্ট যখন Tripura Land Revenue & Land Reforms Act গ্রহণ করেন, তখন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল ত্রিপুরার কৃষক প্রজাদের উন্নতি সাধনের জন্য এবং তারাই এই রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ। মাননীয় সদস্য প্রস্তাবে যাদের কথা বলছেন তারা শুধুমাত্র ১০ ভাগ এবং এই যে ১০ ভাগ তার privilegd class—জোতদার। তারা নিজেরাই নিজেদের interest সম্বন্ধে যত্নবান এবং as regards Government তারা নিজেরাই নিজেদের interest রক্ষা করতে পারে। তাদেরে তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে না দিয়ে এই যে আইন, এই আইনের মধ্যে তাদের সম্পর্কে provision করা হয়েছে এবং এই survey settlement operation এ তাদের records of rights প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখি এই সব

rights যারা ভোগ করেছেন— তারা এই আইন চালু হওয়ার পরেও তাদের holding এর জায়গা বিক্রী করতে পারছেন এবং তাদের holding এর মূল্যের যে কোন ইতর বিশেষ হয়েছে তা নয় বরং দিন দিন তাদের holding এর মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই আইনে তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই— এই রকম কোন সংশয় প্রকাশ করার কারণ নাই। আইনের কোন বিশেষ ধারায় বিশেষ ভাবে এ সমস্ত দখলকার স্বত্ব সম্পর্কে উল্লেখ না করলেও বিভিন্ন ধারায় যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তাতে প্রত্যেকটি rights অর্থাৎ বাস্তুজমির দখলকার যারা, চান্দিনায়ানা মহলের প্রজা যারা বা অন্যান্য ভিটি প্রজা যারা, দোকানের বড় বড় বাজারের ভিটি প্রজা যারা তাদের প্রত্যেকেরই rights ও title এর safeguard দেওয়া আছে এই আইনে। কাজেই আইনের সংশোধন করার এই যে প্রস্তাব তার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল কৃষক প্রজার উন্নতি বিধানের জন্য, জমিদারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, জমিদারী দখল করার জন্য নয়, এই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য এবং কৃষক প্রজাই ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ। তাদের উন্নতির সম্পূর্ণ ব্যবস্থা এই আইনে রয়েছে। বাকী ১০ ভাগ যারা তাদেরও কোন অনিষ্ট এই আইনে করা হয়নি। আমি মনে করি প্রত্যেকেরই rights এই আইনে রাখা হয়েছে— তা যে কোন রকমেরই করা হউক না কেন। কাজেই বর্তমান অবস্থায় এই আইনের কোন সংশোধন করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

Mr. Deputy Speaker :—Is there anybody to take part on it ?

Shri Atiqul Islam :—আমরা আশা করেছিলাম যে সব point raise করা হয়েছে তাতে মন্ত্রীরা কিছু বলবেন, আমরাত অন্যের কথা শুনতে এখানে আসে নি। আমরা মন্ত্রীর কথা শুনতে এসেছি, মন্ত্রী কি বলেন এ সম্পর্কে আমরা তা শুনতে চাই।

Shri B. Das (Deputy Minister) —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্নটা উনি তুলেছেন, যে আইনের প্রশ্ন raise করেছেন মন্ত্রীরা কিছু বলবেন অন্যরা যা বলেছেন তা আমরা শুনতে আসিনি এই কথাটার আমি প্রতিবাদ করছি।

Mr. Deputy Speaker :—Then I request the member, the mover of the resolution to reply.

Shri Atiqul Islam :—অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রীরা কি কিছু বলবেন না এই সম্পর্কে ? মন্ত্রীদেরত বলা উচিত—কারণ মন্ত্রীদের উত্তর হচ্ছে একটা real definite answer, তাঁদেরও বলা উচিৎ। মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই অজ্ঞ নয়।

Shri **B. Das** (Deputy Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মহোদয় যা বলেন তার প্রতি বরাবরই আমরা সম্মান দিয়ে আসি, কাজেই মন্ত্রীরা যা বলবেন তা বলা উচিৎ কি অনুচিত, মন্ত্রীরা তা বুঝবেন। কিন্তু মাননীয় সদস্য যা বলেন, তা বরাবর আমরা সম্মান দিয়ে থাকি। আমরা আশা করছিলাম, যে উনারা সম্মান দিবেন কিন্তু এটা অন্য রকমের একটা উত্তর হচ্ছে।

শ্রীআজিজুল ইসলামঃ—Parliamentএ যখন কোন debate হয় তখন সেই debateএর answerএ মন্ত্রীরা দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে তাঁরা জবাব দেন এবং তখনই সেটাকে একটা answer বলে গণ্য করা হয়। কাজেই অন্যরা যা বলেন সেটা হল মেম্বরদের একটা personal opinion. Treasury Bench থেকে আমরা একটা answer চাই। Treasury Bench কি ভাবছেন তা জানানো দরকার। সর্বত্রই তা হয়ে থাকে; এটা হল Parliamentary practice যখনই opposition থেকে কোন প্রশ্ন করা হয়, তখন Ministerরা আসেন এবং তাঁরা জবাব দেন।

Mr. Deputy Speaker :—The matter has been discussed fully, so I request the mover of the resolution to reply.

Shri Birchandra Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমি যে point raise করেছি তার তো কোন উত্তর পেলাম না। আমি সব কথাই বলেছি, মহারাজার সময়েও ছিল কিন্তু restricted life ছিল। মহারাজার সময়ে fully heritable, transferable ছিলনা। আইনে ছিল যে ৬ মাসের মধ্যে নামজারী না করলে নষ্ট হয়ে যাবে land, that is the ruling; কিন্তু বর্তমান আইনে নামজারী না করলে heritable right নষ্ট হবে না। Transferable ছিল না কেমনা মহারাজার আমলে ভূম্যাধিকারীর অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করা চলত না, কিন্তু বর্তমান আইনে রায়তীরা distransferable. কাজেই এই যে বর্তমান right তা মহারাজার আমলে ছিল না। আরেকটা কথা হচ্ছে যে বর্তমানে বাইরে থেকে যারা এসেছেন তাদের Land settlement দেওয়া হবে। I will refer আমাদের এখানে lawyer যারা আছেন তারা অনেকেই have got land from the Govt. এবং তাদের কোন settlement হয়নি কিন্তু settlement হবে। settlement হলে তারা কি পাবে। Settlement যে রায়তের বেলায় বসত প্রজার কি right সেটা বলেনি। Assessment কিভাবে হবে? non-agricultural landএর কি কি ভাবে assessment হবে তার provision আছে। Provision করার পর record of right হলো। Record of right কি হিসাবে? বসত প্রজা। দখলকার বসত প্রজা, দখলকার চান্দিনাবা প্রজা। কাজেই রায়তের যে right যেটা chapter I part III-তে বলা আছে যে it is parmanent heritable & transferable আমরা সেটা পাচ্ছিনা। আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা সেখানে দখলকার বসত প্রজা, বাজারের ভিটের যদি হয় তবে দখলকার চান্দিনাবা প্রজা, কিন্তু রায়ত নয়। রায়ত বলে আমাদের স্বীকার করতে হবে। আর আমাদের একজন সদস্য বলেছেন যে non-agricultural tenants Act অন্যখানে হয় তা যদি হয় তবে আমাদের এখানে non-agricultural tenants Act হতে বাধাটা কি? non-agricultural tenancy act করে যদি আমাদের একটা definite right দেওয়া হয় যে it is parmanent heritable, transferable এই কথা বলে দেওয়া হয় তবে where is the dificulty? কাজেই এই resolution নিয়ে আসার অর্থ এই নয় যে আজকেই আমাদের Rule 15 এর নোটিশ দিয়ে উঠিয়ে দেব। আমরা সেটা মনে

করি না। কিন্তু still we want যে some parmanent right should be conferred upon us. কেননা আমাদের যে right, Record of right হচ্ছে সেটা দখলকার বসত প্রজা হিসাবে হচ্ছে। এবং দখলকার বসত প্রজা হিসাবে কোন right এখানে নাই একমাত্র বায়ত্তী right ছাড়া, কাজেই আমি বুঝতে পারি if there is any assurance from the Govt. side যে হাঁা, আমরা এই জিনিষটা বিবেচনা করে দেখব এবং আমরা দরকার হলে we will make legislation. কেননা সরকার পক্ষ থেকে বলেছেন যে অন্য খানে non-agricultural tenancy act হয়। আরেকটি কথা বলেছেন ভদ্রলোক যে T.P. Act এর দ্বারা guided হয়। T. P. Act. হচ্ছে transfer of property Act. কি করে transfer করতে হবে, lease, gift, mortgage এইগুলির কথা আছে।

সেখানে আছে যারা tenant তাদের কি করতে হবে ঠিক 15 days notice দিয়ে tenants will be evicted, 106 T. P. Act, এ monthly tenant এর বেলায় 15 days notice ending with the end of the month of tenancy দিয়ে we can hit him. কাজেই T. P. Act এর যে কথা বলেছেন—T. P. Act will not help up. T. P. Act যদি help করতো তাহলে we have no objection যে T, P. Act যখন আছে সেটা দিয়ে আমরা চলতে পারি। কিন্তু tenant সম্পর্কে monthly tenancy এর বেলায় T. P, Act যে কথা বলছে সেটা হচ্ছে যে যদি কোন contract না থাকে তাহলে tenant কে যদি আমরা উচ্ছেদ করতে চাই we give 15 days notice and we can evict him. কাজেই T. P. Act এর question এখানে arise করে না। কাজেই আমার মনে হয় এই আইন সম্পর্কে যেটা আমরা নিয়ে এসেছি এটা শুধু আমরা গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই নিয়ে এসেছি। কেননা এটা একটা vital question এখানে অনেকে বাড়ীঘর করছে, বড় বড় দালান-পাকা করছে বাইরে থেকে অনেকে আসছে এবং এখানে permanently বসবাস করতে চাইছে। কাজেই তার একটা permanent right তার উপর conferred হবে এবং that will be heritable, transferable that goes without saying. Non-agricultural land যে hold করতো আজকে তাদের permanent right গিয়েছে। সেখানে নামজারীর question arise করে না। নামজারী করল কি না করল তারজন্য heritable right নষ্ট হবে না। মহারাজার আমলে ছিল নামজারী না করলে heritable right নষ্ট হয়ে যেতো। সেটা transferable right ছিল। (interruption) আমি ruling দিতে পারব। K. C. Nag এর আমলে আমরা নিজেরা case করে দুই একটা কেস নষ্ট করেছি। কাজেই আপনি যদি বলেন সেইটা হয় না, আমি বলি হয়। এমন তালুকদার আছে, এমন জোতদার আছে যারা নষ্ট করেছে। They are Vindictive Talukders—Jotders. আইনে যখন provision আছে, সেই সুযোগ নিয়ে অনেক তালুকদার ও জোতদার অনেকের জমির সত্ব নষ্ট করেছে।

কিন্তু এই সর্তটা আমরা চাইনা। মহারাজার আমলের যে restricted right, সেই rightটা আমরা চাইনা, আমরা full right চাই। আমরা চাই to be heritable, to be tranferable, to be p rmanent. কাজেই আমার মনে হয় যদি এই সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের side থেকে বলতেন যে আমরা এইটা চিন্তা করে দেখছি, we will discuss it, we will consider তাহলে জিনিষটা অনেক সোজা হয়ে যেতো। আমরা এইটা discuss করতে গেলে অনেক formalitiesএর দরকার হয়। It may be necessary that Central Govt. এর সঙ্গে এই ব্যাপারে লেখাপড়া করতে হতে পারে, because it is Central Act. এ সম্বন্ধে কেন যে কিছু বলা হচ্ছে তা বুঝতে পাচ্ছিনা। বিশেষ করে আমরা যারা peoples representative আশা করেছিলাম যে সরকারের পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকবে এবং সরকারের বক্তব্য থাকবে বলেই আমরা এই resolutionটা এনেছিলাম। This was in order to draw the attention of the Govt. concern. এই সম্পর্কে Government এর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত এবং আমরা মনে করি এই ব্যাপারটা যাহাই হউক শুধু হাত তুলে দিয়ে Resolution বাতিল করাই যথেষ্ট নয়, আমরা হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ইহাই যথেষ্ট। আমরা মনে করি যে এইটা একটা vital problem এবং সেই জন্যই we should draw the attention of the House. They may think, they may try to find out ways and means in order to overcome the difficulties. কাজেই আমরা মনে করি যে কারণে আমরা resolution এনেছিলাম তা সিদ্ধ হয়েছে। এ সম্বন্ধে Government এর তরফ থেকে যদি কোন সিদ্ধান্ত পেতাম that would be better for us to understand the pinion of the Government.

Mr. Deputy Speaker—The discussion is over. I would now put the question to vote. The question before the House is that whereas in the Tripura land Revenue & Land Reforms Act, there is no provision for any right, title and interest of the non-agricultural land holders, this House is of opinion that necessary legislation should be made immediately for conferring right, title and interest upon non-agricultural land holders

(The resolution was fut to vote and lost.)

Mr, Deputy Speaker—I would now call on Shri Atiqul Islam M.L.A, to move his resolution that "As West Bengal Secondary Education Board has no legal jurisdiction over Tripura and as there is a need for a seperate Secondary Education Board for Tripura, this House is of the opinion that immediate legislation should be made for the constitution of a Secondary Education Board for Tripura.

Shri Atiqul Islam— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছি, সেই প্রস্তাবটার মূল কথা হল এই যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা Secondary Education Board

প্রতিষ্ঠা হউক এবং তার জন্য necessary আইন তৈরী হউক, সেটা আমরা চাই। এইটাকে চাওয়ার জন্যেই আমরা এখানে এই প্রস্তাবটি এনেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমরা যখন 3rd five year plan করি, তখন একটা Draft copy আমাকে দেওয়া হয়। সেই Draft copy-তে ত্রিপুরার একটা University করার proposal ছিল। তখন T.T.C-র আমল, Administration থেকে আমরা এই copy পেয়েছি এবং University করার proposal সেটা ছিল। খুব সম্ভবতঃ planning commission থেকে তার অনুমোদন পাওয়া যায়নি, সেই জন্য তা করা হয়নি। কিন্তু সেখান থেকে এই জিনিষটাই বেরিয়ে আসছে যে ত্রিপুরার কতৃপক্ষ অর্থাৎ তখনকার Administrator মনে করেছিলেন যে ত্রিপুরাকে একটা University হওয়ার প্রয়োজন এবং হওয়ার মত condition সেখানে আছে। কাজেই আমরা মনে করি যেখানে University হতে পারে, সেখানে নিশ্চয় আমরা Secondary Education Board ও করতে পারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে Secondary Education Board করার মত অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে আছে কিনা, সেই সমস্ত condition ত্রিপুরা fulfil করে কিনা? আমাদের এখানে যথেষ্ট Higher Secondary School আছে, High School আছে Senior Basic School আছে এবং তার সংখ্যা যা তার দ্বারা একটা Secondary Education Board চলতে পারে। আমাদের এখানে upto 2nd five year plan এ Secondary School ছিল—34 3rd plan এখন পর্যন্ত যা চলছে তাতে Senior Basic School—62· ইতিমধ্যে আরও ৪টি Higher Secondary School করার কথা। তবে higher units হয় গেছে বলে আমরা reportএ পেয়েছি। ৮টি addition units in exesting Middle School হয়ে গেছে বলে আমরা reportএ পেয়েছি। এ ছাড়া আরো School ক্রমশই হচ্ছে, বেসরকারী স্কুল গুলিও আছে, নুতন নুতন Sinior Basic School হচ্ছে। কাজেই number of Higher Secondary Schools, number of middle schools ক্রমশই বাড়ছে। কাজেই এখানে একটা Secondary Education Board হতে গেলে যে রকম number of Schools দরকার, তার কোন ঘাটতি এখানে হবে না। এখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা West Bengal Secondary Education Board এ আছি এবং তাতে থাকাতে আমাদের কি সুবিধা বা অসুবিধা হচ্ছে। প্রথমত যদি আজ আইনের কথা তুলি তাহলে এটা স্বীকৃত হয়ে গেছে যে West Bengal Secondary Education Board এর যে Act, সেটা এখানে চালু করা হয়নি এবং চালু করা হয়নি বলে এখনকার যে Schoolগুলি এবং তার যে teachers বা তারপর আইন সম্মত ভাবে যে সমস্ত facility বা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার প্রয়োজন তা তারা পান না। একটা teacher কে ছাঁটাই করে দেওয়া হল, তার redress পাওয়ার কোন জায়গা নেই। Court এ গেল Court বলবে যে আইনত এখানে চালু করা হয়নি কাজেই তোমাকে West Bengal Secondary Board এর আইন অনুযায়ী যে রকম সাহায্য করা প্রয়োজন তা আমি করতে পারিনা। West Bengal

Secondary Education Board এ গেলে তারা একই কথা বলে। এ রকম case আগরতলায় অনেকগুলি হয়েছে। এখানে Judicial Commissioner Court এ শ্রীমিহির দত্ত নামে যে teacher মোকদ্দমা করলেন। মোকদ্দম করার সময় J. C. বললেন যে তোমার caseটা ঠিক, authority খুবই injustice করেছেন কিন্তু এখানে যেহেতু নাকি আইন চালু নাই কাজে সেই আইন অনুযায়ী তোমাকে redress দেব— তা আমি করতে পারব না। শ্রীধ্রুব দাস ভট্টাচার্য নামে একজন teacher-কে কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করলেন, তিনি Secondary Education Board-এ গেলেন। তারা বললেন যে, হ্যাঁ, তোমার প্রতি খুব injustice করা হয়েছে, কিন্তু তাকে re-instate করার কথা বলেন নি। বলেন যে তা করার কথা আমরা বলতে পারিনা, কারণ সেখানে এই আইনটা চালু করা হয়নি। ফলে দেখা যাচ্ছে যে ওদের service life এর যে guarantee বা security তা তাদের নাই— যে কোন সময় তাকে ছাঁটাই করে দিতে পারে কোন redress পাবার উপায় নাই। এই হল problem এর একটা দিক্। তাছাড়া অনেক সময় দেখেছি যে, যে সমস্ত পরীক্ষার খাতা বাহিরে পাঠানো হয়, সেগুলি সময় মত আসে না এবং না আসার ফলে ছাত্রীরা বা ছাত্ররা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে। আমরা গত বৎসরও দেখেছি যে তুলসীবতী গার্লস স্কুলের ফাইনেল পরীক্ষার খাতা সময় মত আসেনি বলে ছাত্রীরা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছিল। এমন ঘটনা প্রায়ই হয়ে থাকে এবং হওয়াটা অসম্ভব নয়। যদি এখানে একটা Secondary Education Board থাকতো তাহলে এ সমস্ত problem নিশ্চয়ই দেখা দিত না। আমাদের এটা একটা State এবং State হিসাবে আমাদের যা যা থাকা প্রয়োজন তা যখন নাকি আমাদের আছে তাহলে কেন আমাদের এখানে একটা Secondary Education Board থাকবেনা আমরা তারও কোন নজীর খুঁজে পাই না। কাজেই সে সব দিক্ থেকেও আমাদের এখানে একটি Secondary Education Board করা প্রয়োজন। আর এখন যে ইন্দো-পাক War হয়ে গেল তাতে আমরা দেখছি যে communication আমাদের একেবারে dislocated. আমাদের সঙ্গে West Bengal এর কোন communicationই নেই। আমরা paper ও এখন daily পাই না। একদিন পর পাই। মাঝখানে তো একেবারে আমাদের সঙ্গে communication ছিন্ন ছিল। কাজেই এই অবস্থাটা আরো জোর দিয়ে বলছি যে আমাদের এখানে একটি স্বতন্ত্র Institution থাকা প্রয়োজন। না হলে পরে আবার যখন পরীক্ষার সময় আসবে তখন যদি আবার যুদ্ধ বা অন্য কোন ঘটনা শুরু হয়ে যায় তাহলে আমাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোন সম্পর্কই থাকবে না। ফলে আমাদের এখানের যে কাগজপত্র সেখানে পাঠাব বা সেখান থেকে আমরা কাগজ-পত্র আনব তা আমরা কিছুই করতে পারব না। কাজেই সেই অবস্থাটাও আজকে আমাদের বিবেচনা করা দরকার। বর্তমান অবস্থার ফলে কি হচ্ছে। এখনকার সময়েতে একজন Teacher কে একটি Pry. School এ appointment দেওয়া হল, দেওয়ার পরে সেই managing committee সেটা পাঠায় Inspector of Schools এর কাছে। Inspector of Schools পাঠাবে Secondary Board এর কাছে। তারপর সেটা Final approval হয়ে আসবে। কিন্তু এখনকার যে অবস্থা

তাতে করে যে তারা কি করে পাঠাবে, কবে যে সেখান থেকে approval হয়ে আসবে তার কোন কিছু গ্যারান্টি নাই। ফলে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে মাষ্টারদেরও থাকতে হয়, managing committee-কেও থাকতে হয়। কাজেই এসমস্ত দিক আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। আর একটা দিক হচ্ছে যে আমাদের এখানে তো Secondary Education Board নাই এবং West Bengal Secondary Education Board এর joint আইনটি এখানে চালু করা হয়নি। উপরন্তু আমাদের এখানে যে Education code থাকার কথা ছিল, যা নাকি অন্যত্র সব জায়গায়ই আছে, আমাদের এখানে এমন কোন Education code ও নাই। J. C. তার মামলার রায়ে উদ্ধৃত করেছেন যে আশ্চর্য্যের কথা ত্রিপুরাতে কোন Education code নেই। ফলে স্কুলগুলি কিভাবে চলবে, কিভাবে কি হবে, কিভাবে পরিচালনা হবে, কি তার পদ্ধতি হবে তার কোন কিছুই এখানে নিয়ম মাফিক চলছে না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এখানে কোন code-ই নেই, যদি বলি West Bengal code Follow করি তবে তা সঠিক বলা হয় না। কাজেই ঘটনা হচ্ছে এই যে আমি Court এ মামলা করতে গেলে এ কথা বেরিয়ে আসছে যে আমাদের এখানে কোন Education Code নেই। West Bengal বলুন বা যে কোন Bengalই বলুন বা কোন রাজ্যেরই ধরুন না কেন আমাদের এখানে কোন Code নেই। খুশীমত চলি। মুখে বলি এই Code আছে সেই Code আছে কিন্তু যখন আইনের প্রশ্ন আসে, আমরা যখন আইনে যাই তখন দেখি যে সেই Code থেকে আমরা কোন কিছু পাইনা। কাজেই সে সব দিক বিবেচনা করে আজকে House এর সামনে এই প্রস্তাব রাখছি যে আমাদের এখানে Secondary Education Board করার জন্য একটা আইন তৈরী করা হউক।

Mr. Speaker :—Now fi.st I would request the Hon'ble Dy. Minister Shri M. L. Bhowmick.

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক (ডেপুটি মিনিষ্টার) —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী দলের সদস্য মাননীয় শ্রীআজিকুল ইসলাম সাহেব এই প্রস্তাবের যে Secondary Board of Education in Tripura একটি Lagislation করতে বলেছেন। ভালকথা আমরা legislation যদি করি তাতে ত্রিপুরাতে যদি Secondary Board of Education করতে পারি তাহলে তো ভাল কথা। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেটা সুবিধাজনক হবে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু আর একটু ইতিহাস, কি করে আমরা without extension of the West Bengal Secondary Board of Education কি করে চলছে সে গোড়ার কথাটাও একটু বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে যখন Secondary Board of Education এর জন্ম হয়নি তখন ত্রিপুরার সমস্ত স্কুল আমাদের Calcutta University র অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর After Independence Secondary Board of Education Act Pass হয়, তখন আমাদের এখানে যদিও সেই আইনটি extended নাও হয়ে থাকে তথাপি সে প্রায় একটি convension এর মতই ত্রিপুরা রাজ্যের স্কুলগুলি Secondary Board of Education, West Bengal এর সঙ্গে

জড়িত ছিল। এখানে আইন Extended হয়নি। এখন সেই আইন রচনা করার অধিকার আমাদের রয়েছে। কিন্তু যখন দরকার ছিল সে সময় Govt. of India, West Bengal এর যে Act তা এখানে extend করেন নি। কারণ তখন আমরা বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিনি বলেই বোধহয় Govt. of India সেটা Extended করেন নি, এখান থেকেও কোন proposal যায়নি। সেইভাবে আমাদের স্কুলগুলি West Bengal Secondary Board of Education এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ভাবেই চলে আসছে। তবে আমারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটি Secondary Board of Education করার জন্য একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম Govt. of India এর কাছে। (Interruption) সেটা আমাদের 4th plan এর একটা Advance Programme হিসাবে 1965-66 এর একটা scheme করে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে Secondary Board of Edncation প্রতিষ্ঠা করতে পারি তার জন্যই এই scheme পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের working group of the plan co-ordination unit, Ministry of Education আমাদের এই scheme সম্পর্কে যে observation করেছেন আমি Houseএর কাছে সে অংশটুকু পাঠ করে শুনাচ্ছি। "The group observed (plan co-ordination unit) Ministry of Education. The group observes that these items could not figure under the advance action programme. In no way··· there did appear to any need for such a fourd in Tripura. Since a decision has been taken in the interest of the uniform policy that Secondary Schools in all the union Territory would be affliated to the Central Board of Secondary Education. If Tripura has any specific difficulty to over come they would be examined and meet by the Centre. The medium of examinations was not likely to present my difficulty as the Central Board had arrangemen to conduct examination as the regional medium কাজেই এ বিষয়ে যে আমরা চুপ করে নেই মাননীয় সদস্যরা Ministry of Education এর co-ordination plan থেকে বুঝতে পেরেছেন যে আমরা এদিকে সজাগ আছি, আমরা ত্রিপুরাতে Board of Secondary Education প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তবে যে সমস্ত difficultyর কথা তিনি বলেছেন যেমন শিক্ষকদের প্রতি কোন অন্যায় অবিচার করা হয়ে থাকলে তার প্রতিকার তারা পাচ্ছেন না, যেহেতু সেই আইন এখানে extended হয়নি, সেটা আমি স্বীকার করি, তা হতে পারে তবে আমাদের Education Deptt. যে সমস্ত privately managed schoolsকে grant-in-aid দিচ্ছে, মোটামোটিভাবে তারা Education Department থেকে facility পান। অবশ্য আইনসঙ্গতভাবে কতখানি হয় সেই decisionটা আমি বলতে পারি না। মোটামোটি জানি তাদের প্রতি কোনরকম জুলুম, অন্যায় অবিচার হলে, আমাদের Education Deptt. যে 90'/. grant দিচ্ছেন তারা সেই সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখেন, তারপর পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বীরচন্দ্র বাবু যে কথা বলেছেন, যে অনেক সময় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যেমন গত বৎসর হয়েছিল সেটাও ঠিক। ত্রিপুরা

রাজ্যের যে communication তাতে অনেক সময় ডাক ব্যাবস্থার গোলযোগ ঘটে, তাতে অনেক বিলম্বে কাগজপত্র পৌছে এবং সময়মত পরীক্ষার ফল ইত্যাদি প্রকাশ হয় না। এটাও ঠিক। Secondary Board of Education এর যে সমস্ত স্কুল আছে তাদের পক্ষে বর্তমানে মনে হয় unmanageable. কলকাতায় Secondary Boardএ যে সমস্ত স্কুল তাদের manage করতে হচ্ছে তাদের পক্ষে এটা unmanageable, এরকম ভুল ত্রুটী যদি হয় তা খুব অস্বাভাবিক নয় তবে এখানে আমরা যত সত্বর সম্ভব, এই ত্রিপুরায় Secondary Board of Education করার চেষ্টা করব। কিন্তু বর্তমানে এই যে observation করেছেন Plan co-ordination unit pending that অর্থাৎ আমাদের সমস্ত স্কুল অর্থাৎ Union Territoryর সমস্ত স্কুলগুলিকে associated করতে চাইছেন, তারা একটি Central Boardএর সঙ্গে। Govt. of India যদি তার decision না পাল্টায় তাহলে সেটা করা সম্ভব হবে না। Govt. of India চাইছেন যে আমাদের union Territoryর সমস্ত স্কুলগুলি যেন Central Board of Educationএর সঙ্গে associated থাকে। কাজেই Govt. of India যদি তাদের decission পরিবর্তন করেন তাহলে আমাদের এখানে Secondary Board of Education এ একটা আইন পাশ করা সম্ভব হবে। কাজেই decision না পাল্টানো পর্যান্ত আমাদের বর্তমান যে অবস্থা চলছে সেই অনুযায়ীই চলতে হবে, এবং এটা পাওয়ার পরেও আমরা স্থির করেছি—কারণ তার উত্তরে তারা রেখেছেন যে আমাদের Examination conductএর ব্যাপারে এটা অসুবিধাজনক হতে পারে যদি এটা Central Board of Education এর সঙ্গে affiliated থাকে। তাহলে Educationএ Medium of Examination এর যে Language হবে, তারা বলছেন সেক্ষেত্রে অসুবিধা হবে না। কারণ regional media follow করা হবে। এভাবে তারা উত্তর দিয়েছেন, কাজেই Govt. of India-র decision এই ব্যাপারে যদি না পাল্টায় তাহলে ততদিন পর্যান্ত আমাদের এখানে Tripura Secondary Board of Education প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তবে আমাদের তরফ থেকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা চাই এটা হউক। আমরাও এইজন্য বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি এবং এই সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন। যতদিন পর্যান্ত এইভাবে West Bengal এর সঙ্গে আমাদের কাজকর্ম চলবে ততদিন আমাদের কিছু অসুবিধা হবে। তা হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই অসুবিধা আমাদের ভোগ করতেই হবে। কারণ ত্রিপুরার Land Lock ডাক তারের অনেক সময় গোলযোগ ঘটে। তাতে আমাদের অসুবিধা হওয়ার খুবই সম্ভবনা রয়েছে। সে অসুবিধা ভোগ করা ছাড়া বর্তমানে আমাদের আর কোন উপায় নেই। তবে আমি House-কে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ আছি যাতে আমাদের যে সমস্ত অসুবিধা আছে সেগুলিকে আমরা workup করতে পারি। সে বিষয়ে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

Mr. Speaker :— Now I request the Hon'ble member Shri Birchandra Deb Barma,

Shri Bir Ch. Deb Barma M.L.A.— মাননীয় Speaker Sir, আমাদের এই অসুবিধার জন্য এই যে একটা anamoly রয়েছে তারজন্য কি রকম অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে আমি কেবল সেই picture-টা House-এর সামনে তোলে ধরব। এর পূর্বে যে ruling-টা আমি অনেকবার refer করেছি সেটা আমি পড়ে দিচ্ছি যে সমস্ত relevent portion আছে। It is reported in 1959 Tripura at page 27. Relevent portion-টা পড়ছি। "No Lagilation has been enacted as regards matter-Education in the territory of Tripura." ত্রিপুরা সম্পর্কে, শিক্ষা সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করা হয়নি। And no Specific Rules have been framed by the Administrator in the subject. Though the Administration has an Education Deptt. under the Director of Education. ত্রিপুরার Director of Education এর under এ যদি ও একটি Education Department আছে তথাপি কোন Rule তৈরী হয় নাই। At any rate none who have brought to the notice of the Court and the position was cansidered on the both side, Courtএর সামনে এরকম কোন Rule ই দেখান হয় নি এবং এটা উভয় পক্ষই স্বীকার করছে। What was going on and most psobably from before the merger of Erstwhile State of Tripura is that Rules etc. prevailing in the old Precedence of Bengal and now the State of West Bengal are followed in such matter as a matter of practice or necessary intention. পূর্বেকার যে old precedence of Bengal ছিল এবং যেটা বর্তমানে State of West Bengalএ আছে সেগুলি ত্রিপুরা merger হওয়ার পূর্বে follow করে আসছে। এবং as a matter of practice সেগুলি এখনো follow করে আসা হচ্ছে। I say so because there was neither any report nor there was anything placed before the Court so that this rules have been adopted by an order of the appropriate. Authority in the Territory of Tripura. ত্রিপুরার Territory তে এমন কোন appropriate authoriey এই সমস্ত order গুলি adopt করেনি, এ সমস্ত Rule গুলি adopt করেনি. Rules হয়েছে যে সমস্ত Rules follow করা হয়েছিল as a matter of practice সেগুলি হলো এবং এমন কোন order of this Govt. নাই that these rules have been adopted here তারপরে একটি letter আছে। Letter from the Inspector of schools, Tripura dated 21-8-58 is reproduced below is also to the same effect. সেখানে Letter বলছে "To the Secretary, Prachya Bharati, Agartala, Tripura, Sir, with reference to your No. so and so I am to state the position as follows :— In the absence of Tripura School code, the provision of Bengal Education code are generally

followed in Tripura. There is no standing order to the effect that the provision of the Bengal Education code are binding on the High Schools of Tripura" এমন কোন standing order নাই যার দ্বারা Bengal Education code is binding on the High Schools of Tripura. কাজেই position-টা কি হলো ? শেষ পর্যায় বলছে" it appears that the schools of Tripura are affiliated to and recognised by the Board of West Bengal. That is Shools of Tripura were placed under jurisdiction of the Board of West Bengal by implied agreement on the part of Board, the Govt. of Tripura and the managing committee. That being the orders of the Board of West Bengal will bind the managing committee as if there were their own rules and orders even though managing committee as a Govt aided in Tripura may be regarded as a domestic tribunal in the absence of statute for the constitution or for the extention of the juridiction of West Bengal Board over the Union Territory of Tripura. এই implied agreement এর দ্বারা এগুলি follow করে যাওয়া হয়। তার দ্বারা হলো কি, এই যে ব্যাপারটা it is just like a domestic tribunal বাড়ীতে আমাদের যে সমস্ত domestic tribunal থাকে, বাড়ীর চাকরবাকর যে সমস্ত আমরা নিযুক্ত করি এবং তাদের বরখাস্ত করি it is guided almost in the same patern. এবং এর ফলে হচ্ছে কি, এই case-টার মধ্যে ভদ্রলোককে বলা হয়েছিল যে I cannot spare you. School এর interest এ এখন তুমি B. T. পড়তে যেতে পারবে না। তারপরে ভদ্রলোককে বলা হল যে you are a dangerous person, you will not be entitled to any such scope এর পরে তাদের আবার বলা হলো যে you are not a B. T. কাজেই আরেকজন B T. Teacherকে আমরা নিযুক্ত করছি so your service is terminated. Court বলল যে এ সমস্ত ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি না। So long as it is a domestic tribunal এর ব্যাপার। কাজেই আমি এই ব্যাপারে আপনাকে কোন রকম help করতে পারি না। এবং This is followed in olher similar cases ত্রিপুরার যে সমস্ত managing committee রয়েছে তাদের যে কার্য্য করা হচ্ছে তাতে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। এই রকম কার্য্যকলাপ হিটলারের fascist regime যেখানে ছিল সেখানেও হয়েছে কিনা সন্দেহ। He was a clerk. তাকে বলা হলো to take charge of cash with retrospective effect. How is it possible ? আমি কি করে restrospective effectএ charge নেব। I can take charge from the date on which cash is actually handed over to me. No, you are to take change of School Cash with restrospectlve effect. এবং practically this man has been discharged. Because he will not take charge of cash with restrospective effect

এই রকম একটা instance'ও আছে। আরো instance আছে one Gentleman, he was an Asstt. Head master in some school সে B. T. পাশ করে আসল। B. T. পাশ করে আসার পর another person has been appointed an Asstt, Head Master. শেষ পর্য্যন্ত Secretary বলল যে আমি এটার একটা ব্যবস্থা করে দেবো এবং একজন Asst. Head Masterকে Transfer করা হবে Girls' Sectionএ এবং যেইমাত্র তাকে Girls' Sectionএ Transfer করতে চাইল তখন Education Director বলল যে He can not be made Asst. Head Master, because he is not a B. T.—তারপর যে Asstt. Head Master B. T. নন তাকে B. T, পড়িয়ে আনা হলো এবং যিনি B. T. Asstt. Head Master ছিলেন তাকে বলা হলো you are discharged. এত রকম ব্যপার হচ্ছে। These are not the instances only. There are so may instances এই সমস্ত ব্যপোরগুলি আমাদের কাছে যখন আসে তখন আমরা astound হয়ে যাই। যারা স্কুলে চাকুরী নেয় তারা সবাই প্রায় ভদ্রলোকের ছেলে। এদেরকে যে কোন-ভাবে terminate করা হয়। Without showing cause, without anything এদের প্রত্যেককে terminate করা হয়। I have never heard of this thing that one man is being terminated without showing any cause. কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারগুলি কেন হয়? এই যে rulling পড়লাম they think যে কেন না এই সমস্ত rule apply করে না it is just like a domestic tribunal. Domestic tribunal বাড়ীর চাকরকে আমরা আজকে ইচ্ছামত চাকরী দেব, কালকে বলব যে না তোমার চাকরী নেই, এইসব ব্যাপারে আজকে যদি শৃঙ্খলায় নিয়ে আসা যায়, লেখা পড়া শিখাবে, শিক্ষক যারা তাদের উপর যদি এই রকম অন্যায়, অবিচার প্রত্যহই চলতে থাকে এবং চোখের সামনেই চলতে থাকে এবং তাদের যদি আমরা কোন রকম defence দিতে না পারি what Education they will give to the Student? What can we expect from them? কাজেই আমি মনে করি এই সম্পর্কে আমাদের একটা বিহিত করা দরকার। আজকে যদি Rules and Regulations থাকত আজকে যদি একটা একটা Court থাকত we can go to the Court. যে court আছে, এই অনুযায়ী তোমার চলতে হবে। You are to follow it. কিন্তু এখন we are helpless. Because it is a domestic tribunal কোন rule খাটছে না। যেন বাড়ীর ব্যাপার একটা পারিবারিক ব্যাপার। কাজেই আমি মনে করি in all these respects আজকে ত্রিপুরাতে এই সমস্ত একটা সমস্যার ব্যাপার। Particularly যে সমস্ত Govt. aided private school রয়েছে তাদের managing committee-র যে সমস্ত কার্য্যকলাপ চলেছে এবং যেভাবে whimsically they are terminating the services of the teachers এটা একটা বিশ্রী ব্যাপার, স্বেচ্ছাচারী ব্যাপার there should be end of all these things এবং তার জন্যই আমাদের definit একটা code করা দরকার। There should be definite rules and regulations এবং that will be a binding to the managing committee. So that those who are

the victims of all these agression, they may go to the court for redress. কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা কিছুই করতে পারছি না। কাজেই আমি মনে করি আজকে আমাদের এটা অতি তাড়াতাড়ি দূর করা দরকার। আমাদের ছেলেদের লেখাপড়া চাই, Education এর উন্নতি চাই, সব কিছুই চাই বটে কিন্তু মাষ্টারদের এ হেন অবস্থার মধ্যে যে আমরা রেখেছি তাহলে we cannot expect a good result from them. তাদের কাছ থেকে কোন মতেই আমরা আশা করতে পারি না যে তারা ছেলেদেরে ভালভাবে শিক্ষা দেবে। The life of their services are just to the whim of the secretary or the managing committee. কাজেই আমার মনে হয় এই দিক থেকে এই Resolution এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এবং সেই জন্যই আমি এই Resolution টিকে support করছি।

Mr. Speaker :— I now request the Hon'ble Member Shri Gopesh Ranjan Deb.

Shri Gopesh Rn. Deb— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে House এর সামনে ত্রিপুরায় একটি শিক্ষা পরিষদ গঠনের জন্য যে প্রস্তাব এসেছে, এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা একটু আগে মাননীয় Dy. Minister শ্রী ভৌমিকের মুখে শুনেছি। এই প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। আমরা ত্রিপুরায় যে শিক্ষা পর্ষদের অভাব অনুভব করছি তার বক্তব্য থেকেই তা বুঝতে পেরেছি এবং তারজন্য চেষ্টাও হচ্ছে। চেষ্টা যে করা হচ্ছে না তা নয়। একটি Report থেকে তা আমরা শুনতে পেয়েছি। এদিক থেকে আমাদের কর্ত্তব্য ঠিকই করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এখন Central Govt. তার মত পরিবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত আমরা শিক্ষা পর্ষদ গঠন করতে পারছিনা। তবে অসুবিধা আমাদের আছে, আমরা অসুবিধার সম্মুখীন অনেক সময় হচ্ছি। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা এরা বিরোধের দিকটা তুলে ধরেছেন। সে সম্পর্কে আমি দু-একটি কথা House এর সামনে রাখতে চাই। এখানে বলা হয়েছে যে Private School গু'লর Managing Committee তারা dictatorship চালাচ্ছে' এবং তারা একটা যা'তা কাণ্ডকারখানা করছে। আমার মনে হয় সব স্কুলগুলির Managing Committee এরকম করছে বলে তাদের যে ধারণা সেটা ঠিক নয়। কোন কোন স্কুলে হতেও পারে হয়ত সেখানে সব লোক সমান না, এমন ঘটনা ঘটতেও পারে। হয়ত মাননীয় সদস্যের কাছে certificateএর জন্য উনারা গেছেন। উনি আইনের কোন Privilege তাদের দিতে পারেননি. কাজেই সব Private School গু'লর Managing Committee যে খারাপ এ ধরণের মন্তব্য Houseএর সামনে রাখা আমি ঠিক মনে করিনা, আমাদের যারা বিচার পাননি তারা ত জানেন আমাদের এখানে tribunalএর আছে, তারা বিচার প্রার্থী হলে বিচার তারা নিশ্চয়ই পাবেন এবং সেই tribunal ত্রিপুরাতেও আছে। তাছাড়া Education Deptt. ও Rules আছে যে rulesএর দ্বারা এখানে স্কুল ইত্যাদি পরিচালনা করা হয়। ত্রিপুরাতে Secondary Board of School গুলার যে দাবী তারা

জানিয়েছেন সেটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ত্রিপুরাতে মহারাজার আমলে যা ছিল তার থেকে স্কুলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে সত্য, কিন্তু একটা Board of Secondary Education স্থাপনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সারা বাংলা (ঢাকা ছাড়া) আমাদের সমস্ত স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তারপর গৌহাটিতে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, পূর্ববংগ পাকিস্তানে পড়েছে। তৎসত্ত্বেও বহু সংখ্যক স্কুল এখন Board of Secondary Educationএর অধীনে আছে। এমতবস্থায় এই অল্প সংখ্যক স্কুল যা ত্রিপুরাতে আছে তা নিয়ে নূতন একটা Board গঠন করা সম্ভব নয়। পরীক্ষার খাতা চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। একথা সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করার আগেই আমি বলতে চাই খাতা যদি কিছু missing হয়ে থাকে তাহলে সেটা accidental. আমাদের এখানে যদি কোন board থাকে তাহলে যে খাতা missing হবে না এমন গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয় এবং এই রকম missing যে সব সময় হবে এরকম বলা যথাযথ নয়। Legal jourisdiction সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে প্রস্তাবে তার সাথে মিল নেই। কলিকাতা Secondary Board of Education, যার অধীনে ত্রিপুরার স্কুলগুলি আছে সেটা ত্রিপুরার পক্ষে কতখানি আইনসঙ্গত সে কথা প্রস্তাবে না বলে বলা হয়েছে নূতন করে বিল আনার জন্য, সুতরাং প্রস্তাব এবং বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য রয়ে গেছে, legal jurisdiction এর বক্তব্যটি ইতিমধ্যে ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং তারা বিচার করে দেখছেন যে Centrallv administrated areaএর স্কুলগুলি নিয়ে একটা স্বতন্ত্র কিছু করা যায় কিনা ত্রিপুরা সরকারের অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছে এবং সরকারও সে মতামত পেশ করেছেন, সুতরাং সেই প্রশ্নের সুরাহা না হওয়া পর্য্যন্ত সরকার কেমন করে দ্বিতীয় প্রস্তাবের কথা চিন্তা করবেন তা আমি বুঝতে পারি না। এই বক্তব্য রেখেই আমি এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—Is there any body to participate ? Now I request the mover of the resolution to give reply.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Higher Secondary Education Board করার কথা যে সরকার ভাবছেন সেটা আমরা আজকে শুনলাম এবং তা শুনে আমরা খুব খুশী হলাম। তারা যে এটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন যে ত্রিপুরাতে Secondary Board of Education দরকার এবং না হলে পরে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে এবং সেটা অনুভব করেই তারা Central Govt. এর কাছে move করছেন সেটা আজকেই প্রথম আমরা জানলাম। জেনে অবশ্যই আমরা খুশী হয়েছি। Central Govt. যখন জানিয়েছেন যে আমাদের union Territory যেগুলি আছে সেগুলিকে নিয়ে আমরা একটা Central Sccondary Education Board করতে চাই, সে কথা বলার পর ত্রিপুরা Govt. তার proposal নিয়ে আর persue করছেন কিনা বা এখানকার যে

বিশেষ অবস্থা যে অবস্থায় ত্রিপুরায় যে একটা Secondary Education Board প্রয়োজন এটাকে Central Govt. কে বুঝাইবার জন্য তারা কি প্রচেষ্টা নিয়েছেন তা আমরা জানিনা অথবা Central Govt. এর সঙ্গে তারা একমত হয়েছেন কিনা Secondary Education Board এর প্রয়োজন নেই, আমরা Central Secondary Education এই সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা। কাজেই আমরা আশা করব ত্রিপুরায় Secondary Education Board করার জন্য তারা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সেটা কাজে পরিণত করবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা, যে Secondary Education Board আমাদের এখনও হল না, এদিকে West Bengal Secondary Education Board এর আইনও চালু নয়। এই যে অবস্থাটা সেই অবস্থায় যারা teacher তারা যে সমস্ত difficulty face করছেন তার solution কি এবং সেই solution করার জন্য সরকার কি ভাবছেন? আজকে এখানে Tribunal এর কাছে যে কোন case refer করা হউক না কেন প্রকৃত পক্ষে যে সমস্ত teacher কে degrade করা হয় বা terminate করা হয় তখন সে কোথায়ও protection পায় না। না পায় Courtএ, না পায় Secondary Education Boardএ, না পায় Tribunalএ। তার ব্যবস্থাটা কি? সেদিক থেকে teacher দের service এর securityর কি guarantee সরকার দিচ্ছেন? সেই ব্যাপারে তো তারা একেবারে silent যদি এটা হয় যে আমরা এখন Secondary Education Board করতে পারলাম না, অতএব এই সময়কালীন West Bengal Secondary Education Board এর যে আইনটা আছে সেই আইনটা এখন চালু করে দিলাম. আইন হওয়ার ফলে আইনের দিক দিয়ে তারা যে protection পাওয়ার কথা সেই protection তারা পাবেন, সেইটুকু তারা বলছেন না। কাজেই teachers-রা ভাবছেন যে আমাদের service এর কোন gurantee নাই আমাদের insecured অবস্থায় থাকতে হচ্ছে। কাজেই সেদিক থেকে আমি মনে করি যে আমার প্রস্তাবের যে validity সেই validity এখানে থাকছে এবং সেজন্যই আমার প্রস্তাবটিকে আমি এখানে রাখছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over. I would now put the question to vote. The question before the house is that 'As West Bengal Secondary Education Board has no legal jurisdiction over Tripura and as there is a need for a seperate Secondary Education Board for Tripura, this House is of the opinion that immediate legislation should be made for the constitution of a Secondary Education Board for Tripura.

As many as are of that opinion will please say "AYES". Voices—AYES.

As many as are of that opinion will please say "NOES". Voices—NOES.

"NOES" have it "NOES" have it. The motion is lost.

As the business of the day is over the House stands adjourned till 11 A. M. Next day, the 16th November 1965.

APPENDIX—A

Starred Question No. 52 –By Shri Aghore Deb Barma. M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1. If Government proposed to bring deputationist in the cadre of Inspector of Police;	Yes
2. if so, the reasons there for ?	Due to Non-availability of suitable experienced local officer for the particular work.

Starred Question No. 74 By Shri Atiqul Islam. M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Government has received any telegram from Shri Durgadas Sikdar of Bisramgonj area, Sadar, on 21-6-65, complaining against the dealer of Bisramganj Fair Price Shop, Sadar;	Yes
2) if so, whether the complaints have been inquired into;	Yes
3) and with what result.	The dealer has benn warned.

Starred Question No. 161 By Shri Bulu Kuki M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether fortnightly Price Bulletin is not published regularly,	1) The fortnightly Price Bulletin is published regularly.
2) if not, the reasons thereof ?	2) Does not arise.

Starred Question No. 181 By Shri Nripendra Chakraborty. M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. What steps are being taken to make primary education free and compulsory throughout Tripura;	Education has been made free for all students upto class VIII in all schools in Tripura, but no action for making Pry. Education compulsory has been taken.
2. Whether suitable laws are contemplated to be enacted;	No.
3) Whether the experiences of the Pilot Project Scheme followed at Kamalpur will be taken into consideration while enacting such legislations ?	Does not arise.

Starred Question No. 182 By Shri Nripendra Chakraborty M.L.A

QUESTION	ANSWER
1. Whether any Institute of Education has been established in Tripura as a centrally sponsored scheme to look after the requirement of pre-primary, primary middle & secondary education;	No.
2. If so, the composition of that institute;	Does not arise.
3. Whether any unit of Science Education has been established for the promotion & improvement of Science teaching in school at all levels;	No.
4. If so, composition of that unit ?	Does not arise.

Starred Question No. 183 By Shri Nripendra Chakraborty. M.L.A,

QUESTION	ANSWER
1. Whether any Education Evaluation Unit has been formed in Tripura.	No.
2) If so, whether any central assistance has been received for it;	Does not arise.
3. If so, nature of the assistance ?	Does not arise.

Starred Question No. 250 By Shri Hlura Aung Mag, M. L. A.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) জুলাইবাড়ী বাজার, বিলোনীয়া ১.৩.৬৫ ইং তারিখে আগুনে যে সমস্ত দোকান ঘড় পুড়ে নষ্ট হইয়াছে তাহাদের দোকান ঘড় তৈরী করার জন্য সরকার হইতে C. I. Sheet কণ্টোল দেকান হইতে কিনার জন্য পারমিট দেওয়া হইয়াছে কিনা ;	না।
খ) না দেওয়া হইয়া থাকিলে কারণ কি ?	জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বরাদ্দের সরবরাহের অভাব হেতু হয় নাই।

Starred Question No. 259 By Shri Birchandra Deb Barma, M.L.A.

QUESION	ANSWER
1. What is the exact date of submission of charge sheet in police çase No. Bishalgarh P. S. 7 (10) 63 the State Vs Ramani Singh & others;	Case is subjudice.

Starred Question No. 274 By Shri Bulu Kuki. M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether the tour programme of Shri Raj Bahadur, Union Minister for Transport and Communication was intimated to M. L. As;	No.
2. If not, the reasons thereof ?	There was not enough time.

Starred Question No. 279 By Shri Hlura Aung Mog M.L.A

QUESTION	ANSWER
1. Whether the Govt. desires to shift Engineering College, Narsingarh to some other place in the context of the recent Pak-firing at the said area.	The classes of the Tripura Engineering College are temporarily being held in the existing building of the Polytechnic Institute till the construction of its own building at Barjala near Jirania.
2. If so, what steps have been taken in the matter ?	As stated in [1] above.

Starred Question No. 294 By Shri Sudhanwa Deb Barma, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is fact that Rabi Charan Deb Barma son of Prakash Sardar and other person of Takmakari have lodged complaint against the local people under the Sidhai Thana, Sadar ;	No.
2. if it is a fact what is the complaint lodged against the local people ?	Does not arise.

Starred Question No. 295 By Shri Sunil Kumar Chaudhury, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that there is scarcity of salt in the markets of the whole Sabroom Sub-division;	No.
2. At what price salt is being sold per k. g. in the markets ?	At ·26 paise per k.g.

Starred Question No. 298 By Shri Sunil Kumar Choudhury. M.L.A.

QUESTION

a) Whether the Govt. has proposal to establish a higher Secondary School at Sabroom town for the girls' students;

b) If the answer is in affirmative, when it will be established;

c) If the answer is in negative the reason thereof ?

ANSWER

No.

Does not arise.

The question of starting a Higher Secondary School for girls at Sabroom may be considered during the 4th Plan period according to need.

Starred Question No. 320 By Shri Hemanta Deb, M. L. A.

প্রশ্ন

১। উমাকান্ত তায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বডিংএর সুপারিণ্টেনডেণ্টের কাজ কি ?

২। বোর্ডিংএর ছাত্রদের খাওয়ার জন্য ছাত্রপ্রতি কত দিতে হয় ?

উত্তর

বোর্ডিংএর নিয়ম, শৃঙ্খলা ও ছাত্রদের উপর নজর রাখাই সুপারি-ণ্টেনডেণ্টের কাজ। এক কথায় স্থানীয় অভিভাবকের কাজ বলা চলে।

The Supurintendent is practically the local guardian of the boarders, and as such he is responsible for maintenance of disciplene in the Boarding House.

ষ্টাইপেণ্ড মাথা পিছু প্রতিদিন ১.২৫ পয়সা।

Stipend @ Rs 1·25 P. only per day per head.

Starred Question No. 327 By Shri Hemanta Deb, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether the Govt. proposes to introduce College bus service, Agartala.	No.
2. If so, what steps have been taken in the matter ?	Does not arise.

Replies to Starred Question No. 322 : by Shri DINESH DEB BARMA M.L.A. 189

QUESTIONS	ANSWERS
(a) Whether the price of meat and egg gone up in Tripura.	Yes.
(b) What is the market rate at present ?	The market rate of eggs and meat varies from one place to another. Meat sells at Rs. 4·50 per Kg. and eggs at Rs. 6·25 P. per score in the Municipal market.

QUESTION	ANSWER
(c) What steps have been taken to improve the supply position ?	During 2nd and 3rd Plan period, one State Poultry Farm, one Duck Multiplication Centre four Poultry Extension Centres, and one Duck Extension Centre have been established where from a good number of chicks, ducklings and hatching eggs are being distributed to the public every yr. The state Poultry Farm has further been expanded to 1,000 layers from 500. In addition, the following schemes have been introduced to encourage rearing of Poultry by the public. (a) Distribution of exhotic cocks for upgrading deshi hens on subsidy basis. (b) Distribution of day old chicks on subsidy basis. (c) Grant for improvement of village Poultry houses. (d) distribution of Incubatorrs and rearing equipments for day old chicks on loan. (e) Distribution of Poultry Units (4 pullets and one cockeral) to 100 families in each of CD and N. E. S. Block and also in Agartala Municipality area per year, (f) Grant for making Poultry houses under deep litter system.

APPENDIX—B

Unstarred Question No, 98 By Shri Sunil Ch. Dutta M. L. A.

QUESTION		ANSWER	
.1 Total annual land revenue including cess of the year preceding to coming into effect of the tables of the revenue rates confirmed under section 34 of the T.L.R. & L. Reforms Act Sub-Division-wise;	1.	Dharmanagar	97,622.35 p
		Kailashahar	63,248.57 p
		Kamalpur	28,185.50 p
		Khowai	79,716.72 p
		Sadar	2,47,247.64 p
		Sonamura	1,04,915.31 p
		Udaipur	82,767.95 p
		Belonia	1,10,320.30 p
		Amarpur	43,416.72 p
		Sabroom	34,287.70 p
2. Total annual land revenue including cess assessed where attestation is completed or estimated (where attestation has not yet been completed) as per tables of revenue rates confirmed under Section 34 of the Act Sub-Division-wise ;	2.	Dharmanagar	5,32,770.94 p
		Kailashahar	2,64,347.09 p
		Kamalpur	1,50,220.20 p
		Khowai	3,18,369.57 p
		Sadar	10,16,027.98 p
		Sonamura	2,29,064.86 p
		Udaipur	2,93,369.76 p
		Belonia	3,13,420.85 p
		Amarpur Sabroom	Attestation not completed.
3. Total land revenue and cess realised Sub-division-wise upto 30th Chaitra, 1371 B. S. as per table of revenue rates confirmed under the Act.	3.	Dharmanagar	Revenue rates confirmed will come into effect from 1373 B. S.
		Kailashahar	79,976.65 p
		Kamalpur	33,118.80 p
		Khowai	1,05,917.91 p

QUESION	ANSWER	
	Sadar	Revenue rates confirmed Action for realisation of revenue is to be taken after necessary correction of Jamabandhi Schedules,
	Sonamura	67,804.76 p
	Udaipur	Revenue rates confirmed. Action for realisation of revenue is to be taken after necessary correction of Jamabandhi Schedules.
	Belonia	73,020.82 p
	Amarpur Sabroom	Revenue rates have not yet confirmed.

Unstarred Question No. 180 By Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

1. Total number of girl students enrolled in primary, Middle and High/Higher Secondary Schools of Tripura.	Furnished in the Annexure.
2. A Sub-Division-wise break of the number.	—do—
3, How does this number compare with the total population of girls in the corresponding age groups (6-11, 11-14, 14-16).	—do—
4 Whether the progress of girls education is considered to be satisfactory.	Progress in the primary stage is satisfactory and in the Middle & High stages improving.
5. If not, what steps are being taken to improve the position.	Does not arise.

ANNEXURE

Possition as on 31st March-1964.

Total number of girl students enrolled in—			Sub-Divisional-wise break np—				Number of girl students enrolled in age group in comparison with total population of girls.		
				Name of girl students in					
Primary	Middle	High/ Higher Sec.	Name of Sub-Division	Primary	Middle	High/Higher Secondary.	6—11	11—14	14—16
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
40,004	4,353	*7,377	Sadar	15,796	2423	4263	39236	9010	2695
			Amarpur	870	18	62	i. e. 58·4 %	i. e 23%	i. e 7·8%
			Belonia	3,153	253	431	of the total	of the total	of the tota l
			Dharmanagar	4,548	506	776	popultaion	population	population
			Kailasahar	3,552	189	554	(female)	(female)	(female)
			Kamalpur	3,149	282	152			
			Khowai	4,023	191	597			
			Sabroom	1,272	153	33			
			Sonamura	1,746	204	63			
			Udaipur	2,895	134	446			

*The figures for High/Higher Secondary Schools also includes the enrolment in the Middle stage classes of those schools.

Starred Question No. 184 By Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1) Total number of applicants for Post Matric Scholarships in — a) Engineering Degree Courses. q) Engineering Dip. Courses. c) Post-Graduate courses d) Medical Courses and e) Other Post-Matric Courses in 1964-65 ;	Information furnished in the annexure.
2) number of such Scholarships awarded ;	—do—
3) whether this number is adequate ;	Yes.
4) If not, whether the number of such scholarships will be increased ?	Does not arise.

ANNEXURE

	No. of applications received for the Post-Matric Scholarships/stipends during 1964-65.	No. of scholarship/ stipends awarded during 1964-65.
a) Engineering Degree Course	46	33
b) Engineering Dip. Course	87	83
c) Post-Graduate Course	46	33
d) Medical Course :		
i] M. B. B. S	5	5
ii] Pre-Medical	16	16
e) Other Post-Matric Courses	672	620

Unstarred Question No. 186 By Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

QUESTIONS	ANSWERS
1) Whether the Government of Tripura has received a petition dated 6.5.65, from Shri Dasarath Deb, M.P. and other D.I.R. detenus of Tripura now lodged in Dumka District Jail, Bihar ;	Yes.
2) if so, what are the contents of the representation ;	In their said representation they had prayed for (i) release of detenus immediately (ii) pending release for transfer to Hazaribagh Central Jail on the plea that Dumka is a backward and unhealthy area (iii) putting all the detenus in higher division and (vi) to grant monthly subsistance allowance to all.
3) whether any reply has been sent to that petition ;	Yes.
4) if so, the contents of the reply ?	Payment of subsistance allowance has got nothing to do with the detention or release of a detenue. The question of payment of subsistance allowance arises in respect of a case on its own merits. There are certain criteria for sanction of such allowance. Petition of Shri Saroj Chanda for such allowance was being considered by Government. Classifications of detenus is decided in consideration of certian criteria. After carefully considering these, Government had placed all M.Ps. and M.L. As and one Lady who had been released after review on 25.6.65 in division 1 A and others in division 1 B. For better health and to avoid congestion in any particular jail all detenus cannot be lodged in one jail only.

Unstarred Question No. 187 By Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1. Names of the Government & Non-Govt. aided schools that received financial assistance under campus work projects ;	Furnished in the annexure.
2; what is the total amount of money given to each of these schools ;	-do—
3. whether the entire money was spent for the purpose for which it was given ;	Yes, except for 2 schools.
4. if not, the reasons therefor ;	Does not arise except in case of 2 schools, in which cases last instalments of grants have not yet been received.
5. what steps are being taken to give such assistance to schools which have not yet received it ?	None.

ANNEXURE

Name of Govt. and Non-Govt. Schools. 1	Amount Sanctioned by G I	Purpose	Year
1. Netaji Higher Secondary School,	Rs. 35,000/-	Recreation Hall-cum Auditorium.	1956-57
2. Bordowali Higher Secondary School	Rs. 35,000/-	do	1956-57
3. Pragati Vidyabhaban.	Rs. 35.000/-	do	1957-58
4. U. K. Academy.	Rs. 35,000/-	do	1958-59
5. M T.B. Girls' School.	Rs. 35,000/-	do	1958-59
6. D.N. Vidyamandir.	Rs. 25,000/-	Stadium	1959-60
7. Prachya Bharati	Rs. 35,000/-	Recreation-Hall-cum-Auditorium.	1960-61
8. Bodhjung Higher Secondary School,	Rs. 35,000/-	do	1961-62
9. U. K. Academy.	Rs. 25,000/-	Stadium	1961-62

Uustarred Question No. 208 By Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the old age pension Scheme adopted by the Department of Social Security; Government of India, has been implemented in Tripura ;	This Government is not, aware of any such scheme having been adopted by the Government of India.
2) if so, what are the details of that scheme ;	Does not arise.
3) number of persons benefited by that scheme uptill now ?	Does not arise.

Unstarred Question No. 213 By Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A

QUESTION	ANSWER
1. Whether the teachers of privately run aided school met the Minister, Education recently in a deputation and submitted a Memorandum ;	Yes.
2. if so what are the contents of that memorandum ;	Given in the annexure.
3. steps taken in the matter ?	Position stated against the points of the Memo. in the annexure.

ANNEXURE

Pointes raised in the Memorandum submitted to the Education Minister.	Position
1. The present rate of 90% aid should be raised to 95%	1. The Government of India have lately suggested that the Delhi Code provisions regarding grants to privately managed schools might be considered for adoption in Tripura. Delhi Education Code provides for regrants upto the extent of 95% of the deficits of the same provisions are under examination & if the terms and conditions are found feasible for application in Tripura proposal will follow.

2. The existing Grant-in-aid rules should be so modified as to facilitate sanctioning supplementary bills.	2. The difficulties complained of regarding the quantum of interim grants that are given now are real, and for removal of the same, modified Draft Rules have been submitted to the Government of India for approval, and the same are under their consideration.
3. Untrained graduate teachers with teaching experience of 5 Years or more should be given the scale of trained graduate teachers. 4. Honours graduates. III class M.A. & II class M. A. other than lecturers should be given a higher pay-scale. 5. The scale of classical teachers should be revised, 6. Untrained graduate teachers should be given a time-scale (175-325).	3 to 6. Grant-in-aid Rules approved by Govt. of India for Tripura provide for same pay scales and qualifications for teachers of Government and privately managed aided schools, and the revised the pay scales for teachers in Government schools are applicable to teachers in aided schools also. There have been cases of omission in case of certain categories of teachers in Govt. Service in the revised pay scales introduced w. e. f. 1-4-61. The omission cases have been taken up with the competent authorities But where consideration has not given to teachers of Govt. Schools, benefits cannot be proposed for teachers of those categories in aided schools for reasons stated above.
7. Triple Benefit scheme should be implemented with immediate effect. 8. P.F. contribution should be increased to 8⅓% in place of 6¼%	7 & 8. Govt. of India have intimated recently that they are going to introduce a scheme for extension of terminal benefits to teachers of aided schools in the Union Territories w.e.f. 1-4-65, and that the same scheme will be communicated after details have been settled by them in consultation with the Finance Department and the Auditor General. The proposed Scheme includes triple benefits in the form of contributory P.F., pension and gratuity, and also insurance. The scheme when introduced is expected to meet the demands.

Points raised in the Memorandum submitted to the Education Minister.	Position
9. 50% Contribution by the schools should not be made the criteria of capital grants. It should be at best 12½%.	9. In the Draft Rules submitted to the Govt. of India a school's contribution was proposed to be limited to its financial capacity, subject to a minimum of 20% of the total cost of a project. But the same was not acceptable to the Government of India and the existing rule was incorporated on Government of India's suggestion.
10 Medical reimbursement benifit should be extended to privately managed schools as it has been done in Government Schools.	10 The position in this regard in other States is being ascertained.

Unstarred Question No. 216 By Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. Names of the hoarders and profiteers dealing in foodgrains and other essential commodities, who got arrested in different sub-division of Tripura during last May and June ;	List enclosed.
2. total amount of foodgrains and essential commodities seized from their possession ;	Rice : 39153 K.G. and 550 Gram. Paddy : 24238 K G.
3. whether any case has been instituted against any of them ?	Yes

Name of the hoarders and profiteers dealing in foodgrains and other essential commodities who got arrested in different sub-division of Tripura during last May and June.

Name of the persons	Case No.	Name of Sub-division and P.S.
1. Shri Radha Kanta Deb-Nath, Ranirgaon	Against each cog-cases were started U/S 7 (i) E. C. Act and 41(5) of D.I. Rules	Sadar Sub-division, Kotwali P.S.
2. Shri Raj Kumar Deb-Nath, Banamalipur		"
3. Shri Jogesh Ch. Saha, Debinagar		"
4. Shri Hari Narayan Saha, Jirania		"
5. Shri Jogesh Ch. Saha of Jirania		"
6. Shri Sarat Ch. Mazumder, Jirania		"
7. Shri Jogesh Ch. Mazumdar, Jirania		"
8. Shri Hara Krishna Saha, Dhaleswar		"
9. Shri Niranjan Laskar, Dhaleswar		"
10. Shri Gopal Ch. Saha, Dhaleswar		"
11. Shri Suresh Ch. Das		"
12. Shri Nil Kumar Das, Jirania		"
13. Shri Jogesh Ch. Saha, Dhaleswar		"
14. Shri Babu Ch. Deb-Barma, Gunamani Thamurpara		"
15. Shri Satish Ch. Ghose, Old Agartala		"
16. Shri Debendra Ch. Deb-nath, Dhaleswar		"

Name of the persons	Case No.	Name of Sub-division and P.S,
17. Shri Nur Mia of Ramnagar		,,
18. Shri Prafulla Kr, Poul, Town Pratapgarh		,,
19. Shri Bhupal Chakraborty Old Agartala		,,
20. Shri Lalit Mohan Saha Melarmath		,,
21, Shri Hiralal Saha. Math Chowmuhani		,,
22. Shri Prafnlla Kr. Banik, Arundhutinagar		,,
23. Shri Amar Ch. Saha of Sibnagar	Case No. 8(5)65 U/S 7(ii) E.C. Act,	Sadar Sub-division, Bishalgarh P. S,
24. Shri Banamali Saha of Maharajgongbazar		,,
25. Abid Ali of Bishalgarh Bazar	Case No, 9(5) 65 U/S 7(ii) E. C. Act & 125 (9) of D. I. Rules.	,,
26. Shri Nagendra Ch. Roy of Routhkhala	Case No. 10 (5)65 U/S 7(ii) E.C. Act & 125 (9) of D. I. Rules	,,
27, Shri Bhusan Ch. Saha of Bishalgarh	Case No. 12 (5)65 U/S 7(ii) of E.C. Act & 125(9) of D.I. Rules	,,
28, Shri Narendra Ch. Saha of Bishalgarh Bazar	Case No. 11(5)65 U/S 7(ii) E.C. Act and 125(9) of D. I. Rules	,,
29. Shri Prafulla Ch. Saha of Bishalgarh Bazar	Case No. 13(5)65 U/S. 7(ii) E, C Act and 125(9) of D. I, Rules	,,

Name of the persons	Case No.	Name of Sub-division and P.S.
30. Shri Gobinda Ch. Saha of Murabari	Case No. 14(5)65 U/S 7(ii) E, C. Act and 125(9) of D. I. Rules	,,
31. Sona Mia of Rajnagar	Case No. 3(6)65 U/S 125(9) of D. I. Rules	,,
1. Abid Ali	Case No. Cr. 150/65 U/S 7(i) (ii) E, C. Act	Udaipur Sub division R, K. Pur P. S.
2. Kadir Bakshri	,,	,,
3. Pulin Behari Saha	,,	,,
4. Shri Promode Saha	Case No. CR, 151/65	,,
5. Abdul Hamid	,,	,,
6. Shri Birendra Bhattacherjee	Case No. CR. 152/65	,,
7. Shri Ramesh Ch. Saha	Case No. CR. 153/65	,,
8. Manindra Ch. Deb Nath	Case No. CR. 154/65	,,
9. Shri Munnaf Miah	Case No. CR. 155/65	,,
10. Golam Hachan Ali	Case No. CR. 161/65	,,
11. Shri Manindra Saha	Case No. CR. 160/65	,,
1. Shri Chinta Haran Saha	Case No. 6(6) 65 U/S 7(ii) of E. C. Act	Amarpur Sub-division, Amarpur P.S.
2. Shri Manindra Debnath	and 41(5) of D. I. Rules	,,

	Name of the persons	Case No.	Name of Sub-division and P.S.
1.	Kamru Mia	Case No. 22(6)65 U/S 7(ii) E. C. Act	Dharmanagar P.S, & Sub-division
2.	Matachin Mia	—do—	—do—
3.	Saraju Kumar	—do—	—do—
1.	Shri Hemendra Bhattacharjee	Case No. 3(6)65 U/S 7(ii) of E. C. Act	Khowai Sub-division and P. S. Khowai
2.	Shri Mono Ranjan Biswas	Case No. 4(6)65 U/S 7(ii) of E. C. Act	—do—
1.	Shri Gopal Ch. Deb, Teliamura Bazar	Case No. 6(5)65 U/S 7 of E. C. Act	Khowai Sub-division P. S. Teliamura.
2.	Shri Chitta Ranjan Roy, Teliamura Bazar	Case No, 7(5)65 U/S 7 of E. C. Act	—do—
3.	Shri Rati Ranjan Modak, Kalitila	Case No. 1(6)65 U/S 7 of E, C. Act	—do—
4.	Shri Nibaran Dhar, Moharchera	Case No. 6(6)65 U/S 7 of E. C. Act and 125 (9) of D. I Rules	—do—
5.	Shri Rati Ranjan Datta, Moharchera,	—do—	-do-

Unstarred Question No. 217 By Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1) Total amount of foodgreins declared upto 31st of June, 1965, under Tripura Declaration of Foodgrains order, 1965 ;	Nil,
2) A Sub-Division-wise breakup of that amount ;	Does not arise.
3) Total amount of foodgrains seized by the Govt. from these declared stocks in each of the Sub-Divisions ;	Does not arise,
4) The highest and the lowest amount seized ?	Does not arise.

Unstarred question No. 239 Asked by Shri Dinesh Deb Barma, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether any application has been received from the D.I.R. prisoners by the Chief Minister, Tripura.	Yes.
2. Whether it is a fact that they have demanded their release and pending release, for their immediate transfer to Agartala Jail.	Yes.
3. If so, what is the decision of the Government ?	After carefully considering all aspects the Government did not find any reason to accede to their prayer.

Unstarred Question No. 271, By Shri Atiqul Islam M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. Total amount of T.A. drawn by the Chief Minister for journey from Agartala to Delhi and back during the period of 1964-65.	Rs, 8,442·79 P.
2. Total amount of T.A drawn by the Development Minister for the journey from Agartala to Delhi and back during the period of 1964-65.	Rs. 2,363·92 P.
3. Total amount of T.A. drawn by the Officers of the Government of Tripura for the journey from Agartala to Delhi and back during the period of 1964-65.	Rs. 57, 884·28 P.

Unstarred Question No. 273 by Shri Birchandra Deb Barma M.L.A.

QUESTION	ANSWER	
	Amount of T.A. drawn.	Amount of Medical re-imbursement drawn.
1) Amouut of T. A. and Medical reimbursement drawn by Chief Minister during 1964-65 ;	Rs, 12,001·04 P.	Nil
2) Amount of T. A. and Medical re-imbursement drawn by Development Minister during 1964-65 ;	Rs. 6,917·17 P.	Nil
3) amount of T. A. and Medical re-imbursement drawn by each of the Deputy Ministers during 1964-65 ?	a) Deputy Ministers Shri B. Das	
	1,430·35 P.	Rs. 1,154·09 P.
	b) Shri M.L. Bhowmik	
	1,555·50 P.	Rs, 555·54 P,
	c) Shri R.P. Chowdhury	
	3,587·49 P.	Nil